কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও

আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি

অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ

আর আই এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি

সৌজন্যেঃ
কাটাবন বুক কর্ণার

অধ্যাপক মাওলানা
আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ

প্রকাশনায়
আর.আই এস পাবলিকেশন্স
ঢাকা

www.pathagar.com

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও
আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি

অধ্যাপক মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০০১

প্রকাশক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম সরদার
আর আই এস পাবলিকেশন্স
রহমত মঞ্জিল
বাইমাইল কোনাবাড়ী, গাজীপুর

গ্রন্থস্বত্ব
লেখকের

প্রচ্ছদ
সাদী রায়হান
হরফ ক্রিয়েশন, ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান

✪ কাঁটাবন বুক কর্ণার
কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেইট,
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৬৬০৪৫২

✪ উত্তরা ইসলামী বুক কর্নার
আবদুল্লাহপুর, বিআরটিসি বাসস্ট্যান্ড
উত্তরা, ঢাকা ফোন : ০১৭-১৪৭০৬২

মূল্য ঃ ৯০/- (নব্বই টাকা মাত্র)

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনঅধ্যুষিত স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন একটি যুগোপযোগী বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। এদেশের মানুষের জাতীয় আদর্শের আলোকিত উপস্থিতি থাকবে এই শিক্ষা ব্যবস্থায়। মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, জীবনাচরণ ও ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো ছিল গণ-মানুষের প্রাণের দাবী। কিন্তু জাতীয় প্রয়োজন ও জনতার প্রাণের দাবীকে পদদলিত করে এদেশের ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা জাতীয় আদর্শের বিরোধী দৃষ্টিকোণ ও মতবাদ থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা রূপায়ণের অপচেষ্টা করো হয়েছে। যার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে কুখ্যাত কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন জাতির ঘাড়ে চাপানোর অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতার সুযোগে একটি গোষ্ঠী বিজাতীয় আদর্শের ছাঁচে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের চেষ্টা করেছে। কিন্তু এদেশের মানুষের দ্বারা সেই অপশক্তি প্রত্যাখাত হয়েছে– যারা মাদ্‌রাসা ও ইসলামী শিক্ষা ধ্বংস করে এদেশের আদর্শ, ঐতিহ্য ও ইসলামী চরিত্র মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল। এখন সময় এসেছে সুচিন্তিত সুবিবেচনা প্রসূত ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী চিন্তাবিদদের মাধ্যমে এদেশের মানুষের জন্য সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের। সেই সাথে পূর্বের জঞ্জাল– নাস্তিক্য ধারায় প্রভাবিত কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে একে পরিশুদ্ধ করার। বিশিষ্ট আলেমে দীন স্বনামখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ আমাদের সামনে সেই কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছেন– আর তথাকথিত কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের স্বরূপ তুলে ধরে এর অনুপযুক্ততা প্রমাণ করেছেন। তাঁর এই প্রবন্ধগুলো জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে দিক-নির্দেশনার কাজ করবে। আমরা আশাবাদী যে, এই গ্রন্থের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার ভ্রান্তি দূর হবে এবং জনসচেনতা সৃষ্টি হবে। এর দ্বারা সচেতন পাঠক মহল উপকৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো।

রফিকুল ইসলাম সরদার

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ॥ ৫
১. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষা ॥ ৭
২. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা ॥ ২৩
৩. আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি ॥ ২৯
৪. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ॥ ৪৮
৫. মাদরাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান ॥ ৫৯
৬. বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার সংকট ও তার প্রতিকার ॥ ৭০
৭. ইসলামী শিক্ষা কি এবং কেন ॥ ৭৯
৮. শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যবোধ ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ ॥ ৯৮
৯. শিক্ষানীতি ২০০০ এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ॥ ১১০
১০. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর প্রেক্ষাপট ॥ ১১২
১১. পরিশিষ্ট ॥ ১২৬
১২. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নপত্র ॥ ১২৮
১৩. সাপ্তাহিক *বর্তমান সংলাপ*-এর মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর ॥ ১২৯
১৪. আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক আল্লামা নিয়ায মাখদুম আল খোতানী (রহ) ॥ ১৪৮

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

"কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি" পুস্তকটি প্রকাশের ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অশেষ শুক্‌রিয়া আদায় করছি।

মূলতঃ এ পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি প্রবন্ধ। প্রথমটি 'কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষা' অপরটি হচ্ছে 'আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি'। প্রথম প্রবন্ধটি ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি কর্তৃক 'কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন'-এর উপর আয়োজিত একটি সেমিনারে পঠিত হয়েছিল।

উভয় প্রবন্ধই বর্তমান সরকার কর্তৃক কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের পর লিখিত। কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন নয় ববং ২১ শতাব্দীর চাহিদা মুতাবিক এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনবোধ ও চেতনার প্রতি গুরুত্বারোপ করে ধর্মীয় মূল্যবোধের সংরক্ষণ, প্রযুক্তি ও আধুনিক বিষয়াবলীর উপরও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেই শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়া প্রয়োজন।

নৈতিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন এবং ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার উজ্জীবন ও প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণের কোন বিকল্প নেই। আজকের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি হত্যা, ছিনতাই, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের মূল কারণ হলো ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত প্রান্তিক জড়বাদী শিক্ষা দর্শন।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ দুটো ইনকিলাব, মিল্লাত, সংগ্রাম ও আল-মুজাদ্দেদ সহ কতিপয় জাতীয় দৈনিক ও মাসিক আল-ফুরকান, মাসিক মাদ্‌রাসা ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলা সহ বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় জীবনের এ সংকটময় মুহূর্তে জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণে জাতির বিন্দুমাত্র কল্যাণ সাধিত হলে আমার এ শ্রম সার্থক মনে করবো।

আবুল কাসেম মুহম্মাদ ছিফাতুল্লাহ
বায়তুল আমান, ৯৮/১ হাজী ইসমাইল
গল্লামারী শাখা সড়ক, খুলনা-৯১০০

২০ শে এপ্রিল/৯৭, ১২ই জিলহজ্জ ১৪১৭ হিঃ
১৭ই বৈশাখ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

৯৯/৩ শহীদ
ফারুক সড়ক
দঃ যাত্রা বাড়ী
ঢাকা-১২০৪
ফোন ঃ ৭২১৮৩০

www.pathagar.com

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষা

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

১৯০৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলন ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় পাকিস্তান। পাঞ্জাবের একাংশ সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তান, আর পূর্ব বাংলাকে নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর শোষণ, অত্যাচার, চাকুরী ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা না করা, বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানে গড়িমসি করা ইত্যাদি চরম বৈষম্যের কারণেই পূর্ব পাকিস্তানীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনতা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৯৪৮ ও ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ এর সাধারণ নির্বাচন, ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন ছিল পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জাগ্রত জনতার অনাস্থারই বহিঃপ্রকাশ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসনের ইতিহাসকে আমরা মোটামুটিভাবে তিনটি স্তরে বিভক্ত করতে পারি।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানী যুগ। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত স্বাধীনতাত্তোর রুশ-ভারত প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের অদ্ভূত সংমিশ্রণের যুগ।

১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর হতে শুরু করে ১৯৯৬ এর ২২শে জুন পর্যন্ত সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব বলয় মুক্ত যুগ। এর মধ্যে ১৯৮৪ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত ছিল একনায়কতন্ত্রের স্বৈরাচারী যুগ।

আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক অবাস্তব কল্পনা বিলাসী সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংস ও পতনের যুগ।

www.pathagar.com

এ সময়ের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সুতিকাগার রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের লৌহশৃংখল হতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সচেতন জনতা মুক্তি লাভ করে।

পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক শাসন ঘোষণা করে। এবং ১৯৭১-এ ২৫শে মার্চ-এর কালোরাত্রিতে পূর্ব পাকিস্তানী জনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে।

২৬ মে মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ শুরু করে সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ।

দীর্ঘ ন' মাস ব্যাপী যুদ্ধ করার পর ১৯৭১, ১৬ই ডিসেম্বর উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পরাজয় বরণ করে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও রাশিয়া সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দান করে। এবং বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা ও রাশিয়ার বেতার ও টেলিভিশন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোসিগিন ও ইন্দিরার যুগল সহযোগিতায় ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের ফলে মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে।

১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারী পাকিস্তানী কারাগার হতে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন ও দিল্লী হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ সরকার মুক্ত পরিবেশে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কোন দেশের পূনর্গঠন ও সংস্কারের জন্য যে পদক্ষেপগুলি অপরিহার্য তা হচ্ছে সাংবিধানিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষানীতির পরিবর্তন ও লক্ষ্য নির্ধারণ।

কোন জাতিকে তার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সংবিধানকে নিজস্ব আদর্শ-ঐতিহ্য, চিন্তা চেতনা ও মূল্যবোধের আলোকে প্রণয়ন করা, নিজস্ব লক্ষ্য ও আদর্শ চেতনার আলোকে গড়ে তোলার মত যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা ও জাতীয়

www.pathagar.com

শিক্ষানীতিকে তারই আলোকে ঢালাই করে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সে চেতনা ও মূল্যবোধের আলোকে গড়ে তোলার মত শিক্ষানীতি প্রণয়ন অপরিহার্য।

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন এর পটভূমি

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্র, সেনাবাহিনী, স্বাধীনতা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কাজে ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে আর রাশিয়া জংগী বিমান, সেনাবাহিনী দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে।

এমন এক পরিস্থিতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২৬শে জুলাই বাংলা ১৩৭১ সালের ১২ শ্রাবণ জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ কল্পে ডঃ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট এক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

১৯৭২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর শিক্ষা কমিশনের ১ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশনকে সুপারিশমালা প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করেন।

এই কমিশনের সদস্য নিযুক্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী ভারত ও রাশিয়ার পরামর্শকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয় এবং সমাজতান্ত্রিক লবীর বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদেরকেই এর সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এ জনপদে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও শিক্ষা কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তা চেতনা জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি আদৌ কোন গুরুত্বারোপ করা হয়নি। কমিটির প্রধান কর্ণধার ডঃ কুদরাত-ই-খুদা, এর অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য কবির চৌধুরী, নুরুস সফা, আব্দুল হক, আনিসুজ্জামান, আবু সুফিয়ান, আব্দুস সাত্তার, বাসন্তী গুহ, ইউ, আহমাদ– এরা সবাই ছিলেন বাম ধারার লোক।

তাদের সবাই নিজ নিজ বিষয়ে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী এটি নিঃসন্দেহে মেনে নেয়া যায়। অথচ ইসলামী জ্ঞান ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পর্কে যে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এ ব্যাপারেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

এটি দিবালোকের মত সত্য যে, তদানীন্তন সরকার রুশ ভারতের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত না থাকার ফলেই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম রূপকার বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল ফজল ও মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, আওয়ামী লীগের সর্বজন নন্দিত নেতা মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের মত সম্মানিত শিক্ষাবিদদেরকেও এ কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কিছু কাল পরেই কমিশনের সকল সদস্য ১৯৭৩ এর জানুয়ারী মাসে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের চেতনায় শিক্ষনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ভারতীয় মুরুব্বীদের পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে দীর্ঘ ১ মাস কাল ভারত সফর করার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

অতঃপর বহু বৈঠক ও দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা করার পর ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন কমিশন অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং ৩০শে মে ১৯৭৪ তারিখে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

১৯৭৪ ও ৭৫ সালের আগস্টের পূর্বে কমিশনের পেশকৃত সুপারিশ মালার ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার এর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অবশ্য তৎকালীন পরিবেশে এটি বহুল সমালোচিত ও বিতর্কিত হয়।

কমিশনের পেশকৃত সুপারিশমালার এমন সুপারিশ রয়েছে যা সত্যিই কল্যাণধর্মী এবং শিক্ষানীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সংস্কারের উপযোগী। আবার এমন অনেক মৌলিক দিকও রয়েছে যা এদেশের চিন্তা চেতনা, ঐতিহ্য মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে সংঘর্ষশীল এবং শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের ঈমান ও আকীদার পরিপন্থী।

এমন এক পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হিসাবে গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে একদলীয় বাকশালী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়; বহুদলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় ও একমাত্র সরকার পরিচালিত ৪টি জাতীয় দৈনিক ছাড়া সকল সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। বাকশালী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি জেনারেল ওসমানী ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব মরহুম মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ পদত্যাগ

www.pathagar.com

করেন। এমনি এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহিত হন এবং আওয়ামী নেতৃত্বের একাংশকে নিয়ে খন্দকার মুশতাকের অধীনে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

১৯৭৫-এর আগস্ট থেকে ১৯৯৬ এর জুলাই পর্যন্ত বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দিন ও বিচারপতি হাবিবুর রহমান পরিচালিত স্বল্পকালীন সময়ের জন্য কেয়ার টেকার সরকার এর অধীন দেশ পরিচালিত হয়।

১৯৭৪ এর ৩০ মে কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানও এ সকল সুপারিশের সাথে একমত হতে পারেননি। এ কারণে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর এক বছরের বেশী সময় জীবিত থাকা সত্ত্বেও কমিশনের সুপারিশকে বাস্তবায়ন করেননি, এবং শিক্ষা মন্ত্রাণালয়কে বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করা হয়নি।

১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর কয়েকটি কমিশন '৯৬ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে গঠিত হয়। পাকিস্তান আমলেও বহু কমিশন গঠিত হয়। এ সকল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে দেশের শিক্ষানীতিতে অনেক পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট হতে ১৯৯৬ এর জুন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়নি, অবশ্য বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নিরপেক্ষতার দাবীদার কেয়ার টেকার সরকার, আওয়ামী লীগেরই ছায়া সরকার ছিল। নির্বাচন কমিশনারও সমালোচনা মুক্ত ছিলেন না।

১৯৭৬ সালে মরহুম জিয়াউর রহমান কর্তৃক বহুদলীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠার ফলে বাকশাল নাম বর্জন করে আওয়ামী লীগ নামে আত্মপ্রকাশ করে। আওয়ামী লীগ ১৯৯০ এর গণ আন্দোলনের ফলে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন পরিচালিত কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে ১৯৯১ এর নির্বাচনে শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৯৫ এর গণবিক্ষোভ এবং ১৯৯৬ এর বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মুখে খালেদা জিয়া সরকার ৯৬ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভোটার বিহীন নির্বাচনের কৌশল অবলম্বন করেন। এবং স্বল্পকালীন সংসদ অধিবেশন করে কেয়ার টেকার বিল পাশ করে সংসদ ভেঙ্গে দেন।

www.pathagar.com

বিচারপতি হাবিবুর রহমান পরিচালিত ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শতকরা ৩৭% ভাগ ভোটারের সমর্থন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ২৩শে জুন, ৯৬ পলাশী দিবসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করে। অবশ্য যদি বিএনপি ১৯৯৬ এর গণদাবীর সামনে কেয়ার টেকার সরকারের দাবী মেনে নিতো এবং ছাত্রদল ও যুবদল দ্বারা পরিচালিত সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করতো তাহলে '৯৬ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হত না। বিএনপি এর একগুঁয়েমী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার মসনদ হাসিলের সুযোগ করে দিয়েছে। কারণ ৯১ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় অবস্থান ৯ এর কোঠার নীচে। আর '৯৬ এর নির্বাচনে বিএনপি ১১৬ টি আসন নিয়ে শক্তিশালী বিরোধীদল হিসাবে জাতীয় সংসদে অবস্থান নিয়েছে।

এতদসত্বেও আওয়ামী লীগকে জাতি তাদের ম্যান্ডেট প্রদান করেছে বলে বীরদর্পে হুংকার ছেড়ে দলীয়করণ নীতি ও সন্ত্রাস দমনের নামে নারকীয়ভাবে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন গার্লস কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাঙ্গনে ন্যাক্কারজনকভাবে তাদের ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

১৯৭৫ এর পর আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশমালার আলোকে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষায় বহু পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এতদসত্বেও শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতা দখলের পর সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রি, শিক্ষামন্ত্রি ও প্রতিমন্ত্রি ওবায়দুল কাদের সহ মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনে নিয়োজিত সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তিই দু'যুগ পূর্বে রচিত কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালা কার্যকর করার ঘোষণা প্রদান করেছেন। এমনিক তারা কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ব্যাপারে জাতির নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও ভিত্তিহীন বাগাড়ম্বরতা প্রকাশ করেছেন। অথচ জাতি জানেনা কখন কোথায় বর্তমান সরকারের নিকট কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে!

এ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের অদূরদর্শী উদ্যোগ বর্তমান সরকার গ্রহণ করলে ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমূলে বিলুপ্ত হবে। এটি ছিল ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিলুপ্তির এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। যে মাদ্‌রাসা

www.pathagar.com

শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র মাদ্‌রাসা বোর্ড, লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী, ২ লক্ষাধিক শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। সে শিক্ষাকে টোলের সাথে মিশিয়ে মাত্র কয়েক কলম লিখেই কমিশন দায় সেরছেন। আবার ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনার আড়ালে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র কার্যকরণের ব্যবস্থা ও নিহিত রয়েছে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ১৯৭২ এর সংবিধান রচনার পর বিভিন্ন সংশোধনীর ফলে সংবিধানে বর্ণিত মূলনীতি ও বিভিন্ন ধারা উপধারার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। '৭২-এ ঘোষিত মূলনীতি ও এখন অবিকৃত অবস্থায় নেই। দু'যুগ সময়ের মধ্যে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। অনেক শীত বসন্ত অতীত হয়েছে।

কমিশনের সুপারিশে উল্লেখ রয়েছে–

"সামজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য"।

(কমিশনের রিপোর্ট, ১ম অধ্যায় ১ম পৃষ্ঠা)

আমরা আগেই বলেছি, কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দেশের শিক্ষানীতি সংস্কারের জন্য বেশ কিছু উত্তম সুপারিশ ও রয়েছে এবং এর অনেকগুলো সুপারিশ দীর্ঘ দুই দশকের মধ্যে কার্যকরও করা হয়েছে। বর্তমান সরকার দু'যুগ পূর্বে রচিত কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালাকে কার্যকর করার জন্য জাতির নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে খুব জোর গলায় প্রচার করছে। আমরা মনে করি বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দু'যুগ পূর্বে সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের চেতনা ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে রচিত শিক্ষানীতিকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার কোন সাংবিধানিক ও নৈতিক অধিকার এ সরকারের নেই।

এ পর্যায়ে নিবন্ধে কমিশনের রিপোর্ট এ আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিকের পর্যালোচনা করছি ঃ

কমিশনের রিপোর্টের ১ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ "সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন। সেজন্য

www.pathagar.com

সমাজের চেতনা জগতেও আমূল পরিবর্তন আনতে হবে।" (কমিশন রিপোর্ট, প্রথম অধ্যায় ১ম পৃষ্ঠা)

সমাজতন্ত্র আজ খোদ সমাজতন্ত্রের সুতিকাগার রাশিয়াতেই পরিত্যাজ্য আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত। সমাজতন্ত্রের হোতাদের প্রস্তরমূর্তি আজ যাদুঘরে চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় সংরক্ষিত। এমন পরিস্থিতিতে কতিপয় উচ্ছিষ্টভোগীদের পরামর্শে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রগতিশীল চিন্তার পরিচায়ক নয় বরং এটিকে সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে আখ্যায়িত করা যায়। তাছাড়া আমাদের সংবিধানে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে 'সামাজিক সুবিচার' শব্দ সংযোজিত হওয়ার পরে এমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা স্পষ্টভাবে সংবিধান লংঘনেরই শামিল।

কমিশন প্রদত্ত সুপারিশে আরও উল্লেখ রয়েছে, "রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতানীতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকেন সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করেছে। এই নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ এবং সুসমন্বিত মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনী মূল্যবোধ ও গুণাবলীকে বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।" (কমিশন রিপোর্ট ১ম অধ্যায় ২য় পৃষ্ঠা)

আমাদের বর্তমান সংবিধানে "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" সংযোজিত হয়েছে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আমাদের সকল প্রেরণার উৎস ও "বিসমিল্লাহ" আমাদের মুখবন্ধে সংযোজিত হওয়ার পর ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ ও গুণাবলী বিকাশের প্রসঙ্গ টেনে আনা সংবিধান লংঘনেরই শামিল। তাছাড়া দুনিয়ার কোন মানুষ ধর্মরিপেক্ষতা বলে দাবী করা নিছক মুনাফেকী ও স্ববিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধর্ম শব্দের অর্থ হলো ধারণ করা বা পোষণ করা এ অর্থে নাস্তিক্যবাদীও ধর্ম নিরপেক্ষ নয়, কারণ তারা নাস্তিক্যবাদকে ধারণ ও গ্রহণ করেছে। তাই তাদের ধর্ম হচ্ছে "জড়বাদ" বা "নাস্তিক্যবাদ" আর সকল লোকদের সমান সুযোগ প্রদান ও সমান অধিকারকে "ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ" বলে আখ্যায়িত করা হয়না; বরং তাকে সাম্য বা উদারতাবাদ বলা হয়। ইসলাম সকল ধর্মের লোকদের মৌলিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। তাই আমরা একে "লিবারিলিজম" বা উদারতাবাদ বলতে পারি। ইসলামী জীবন বিধানেই কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়া আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

রয়েছে। যে ব্যক্তি কোন ধর্মে বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণের অনুসরণের ঘোষাণা দেয় সে কখনো ধর্ম নিরপেক্ষতার অনুসারী বলে দাবী করতে পারে না। সে সত্যাশ্রয়ী, সে সত্য নিরপেক্ষ নয়। যে ধর্ম পালন করে সে ধর্ম নিরপেক্ষ নয়।

কমিশনের রিপোর্টের ২য় অধ্যায়ে রচিত ও ব্যক্তিত্ব গঠন শীর্ষক অংশে বলা হয়েছে ঃ-

"বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট বোধ শিক্ষার্থী চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যতম লক্ষ্য" (কমিশন রিপোর্ট ২য় অধ্যায় ৫ম পৃষ্ঠা)

আমাদের বর্তমান সংবিধানে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্থান নেই, বরং যে জাতীয়তা সংযোজিত হয়েছে তা হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। প্রকৃত পক্ষে ভাষায় আমরা বাঙ্গালী, রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবোধে আমরা বাংলাদেশী ও আদর্শিক ও ধর্মীয় পরিচিতিতে আমরা মুসলমান। আর বর্তমান সরকারকে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে যে, ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়, জড়বাদী কুফরী শিক্ষা নয়, একমাত্র ইসলামী জীবনবোধই হবে আমাদের শিক্ষাদর্শনের মূল প্রেরণা।

পরম সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সমগ্র জাতির জিজ্ঞাসা সমাজতন্ত্র আজ স্বয়ং তার সুতিকাগার রাশিয়ায় পরিত্যক্ত হওয়ার পর সমাজতন্ত্রের হোতাদের পাথরের মূর্তি ক্রেন দিয়ে উৎপাটিত করে চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় যাদুঘরে সংরক্ষিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পাশবিকতাকে সমগ্র বিশ্ববাসী বিসর্জন করেছে। আমাদের সংবিধানে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে "সামাজিক সুবিচার" শব্দ সংযোজনের পর সংবিধানে বিস্‌মিল্লাহ্ ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সকল প্রেরণার উৎস ঘোষণা করা হয়েছে। "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে। এরপর সরকার হিমাগারে রক্ষিত সমাজতন্ত্র ও পরিত্যাক্ত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ক্যাপসূল জাতিকে কোন উদ্দেশ্যে গলাধকরণের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন?

জাতীয় শিক্ষানীতিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে সংস্কার সাধন করতে হলে সরকারকে অবশ্যই ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী শিক্ষাবিদদের

www.pathagar.com

সমন্বয়ে নতুন কমিশন গঠন করে তা করতে হবে। বিশ্বের সর্ব নিকৃষ্ট পরিত্যক্ত কমিউনিজম তথা সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদে দেশের শিক্ষা সংস্কারের যে কোন উদ্যোগ এ সরকারের নিকট সমাজতন্ত্রও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি এ জাতি মুহূর্ত জাতি গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। জাতি সরকারের নিকট তা প্রত্যাশা ও গ্রহণ করেনি। কমিশনের রিপোর্টে অনেক ভাল প্রস্তাবনা ও পরামর্শও রয়েছে, বাংলাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে গ্রহণ করা, নৈতিক উৎকর্ষতা সৃষ্টির প্রস্তাবনাসমূহ অত্যন্ত উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতে জবাবদিহির দৃঢ় প্রত্যয়, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আচরণ বিধির বাস্তবায়ন ছাড়া কি নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা সম্ভব? বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণের ব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরেই কার্যকর করার পর এখন আবার দু'যুগ পূর্বেই কমিশন রিপোর্টের কাছে ধর্না দেওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন এ জাতির নেই।

কমিশন প্রদত্ত রিপোর্টেও বলা হয়েছে, ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের বাস্তব পরিবেশ যা তাতে ইংরেজী ২য় ভাষা হিসাবে অব্যাহত থাকবে। (কশিন রিপোর্ট ১৫ পৃষ্ঠা) আজকের বিশ্বে প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ইংরেজীর গুরুত্বকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইংরেজী ছাড়াও আরবী ফার্সী, উর্দু, সংস্কৃত, পালিসহ বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই ইংরেজী ছাড়াও আরবী, উর্দু, ফার্সী, সংস্কৃত, পালি ও জার্মানসহ বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই আমাদের শিক্ষানীতিতে থাকা অপরিহার্য। শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য শিরোনামে আরো বলা হয়েছে– "আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মরিপেক্ষতা বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে, এবং বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।" (কমিশন রিপোর্ট, ১ম অধ্যায় ১ম পৃষ্ঠা)

কমিশন রিপোর্টে আরো উল্লেখ রয়েছে ঃ "সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন। সেজন্য সমাজের চেতনা জগতেও আমূল পরিবর্তন আনতে হবে।"(কমিশন রিপোর্ট ১ম অধ্যায় ১ম পৃষ্ঠা)

কমিশন রিপোর্টে আরো উল্লেখ রয়েছে– "ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির সাথে

www.pathagar.com

সংগতিপূর্ণ ও সুসমন্বিত মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও গুণাবলী, বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।"

কমিশন প্রণীত রিপোর্ট ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে– "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলাই হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে সাহিত্য, ইতিহাস, পৌরনীতি ও অর্থনীতির পাঠ্যসূচিতে এ ধরনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।" (কমিশন রিপোর্ট, ২য় অধ্যায় ৫ম পৃষ্ঠা)

প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষানীতিতে জড় ও আত্মার সমন্বয় ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ব্যবহারিক জীবনের সমন্বয়, ইতিহাস পৌর বিজ্ঞানের সাথে জীবনবোধ, নীতিবোধ, চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ের প্রয়োজনই আজ সর্বাধিক।

সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কুফরিমতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি নয় বরং জড় ও আত্মার সমন্বয়ে চিরন্তন ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রত্যয় ও পরকালের জবাবদিহির জাগ্রত চেতনাই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও উন্নত চরিত্রবান জনগোষ্ঠী ও সুনাগরিক সৃষ্টি করতে পারে।

কমিশন প্রণীত রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে– "প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত কার্যসূচীর মারফতে কোন না কোন ধরনের শ্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। (কমিশন রিপোর্ট ৩য় অধ্যায় ১০ পৃষ্ঠা)

কমিশনের চিন্তাধারা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে, কমিশন সমাজতান্ত্রিক আফিমের প্রতিক্রিয়ায় বুঁদ হয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে নিছক উৎপাদনের যন্ত্র চাষাবাদের উপযোগী পশু মনে করেছে। বছরে তিনমাস যদি অধ্যয়ন ও গবেষণার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক মজুর ও শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে কোন বিষয়ে সুপন্ডিত বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ বাস্তব অনুশীলনের সময়কাল খুব বেশী হলে এক মাস হতে পারে।

কমিশন রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, "শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে অবিলম্বে সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে হবে। (কমিশন রিপোর্ট ৪র্থ অধ্যায় ১৩'শ পৃষ্ঠা)

প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল কমিশনের একটি বাস্তব ও কল্যাণধর্মী উত্তম সুপারিশ।

www.pathagar.com

কোন জাতিরই তার আদর্শ, চেতনা, জাতীয় ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার সঠিক জ্ঞান নিজস্ব মাতৃভাষা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। কুদরাত-ই-খুদা কমিশনসহ সকল কমিশনই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উক্ত সুপারিশ পেশ করেছে এবং বিগত দু'যুগে স্তরে স্তরে এ সুপারিশ কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বর্তমানের সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক স্তর হতে এম, এ, পর্যন্ত এমনকি এম, ফিল ও ডক্টরেট ডিগ্রী পর্যন্ত বাংলাভাষাকে মাধ্যমে হিসাবে ও মাদ্রাসা শিক্ষা এবতেদায়ী থেকে কামিল স্তর পর্যন্ত সকল শ্রেণীতে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে মৌলিকভাবে কমিশন যে ব্যাপারটির উপর গুরুত্বারোপ করেছে, তা হচ্ছে– ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন। কমিশন তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন– প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে তাকে সার্বজনীন করতে হবে। (কমিশন রিপোর্ট ২৭ পৃষ্ঠা)

কমিশন এ ক্ষেত্রে আরো উল্লেখ করেছে– "প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণতি করে তাকে সার্বজনীন করতে চাই।... ৯৮০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য দূরীভূত করে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। (কমিশন রিপোর্ট ২০ পৃষ্ঠা)

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বিষয় আদৌ অন্তর্ভুক্ত রাখেনি। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে বাধ্যতামূলক রেখে ৯ম ও ১০ শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখার সুপারিশ রেখেছে।

বর্তমান সরকার যদি কুদরাত-ই-খুদার সুপারিশ কার্যকর করার ব্যাপারে বাংলাদেশের জনগণ নয় বরং অন্য কোন পরাশক্তির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে থাকে তবে সরকারের কাছে এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম ও বাকী ১০ ভাগ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনতার জিজ্ঞাসা যে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাদ দিয়ে তারা কি ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে চান? না ধর্মদ্রোহী নাস্তিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান? ইসলাম যেখানে ৭ বছর বয়সে অভ্যাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে, আর দশ বছর বয়সে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়মিত সালাত আদায়ের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে। সেখানে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত

www.pathagar.com

ধর্মীয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না রেখে আমাদের শিক্ষার্থীকে কি ধর্মহীন ও ধর্মদ্রোহী করে গড়ে তুলতে চান?

কমিশন ১ম শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত একক অভিন্ন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে কি মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে বিলুপ্ত করার গভীর চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা করেননি? প্রতিষ্ঠিত সরকারের কাছে ১১ কোটি ধর্মবিশ্বাসী হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান কি এ প্রশ্ন করার অধিকার রাখে না যে, ১ম থেকে ৬ষ্ঠ ও ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না করার উদ্দেশ্য কি ধর্মহীন ও ধর্মদ্রোহী সমাজ গড়ার সুদূর প্রসারী চক্রান্ত নয়?

কমিশন রিপোর্টে ৯ম অধ্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরি, শিল্প ভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। মূলতঃ এ প্রস্তাবনায় উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান উপযোগী একটি উত্তম সুপারিশ এবং বিগত দু'যুগে এ ব্যবস্থা অনেকটা কার্যকর ও ফলপ্রসু করা হয়েছে। এবং একে আরো ব্যাপক ও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে গঠিত কমিশনের সুপারিশ মালার মধ্যে আরও শক্তিশালীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং বৃত্তি, কারিগরি ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ আরও সফল ও সার্থক এবং ফলপ্রসু পর্যায়ে কার্যকর করা অপরিহার্য।

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-এ ১২শ অধ্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ মালা পেশ করেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিষয়াবলীর একটি সুন্দর ফিরিস্তিও প্রদান করেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা– যেখানে ইবতেদায়ী স্তরে ও দাখিল স্তরে কয়েক লক্ষ ছাত্র/ছাত্রী পড়াশুনা করছে, প্রতি বছর প্রায় দেড় লক্ষ ছাত্র শুধু দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সুখ্যাতির সাথে উত্তীর্ণ হচ্ছে। প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষক শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। সেখানে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে বিলুপ্ত করার গোপন চক্রান্তকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই সম্ভবতঃ কমিশন মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কোন সুপারিশ করেননি।

অনেক দেরীতে হলেও বি, এন, পি সরকার গড়িমসি করে পতনের পূর্বে গাজীপুর মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছে। বর্তমান সরকারের উচিৎ মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে গতিশীল, সজীব, উৎপাদনশীল ও চরিত্রবান দক্ষ

www.pathagar.com

মাদ্‌রাসা শিক্ষক সৃষ্টির লক্ষে অবিলম্বে গাজীপুর মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করে একটি উন্নত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলা।

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন কৃষি শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে গঠনমুখী ও উত্তম সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। ১৭শ অধ্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কে উত্তম ও কল্যাণমুখী বাস্তবধর্মী সুপারিশ মালা পেশ করা হয়েছে। বাণিজ্য ও আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে তদানীন্তন পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে অনেক বস্তুনিষ্ঠ কল্যাণধর্মী সুপারিশ সন্নিবেশিত হয়েছে। তার আলোকে অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ, কৃষি কলেজ ও কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইসলামী কমন মার্কেট, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংক পদ্ধতি, ইউনানী ও আয়ূর্বেদীয় ও হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতির উপর কমিশন কোন গুরুত্বারোপ করেনি। কোন সুপারিশমালাও পেশ করেনি।

১৯ অধ্যায়ে আইন শিক্ষা সম্পর্কে ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের আলোকে সুপারিশ মালা উপস্থাপন করা হয়ছে। কিন্তু আইনের পাঠ্যসূচিতে ইসলামী আইন দর্শন, ইসলামী আইনের উৎস ও ক্রম বিকাশ, ইসলামী আইনে বৈশিষ্ট্য, ইসলামী আইনে কল্যাণকারিতা, ইসলামী আইনে সামাজিক ন্যায় বিচার ইত্যাদি বিষয়াবলীর প্রতি কোন দৃষ্টিপাত ও গুরুত্বরোপ করা হয়নি। তদানিন্তন আওয়ামী লীগের অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণকারী মদ, জুয়া নিষিদ্ধ ঘোষণাকারী ক্ষুদ্রতর পরিসরে গঠিত ইসলামী একাডেমিকে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসিত গবেষনা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইসলামী ফাউণ্ডেশনের শক্তিশালী সংস্থারূপে গঠনকারী, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রি বঙ্গবন্ধু মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান কমিশনের সুপারিশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অনীহা, অবজ্ঞা প্রদর্শনের কারণেই এই রিপোর্ট প্রকাশের পর পূর্ণ প্রতাপ ও ক্ষমতা নিয়ে এক বছরের অধিককাল জীবিত থাকা সত্ত্বেও কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের সুপারিশকে কার্যকর করার কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

কমিশন রিপোর্টে ললিতকলা সম্পর্কে দীর্ঘ ৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা পেশ করেছেন। কারুশিল্প, হস্তশিল্প, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। নৃত্যকলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এদেশের বৃহত্তর

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনা ও ঐতিহ্য বিরোধী অনেক সুপারিশ পেশ করেছেন।

২১শ অধ্যায়ে কমিশন পরীক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক গঠনমূলক সুপারিশমালা উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন সরকার আমলে টাস্ককোর্স গঠন করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ বলেও প্রমাণিত হয়েছে। আবার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার স্তরে নূতন পরীক্ষা নীতির দাবী উত্থাপিত হয়েছে।

২২শ অধ্যায়ে কমিশন শিক্ষকদের দায়িত্ব মর্যাদা সম্পর্কে শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা, শিক্ষকদের বেতন ক্রম ও হার নির্ধারণ, সামাজিক মর্যাদা বেসরকারী ও সরকারী শিক্ষকদের বৈষম্য দূরীকরণে, শিক্ষকদের চাকুরীর মেয়াদ কাল, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বেসরকারী শিক্ষকদের অবসর কালীন এককালীন সাহায্য চিকিৎসা, দুর্ঘটনাজনিত সাহায্য, বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য বার্ষিক পুরস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক প্রশংসনীয় মূল্যবান সুপারিশ মালা উপস্থাপন করেছে। এ সকল সুপারিশ কিছু কিছু কার্যকর করা হয়েছে, অধকাংশ ক্ষেত্রেই এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে নূতন কমিশন গঠন করে একে আরো বাস্তবধর্মী করে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২৩শ অধ্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সুপারিশ মালা পেশ করা হয়েছে। ২৪ অধ্যায়ে নারী শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে। এতে অনেক ভাল পরামর্শও রয়েছে এবং আবার কিছু কিছু দিক আমাদের বিশ্বাস ও চেতনা সাথে সমন্বিত নয়, এমন পরামর্শও রয়েছে। ২৫শ অধ্যায়ে শারিরীক ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের, ২৬শ অধ্যায়ে স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা ২৭শ অধ্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি, ২৮শ অধ্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী ২৯তম অধ্যায়ে শিক্ষাগৃহ ও উপকরণ, ৩০শ অধ্যায়ে গ্রন্থাগার, ৩১শ অধ্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমতা বিধান শিক্ষা জাতীয়করণ, ৩২শ অধ্যায়ে ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান, ৩৩শ অধ্যায়ে ছাত্র কল্যাণ ও সেবা, ৩৪শ অধ্যায়ে শিক্ষা প্রশাসন, ৩৫শ অধ্যায়ে শিক্ষাখাতে অর্থসংস্থান, ৩৬ অধ্যায়ে পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সকল পর্যায়ে অনেক উত্তম পরামর্শ থাকা সত্বেও ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয়

www.pathagar.com

আচরণের এবং শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কোন সুপারিশ বা কোন গুরুত্বরোপ করেনি। যদিও কমিশন প্রকাশিত প্রশ্নমালার জবাবে তৎকালীন সময়ে প্রায় ৮০ ভাগ শিক্ষিত মহল ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। যে কয়টি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে তাতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানের মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। এবং শিক্ষার সকল স্তরে এমনকি প্রকৌশল, কারিগরি, বৃত্তিমূলক সকল শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে।

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ২য় অধ্যায়ে "শিক্ষার্থীদের মধ্যে সত্যবাদিতা, সাধুতা, ন্যায়বোধ, নিরপেক্ষতা, কর্তব্যজ্ঞান, সুশৃংখল আচরণ, দেশসেবা, মানবপ্রেম, নিঃস্বার্থতা ইত্যাদি গুণাবলী ও বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (২ অধ্যায় ৫ম পৃষ্ঠা)

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে, উল্লেখিত গুণাবলী কোন ক্রমেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসনের আনুগত্য ও পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি ও দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না।

একমাত্র ধর্মই মানুষের মধ্যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দায়িত্বশীল ও জবাবদিহি মূলক জীবন ও উন্নত চরিত্রের জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে পারে।

www.pathagar.com

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা

আমরা এ পর্যায়ে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পর্কে কি সুপারিশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি। প্রকৃতপক্ষে এ রিপোর্টে সর্বাধিক যুলুম ও অবিচার মাদ্‌রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার প্রতি করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রায় ১ কোটি শিক্ষার্থী ও ২ লক্ষ শিক্ষক এবং ইবতেদায়ী থেকে কামিল পর্যন্ত ১৬ বছরের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস, একটি স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল ৪টি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক দুটি বৃত্তিপরীক্ষার ব্যবস্থা, দাখিল ও আলিম স্তরে সাধারণ ও বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ ইত্যাদি বিভাগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কমিশন প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার রিপোর্টে যেখানে ললিত কলার জন্য ৭ পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন, সেখানে মাদ্‌রাসা ও টোল শিক্ষাকে একত্রিত করে ৩ পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। বিজ্ঞ কমিশন মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রতি চরম অবজ্ঞা, অবহেলা উন্নাসিকতা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বটে, কিন্তু মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা প্রথম শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে তাকে সার্বজনীন করতে চাই।

কমিশন রিপোর্ট ৭ম অধ্যায় ২৪ নং পৃষ্ঠায় আরো বলা হয়েছে, মাদ্‌রাসার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সংগে সাধারণ শিক্ষার তেমন কোন সংযোগ নেই।

কমিশন অতঃপর আরও উল্লেখ করেছেন-- "মাদ্‌সারা শিক্ষায় ইসলামী শিক্ষার প্রতিই অধিক জোর দেওয়ায় অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। এ কারণে মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী। কেননা সকল শিক্ষার্থীকে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্‌রাসার লক্ষ্য। (কমিশন রিপোর্ট ১১শ অধ্যায় ৫৭ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

অতঃপর কমিশন আরও উল্লেখ করেছেন ঃ

"আমাদের সুপারিশ হচ্ছে, দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে। সর্বস্তরে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। (কমিশন রিপোর্ট ১১শ অধ্যায় ৫৭ পৃষ্ঠা)

কমিশন মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা শীর্ষক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে দাখিল মাদ্‌রাসা সংখ্যা ৭৬৫, আলিম মাদ্‌রাসা সংখ্যা ৩০২টি, ফাজিল মাদ্‌রাসা সংখ্যা ৩০০টি ও কামিল মাদ্‌রাসা সংখ্যা ৪৫টি উল্লেখ করেছেন।

অথচ বর্তমানে সমগ্র দেশে ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসার সংখ্যা ১৭৩৫৭, দাখিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা ৭৩৯৫, আলিম মাদ্‌রাসার সংখ্যা ১১৫৭টি, ফাজিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা ৯৮৫টি ও কামিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা ১১৫টি। প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষক শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। ইবতেদায়ী থেকে কামিল পর্যন্ত ১৬ বর্ষব্যাপি শিক্ষাস্তরে কয়েক লক্ষ শিক্ষার্থী মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করছে। ইবতেদায়ী স্তরের পাঠ্যসূচীতে আরবী ও ইসলামী বিষয়াদি ছাড়াও বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সমাজ পরিচিতি, বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়াবলী সন্নিবেশিত রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ স্তরে ইংরেজী ও বাংলা, ভূগোল, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, গণিত, পৌরনীতি, বিজ্ঞান বিভাগের জন্য রসায়ন, পদার্থ, জীব বিজ্ঞান ও অতিরিক্ত গণিত পাঠ্য তালিকাভুক্ত রয়েছে।

আলিম স্তরে ইংরেজি ও বাংলা বাধ্যতামূলক। দর্শন, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান, পৌর বিজ্ঞান, বিজ্ঞান বিভাগের রসায়ন, পদার্থ ও জীব বিজ্ঞান পাঠ্যতালিকার্ভুক্ত। বিজ্ঞান বিভাগে আলিম উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীগণ প্রকৌশল ও মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

ফাজিল স্তরের শিক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ এর সমমানের পাঠ্যসূচী অধ্যয়ন করছে। ইংরেজী, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ধন বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ তিনটি পত্র করে অধ্যয়নের ব্যবস্থা রয়েছে।

www.pathagar.com

বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে কোন মতেই একদেশদর্শী শিক্ষা বলে আখ্যায়িত করা যায়না। বরং জড় ও আত্মা, দর্শন ও ব্যবহারিক, ইসলামী জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব দৃষ্টান্ত মাদ্‌রাসা শিক্ষাই স্থাপন করছে।

কমিশন শিক্ষার সকল স্তরে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। বর্তমানে ইবতেদায়ী থেকে কামিল পর্যন্ত ১৬ বছরের কোর্সে তা পুরাপুরিভাবেই কার্যকর আছে। কুরদাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি হিসাবে ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

বরং ১ম শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা নামে চালু রেখেই সাধারণ শিক্ষার সমমর্যাদার বেতন ভাতা, গ্রাচুইটি সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। মাদ্‌রাসা শিক্ষার বর্তমান পাঠ্যক্রম অব্যাহত রেখেই সমমান প্রদানের ব্যবস্থা এখন কার্যকর রয়েছে তা অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মাদ্‌রাসার পাঠ্যসূচী পাঠ্যক্রমকে বিলুপ্ত করে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত একক পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন করলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত যাবে।

৮ম শ্রেণী সাধারণ শিক্ষা থেকে উত্তীর্ণ একক পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন করলে মাদ্‌রাসার দাখিল স্তরে মাদ্‌রাসায় এসে কোন শিক্ষার্থীই আর ভর্তি হবেনা। সুতরাং দুই যুগ পরে কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের ভিত্তিতে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে গড়ে তোলার অর্থ হচ্ছে; অত্যন্ত কৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মাদ্‌রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব ও বুনিয়াদকে ধ্বংস করা।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার পাঠসূচীর মধ্যে প্রয়োজন বোধে আধুনিক বিষয়াবলীর সাথে যুগে চাহিদা অনুসারে প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে দাখিল স্তরে অতিরিক্ত বিষয় ও আলিম স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু তা না করে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে সমূলে ধ্বংস করার যে কোন উদ্যোগকে সমগ্র জাতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

www.pathagar.com

এদেশে শতকরা ৯০% ভাগ জনশক্তি মুসলমান। মাদ্‌রাসা তথা ইসলামী শিক্ষার প্রতি কোন প্রকার আঘাত ও ষড়যন্ত্র মুসলিম উম্মাহ কখনো সহ্য করবে না।

রবং জাতির ভাবী প্রজন্ম যুবশক্তিকে নৈতিকতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তুলে উচ্ছৃংখলতা সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে অব্যাহত রাখতে হবে। এবং শিক্ষার সর্বস্তরে সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার যদি কোন কল্যাণধর্মী সংস্কার ও বাস্তবধর্মী শিক্ষানীতি প্রর্বতন করতে চান; তবে আমরা সরকারকে নিম্নোক্ত গঠনমূলক প্রস্তাবনাসমূহে জাতির প্রতি দরদ ও ভালবাসার মানসিকতা নিয়ে জাতিকে আদর্শিক দীনতা, অস্থিতিশীলতা হতে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিবেচনার আবেদন জানাচ্ছি ঃ

(১) জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক উৎপাদনমুখী বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদেরকে নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিশন নিয়োগ করা হোক। উক্ত কমিশনে জমিয়াতুল মুদাররেসী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী স্টাডিজ, আরবী বিভাগের অভিজ্ঞ অধ্যাপক দেশের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধি, জাতীয় পর্যায়ে, পরিচিত আলিম, মাদ্‌রাসা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে এক শক্তিশালী কমিশন গঠন করতে হবে।

(২) প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষালয়, প্রযুক্তি তথা সকলকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ।

(৩) ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করতে হলে প্রত্যেক মসজিদ ভিত্তিক ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ও ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও হিফজখানা ও মসজিদগুলোকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলে অন্ততঃ তিন বছরের উপযোগী সহজতর পাঠ্যসূচী গ্রহণ। কলেজ, মাদ্‌রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্বশীলদের সমন্বয় গঠিত গ্রুপ তৈরী, মাস বা পক্ষ পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও গোটা দেশব্যাপি গ্রাম,

www.pathagar.com

ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন ভিত্তিক অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরক্ষরতা দূরকরণের জন্য সুষ্ঠু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ।

(৪) মাদ্‌রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী ও দাখিল স্তরে মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্টকে অক্ষুণ্ন রেখেই শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সমানভাবে সাধারণ শিক্ষার সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। কোনক্রমেই একই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবেনা, অবশ্য সমান পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(৫) মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আরো উন্নত যুগোপযোগী করার জন্য ফাজিল শ্রেণীতে আরো ঐচ্ছিক বিষয়াবলী ও প্রযুক্তি এবং বৃত্তিমূলক বিষয়াদি সন্নিবেশিত করতে হবে।

(৬) ফাজিল শ্রেণীতে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়, বি,এ মানের সকল বিষয়াবলী পাঠ্য তালিকাভুক্ত এবং সকল বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হয়, তাই ফাজিল উত্তীর্ণ ছাত্রদের অবিলম্বে বি,এ সমমর্যাদা দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে সিভিল প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, পুলিশ প্রশাসন, সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হোক। কামিলকে এম, এ, এর সমমর্যাদা প্রদান করা হোক।

(৭) ঢাকা আলীয়া মাদ্‌রাসা অথবা টংগীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে মঞ্জুরী ক্ষমতা সম্পন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যলয়ের মর্যাদা দিয়ে অথবা ঐতিহাসিক সোনার গাঁয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এক কালে সোনার গাঁয়েই আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত শরফুদ্দীন মাহুরী ও নূরে কুতুবে আলমের সময়ে সমগ্র মুসলিম জাহান থেকে শিক্ষার্থী এসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করতো।

(৮) মাদ্‌রাসা ইবতেদায়ী স্তরকে ১ম থেকে জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সমমানের শিক্ষকদের বেতন ভাতা সবকিছু সরকারীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

(৯) মাদ্‌রাসাসহ সকল বেসরকারী শিক্ষকদের শিক্ষকতার পেশাকে জাতীয়করণ করে বেতন, ভাতা, গ্রাচুইটি, পেনশন, উৎসব ভাতা, কল্যাণভাতা,

www.pathagar.com

প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

(১০) ফাজিল শ্রেণীতে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১১) কামিল শ্রেণীতে ফাজিল অনার্স উত্তীর্ণদের নির্ধারিত বিষয়ে শুধু সমাপনী পরীক্ষায় ৫টি পত্রের পরীক্ষার ব্যবস্থা পদ্ধতি প্রবর্তন।

(১২) ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য কামিল শ্রেণীতে ১ম পর্বের পরীক্ষায় শুধু নির্ধারিত বিষয়ই ৫টি এবং শেষ পর্বেও তদ্রূপ শুধু নির্ধারিত বিষয়েই ৫টি পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি প্রবর্তন।

(১৩) গাজীপুর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী স্থানে ঘোষিত মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে অবিলম্বে নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করা হোক।

(১৪) দেশে স্বতন্ত্র মহিলা মেডিকেল কলেজ, স্বতন্ত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ও মহিলা আলীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৫) দাখিল, আলিম, ফাজিল পর্যায়ে ব্যাপকহারে সরকারী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৬) ৬টি বিভাগীয় কেন্দ্রে ছয়টি সরকারি মহিলা আলীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ও জিলাসমূহে একটি করে সরকারী মহিলা ফাজিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠ ও সেনানিবাস সমূকে মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা হোক।

(১৭) সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষা চালু করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সহ সকল দলীয় লেজুড় ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতিকে ৫ বছরের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধকরণ।

উপসংহারে আমি আরও দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, একটি শক্তিশালী গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধিত্বমূলক শিক্ষা কমিশন গঠন করা ছাড়া শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করার অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে না।

(১০ এপ্রিল '৯৭ মগবাজার ইসলামিক এইড মিলনায়তনে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষা সেমিনার পঠিত নিবন্ধ)

www.pathagar.com

আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি

মানব সমাজের সকল স্তরেই এটি স্বীকৃত সত্য যে, "শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।" বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে কোন জাতি সত্যিকার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম মানদন্ড হচ্ছে– সুশিক্ষা ও নৈতিক উৎকর্ষতা, মূল্যবোধ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কোন জাতি বা সম্প্রদায় প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। যে কোন জাতি, সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর সুনাম, খ্যাতি, প্রভাব ও মর্যাদা একমাত্র নিজস্ব চিন্তা চেতনা ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষানীতির প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের উপরই নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ অধুনাবিশ্বের বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি বিকাশশীল দেশ। এ দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯৫ ভাগই মুসলমান। ইসলাম প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরয করে দিয়েছে। জ্ঞান, বিশ্বাস ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মানুষকে ফেরেশতার চেয়েও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছে। আলকুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, "জ্ঞানী ও মূর্খ কখনও সমান হতে পারে না।" "জ্ঞানীরাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভয় করে।" ইসলামের নবী বদরের যুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি গ্রহণ করতে অক্ষম বন্দীদেরকে ১৫ জন মুসলমানকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার শর্তে মুক্তিপণ নির্ধারণ করেন। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "জ্ঞানীর কালি শহীদের রক্তের চেয়েও উত্তম।" আরও বলেছেন, "একটি মুহূর্ত গবেষণা ও জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত থাকা হাজার বছরের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। প্রিয় নবী (সাঃ) আরও বলেছেন, "আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত মৃত ব্যক্তি শাহাদাতের মর্যাদা পাবে, এবং জান্নাতে নবীদের সাথে অবস্থান করবে। মর্যাদার দিক হতে এমন ব্যক্তির সাথে নবীদের মধ্যে নবুয়াতের মর্যাদা ছাড়া আর কোন পার্থক্য বিদ্যমান থাকবে না।" মহানবী (সাঃ) আরও বলেছেন, "জ্ঞান হচ্ছে মুমীনদের হারানো সম্পদ। "প্রিয়নবী (সাঃ) এর নিকট আল্লাহর নিকট হতে সর্বপ্রথম অহী অবতীর্ণ হয়, "পড় তোমার রবের নামে।"

বর্তমানে পৃথিবীতে জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত ও সদস্য নয়, এমন রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

সর্বমোট সংখ্যা ২৩৪টি। তন্মধ্যে ১০০টি এমন রাষ্ট্র আছে যেখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ১০০ ভাগ। ৮০টি রাষ্ট্র এমন আছে যেখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ৫০ ভাগের উর্ধে। ১৯টি দেশ এমন আছে যেখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ৪০ ভাগেরও কম। বাংলাদেশ এ তৃতীয় স্তরের দেশগুলোর তালিকাভূক্ত। যেখানে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এখানকার শিক্ষিতের হার হওয়া উচিত ছিল শতকরা ১০০ ভাগ; সেখানে বর্তমান পরিসংখ্যান অনুসারে আমাদের শিক্ষিতের হার মাত্র ৩৬% ভাগ। (১৯৯৭ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী) সন্ত্রাস, সংঘাত, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা শ্রীলংকার মত একটি দরিদ্র বিকাশশীল দেশের নিত্য সংগী হওয়া সত্বেও সেখানে শিক্ষিতের হার হচ্ছে শতকরা ৯০ ভাগ। আমাদের শিক্ষিতের হার কম হওয়ার করণে আমাদের মাথপিছু আয়ের পরিমাণ বছরে মাত্র ২২০ মার্কিন ডলার।

নিম্নে আমি কয়েকটি দেশের বর্তমান শিক্ষিতের হারে একটি নমুনা বিবরণ তুলে দিচ্ছি ঃ

দেশ	শিক্ষিতের হার	দেশ	শিক্ষিতের হার
জাপান	১০০%	ইতালী	৯৭%
অষ্ট্রিয়া	১০০%	আর্জেন্টিনা	৯৪%
চেকোশ্লোভিয়া	১০০%	হংকং	৮৮%
নিউজিল্যান্ড	১০০%	ইন্দোনেশিয়া	৮৮%
জার্মান	১০০%	মালয়েশিয়া	৮০%
যুক্তরাষ্ট্র	৯৭%	তুরস্ক	৮১%
চিলি	৯৪.৪%	ইংল্যান্ড	১০০%
গ্রীস	৯৩%	মালদ্বীপ	৮১%
মাল্টা	৯৬%	ওমান	৯৫%
মিক্সিকো	৯০%	আরব আমিরাত	৭৩%
বার্মা	৭৮.৫%	নেপাল	২৯%
শ্রীলংকা	৯০%	মিসর	৪৪%
কুয়েত	৭১%	সোমালিয়া	৫৪%
সউদী আরব	৬২%	পাকিস্তান	৩৫%
ভারত	৫২%	ভুটান	১৫%
ইরান	৫৪%	বাংলাদেশ	৩৬%

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে আমরা সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজত্বের অক্টোপাশ থেকে মুক্তি লাভ করি। ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী আমাদের উপর শাসন শোষণ চালিয়েছে। আমাদেরকে ভৃত্যের মত ব্যবহার করেছে। কিন্তু আমাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, নৈতিক উৎকর্ষতা সাধন, সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক মুক্তি, আমাদের জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা বিকাশের ক্ষেত্রে পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তারা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে, আমাদের জীবনবোধ ও সংস্কৃতিকে কোণঠাসা করে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে চরমভাবে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করেছেন। ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর শোষণ বঞ্চনা, ও গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি লাভ করি।

১৯৭১ পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এ ভূখন্ডের অধিবাসী স্বাভাবিকভাবে এ প্রত্যাশা পোষণ করেছিল যে, আমরা শিক্ষা-সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়– সবকিছু থেকে মুক্তি পেয়ে একটি সুসভ্য জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবো। কিন্তু একথা দুঃখ ও বেদনা সহকারে বলতে হয়, আমাদের সে আশায় গুড়েবালি। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সেশন জট, সন্ত্রাস, অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব, শিক্ষিত বেকারের হার বৃদ্ধি, যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, মাদকাসক্তি বৃদ্ধি, দেশের সামগ্রিক কল্যাণচিন্তার পরিবর্তে সংকীর্ণ দলীয় মানসিকতা, সংঘাত, দলীয় প্রভাব বৃদ্ধি, ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের প্রতিযোগিতা আমাদের জাতীয় অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার মতো সংকটজনক অবস্থার মুখোমুখি করছে। কায়েমী স্বার্থবাদী সরকার মানবাধিকার চরমভাবে লংঘন করছে। রিমান্ডের নামে সামন্ত যুগের বর্বরোচিত আচরণের দ্বারা শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতি অনাগ্রহ ও অনীহা সৃষ্টি করছে।

শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ২৫০ বছরের কচ্ছপ গতিতে আমাদের শিক্ষিতের হার ৫% থেকে ৩৬% এর মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিকভাবে আমাদের এ বিপর্যয়, অবক্ষয়, দুঃখ ও দৈন্যদশার কারণ কি? তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, যুব সমাজের নৈতিক

www.pathagar.com

উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে, বেকারত্ব দূরীকরণ, দারিদ্র মোচন, বিশেষ করে মূর্খতা, অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতার কারণ কি? তা আমাদেরকে জানতে হবে এবং এর সুষ্ঠু সমাধানের পন্থা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। নতুবা জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্বের সংরক্ষণ করা আমাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হবেনা। হানাহানি, দ্বন্দ্ব, কোলাহল, জীবন সম্পদের নিরাপত্তাহরণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সন্ত্রাস, খুন-খারাবী, ছিনতাই উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, হতাশা, আমাদের সমাজকে আজ বিপদজনক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। দক্ষ, অদক্ষ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের হার বৃদ্ধি জাতির কল্যাণকামী চিন্তাশীল মহলকে চরমভাবে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে। বিভিন্নভাবে খোদ সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে।

বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনতা, শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের অভাব, সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং বাস্তব কর্মনীতির অভাবে আমরা একটি মূর্খ, বর্বর, অমার্জিত জাতি হিসাবে পরিচিত হওয়ার পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি। জনগণের বিশ্বাস ও চিন্তাচেতনা বিরোধী শিক্ষানীতি, গায়ের জোরে কার্যকর করার একনায়কত্বসুলভ স্বৈরাচারী ও জবরদস্তিমূলক কর্মপন্থা জাতিকে চিরন্তন সংঘাতের পথেই ঠেলে দিচ্ছে। আমরা বাস্তবধর্মী গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে পশ্চাদমুখী কর্মপন্থা গ্রহণের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

আমাদের শিক্ষানীতিতে মারাত্মক গলদগুলি চিহ্নিত না করে ছক বাঁধা অবস্থায় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনভাবে দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছি। আমরা দৌড়াচ্ছি বটে, কিন্তু আমাদের দৌড়ের কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই। আমি এ দেশের আস্তিক্যবাদী বহু শিক্ষাবিদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সমাবেশ, সেমিনার এমনকি তাদের নিজস্ব বাসভবনে একান্তভাবে আলোচনা করেছি। তারা আমাদের আদর্শ চিহ্নিত না করা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে চলার এ ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

দেশের প্রধানমন্ত্রীও আমাদের শিক্ষানীতিতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনতার বাস্তবতাকে অকপটে স্বীকার করেছেন। আসলে আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে দৌড়াচ্ছি

www.pathagar.com

ও হৃদরোগীর মত হাঁপাচ্ছি।

আমাদের ভেবে দেখতে হবে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষানীতির প্রকৃত গলদ কোথায়? আমি মনে করি আমাদের শিক্ষানীতির গলদগুলো নিম্নরূপঃ

(১) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনতা ঃ

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, জীবনবো ও মূল্যবোধের আলোকেই তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে; এবং সে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের আলোকে জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নিজস্ব প্রশাসন ও শিক্ষানীতিকে পরিচালনা করে। সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনার বুনিয়াদে একান্ত সতর্কতা, সচেতনতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে জীবন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথে ধাবিত হয়। অথচ এ তিক্ত সত্যকে দ্বিধাহীনচিত্তে আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে ১৯৪৭ থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর দু'যুগের বেশী অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন সরকারই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারেনি। অর্ধ শতাব্দীর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্তের পরও আমাদের বোধোদয় হয়নি। আমাদের শিক্ষানীতির প্রথম ও প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, আমাদের শিক্ষানীতিতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ না করা। আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্ন বিষয়গুলোর প্রতি অবশ্যই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে ঃ

(ক) বাংলাদেশ ভূখন্ডে বসবাসকারী সকল নাগরিকই আস্তিক ও ধর্মে বিশ্বাসী। এর মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই মুসলমান। আর বাদ বাকীরাও হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম ইত্যাদি ধর্মকে বিশ্বাস করে। আমরা আল্লাহতে বিশ্বাসী। নীতি নৈতিকতায় পরকালে জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী, উন্নত চরিত্র গঠন ও আচরণে বিশ্বাসী। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অবশ্যই আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও সে বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্ব স্ব চরিত্র গঠনোপযোগী লক্ষ্য নির্ধারণকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য না দিয়ে যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করা হবে তা আমাদের সামগ্রিক জীবনধারায় কোন স্থায়ী কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে না। আল্লাহ, পরকাল ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিকে

www.pathagar.com

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ না করে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে সে শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তি, সন্ত্রাসী, নারী-নির্যাতনকারী খুনী, রাহাজানী, ব্যাংক লুটকারী, ছিনতাইকারী, ছাত্রীদের মুখে এসিড নিক্ষেপকারী, ৭ বছর ও ৯ বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণকারী, পাশবিকতায় লিপ্ত যুবশক্তি সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই আশা করা যেতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, এ মূল্যবোধ লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করলে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কি উপায় হবে? ধর্মীয় মূল্যবোধকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে শিক্ষানীতিতে গ্রহণ করার অর্থ এ নয় যে, অমুসলমানদের জন্য ইসলামী মূল্যবোধকে বাধ্যতামূলক করণ বরং এর তাৎপর্য হলো হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্যও অবশ্যই তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধকেই প্রাধান্য দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকটি শিক্ষিত তরুণ যদি নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হতো, নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনাচরণকে মেনে চলতো তাহলে আজকের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাঙ্গনগুলোতে একজন সন্ত্রাসী ও নারী নির্যাতনকারী খুঁজে পাওয়া যেত না। ডাইনিং এ আহাররত অবস্থায় মেধাবী চরিত্রবান শিক্ষার্থীকে হত্যার উদ্যোগ গ্রহণ করা হতো না।

(খ) আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের ভাষা, ঐতিহ্য ও বাংলা ভাষাভাষী হিসাবে ও বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের অধিবাসী হিসাবে আমাদের নিজস্ব পরিমন্ডল, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রয়েছে। আমাদেরকে বাংলা ভাষাভাষী ও বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও আমাদের স্বাতন্ত্র্য, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমাদের অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য গৌরব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হবে। আমাদের স্বাধীনতার বিকৃত নয় সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাস, চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সকল ঐতিহ্য ও চেতনাকে অবশ্যই আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত চিন্তা চেতনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদেরকে যেমনি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার ইতিহাস অবশ্যই জানতে হবে। তার পাশাপাশি ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা পূর্ব প্রেক্ষাপট ও ৪৭ এর স্বাধীনতার

www.pathagar.com

ইতিহাসও অধ্যয়ন করতে হবে। ১৯০৬ এর মুসলীম লীগ গঠন, ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১ বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯৪০ এর লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৩ এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় শহীদ নাযীর এর হত্যা, ১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তিতুমীরের স্বাধীনতা আন্দোলন, হাজী শরীয়তুল্লার আন্দোলন সবকিছুই আমাদেরকে জানতে হবে।

(গ) আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সৎ যোগ্য ও আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা, যোগ্য প্রশাসক ও প্রজাতন্ত্রের যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার, আদর্শ নাগরিক, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ বিজ্ঞানী, আদর্শ শাসক আদর্শ মা, আদর্শ গৃহিনী, হিসাবে গড়ে তোলার উপযোগী লক্ষ্য নির্ধারণ ও শিক্ষানীতি প্রবর্তনের উদ্যোগ অবশ্যই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। সকল নাগরিককে শিক্ষিত ও সুসভ্য করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষানীতিতে থাকতে হবে।

(ঘ) আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের জীবন জীবিকার উপযোগী, উৎপাদনশীল ও কর্মমুখী শিক্ষার অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। আজকের বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, ২০০০ সালে আরও অগ্রগতি সাধিত হবে। তাই আমাদের শিক্ষানীতিতে কোন অবস্থাতেই যেন কর্মবিমুখ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিরোধী চিন্তা চেতনার প্রভাব না থাকে। আমাদের শিক্ষিত তরুণরা যেন পাঠ্যজীবন সমাপ্তির পর চাকুরী ছাড়াও আয় ও উৎপাদনের পথ বেছে নিতে পারে। এমন ধরনের বিষয়াবলী অবশ্যই আমাদের সাধারণ ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা উভয় ব্যবস্থায় বিদ্যমান থাকতে হবে। কোন মানুষই সমকালীন জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিমুখ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জীবন যাপন করতে পারে না। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের শিক্ষানীতি প্রবর্তন করতে হবে।

(২) আমাদের শিক্ষানীতির ২য় ত্রুটি হচ্ছে– সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈষম্য

দেশের শতকরা ৮৬ ভাগ শিক্ষা বিস্তার, সম্প্রসারণ, শিক্ষিত জনশক্তির উৎপাদনের দায়িত্ব দেশের বেসরকারী স্কুল-কলেজ মাদ্‌রাসাগুলোতে এবং এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষকগণই সম্পাদন করে থাকেন। এমনকি

www.pathagar.com

ফলাফলের দিক হতে একমাত্র ক্যাডেট কলেজ ছাড়া বেসরকারী স্কুল, মাদ্‌রাসা, কলেজের পরীক্ষার্থীরাই সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসা থেকে ভাল ফলাফল করে, মেধা তালিকায়ও তাদের সংখ্যাই অধিক। অথচ বেসরকারী শিক্ষকগণ বেতনের ১০০ ভাগ জাতীয় সরকার থেকে লাভ করেনা। তাদের মেডিকেল, আবাসিক ভাতাও পর্যাপ্ত নয়– ভিক্ষুকের মত নামেমাত্র মেডিকেল ও বাসা ভাড়া দেওয়া হয়। তারা গ্রাচুইটি পেনশন, এল, পি, আর উৎসব ভাতা হতে বঞ্চিত। এমনকি বেতনের যে অংশ সরকার দয়া করে দিচ্ছেন তাও নিয়মিত নয়। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৬ এর নতুন সরকার গঠনের পর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ একাধারে তিনমাস পর বেতন পেয়েছে। কোন মাসের বেতনই এ পর্যন্ত তারা পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহে পায়না। তাদের এ দুরবস্থা ও নির্মম মানসিক যন্ত্রণা একটি সভ্য জাতির জন্য কলংকের তিলক ছাড়া আর কি হতে পারে? যদি ২০০৫ সালে সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী শুধু কাগজে কলমে নয় বরং বাস্তবে রূপায়িত করতে হয়; তবে এ সরকারী, বেসরকারী বৈষম্য দূরীভূত করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকতার পেশাকে জাতীয়করণ করতে হবে। সুযোগ সুবিধার এ গগনচুম্বী বৈষম্যকে দূরীভূত করতে হবে। বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য গ্রাচুইটি পেনশন, উৎসব ভাতা, মেডিকেল ও আবাসিক ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, এল,পি,আর এর সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। নতুবা এ বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক অমানবিক ব্যবস্থাকে কার্যকর রেখে বেসরকারী শিক্ষকদের মৌলিক মানবাধিকার হতে বঞ্চিত রেখে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করা যাবে না। দেশে শিক্ষাকে জনপ্রিয় করতে হলে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষা লাভে অনুপ্রাণিত উৎসাহিত করতে হলে বেসরকারী শিক্ষকদের শিক্ষকতার পেশাকে অবশ্যই জাতীয়করণ করতে হবে। একটি দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এ বৈষম্যের স্থায়ী অবসানের পদেক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) আমাদের শিক্ষানীতির ৩য় ত্রুটি হচ্ছে– নারীদের ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী কর্মপন্থা গ্রহণ না করা। যতদিন পর্যন্ত আমরা নারীর দৈহিক গঠন, মননশীলতার উপযোগী করে শিক্ষানীতিকে গড়ে না তুলবো,

www.pathagar.com

ততদিন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারী সমাজকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা সম্ভব হবে না। প্রকৃতিগতভাবে নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য রয়েছে; নারী ও পুরুষ সমাজরূপ গাড়ীর দুটি চাকা, একটি চাকা বিকল হলে অপরটিও অচল হতে বাধ্য। তাই নারী শিক্ষার জন্য আমাদের ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। নারীদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৪) আমাদের শিক্ষানীতির ৪র্থ ত্রুটি হচ্ছে ঃ আমাদের একাধিক শিক্ষা পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের অভাব। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা, মাদ্‌রাসা শিক্ষা, কওমী মাদ্‌রাসা, আলিয়া নিসাবের মাদ্‌রাসা, কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টোল ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে। এ ধরনের কোন শিক্ষা যেন আমাদের মূল্যবোধ, চিন্তা চেতনার বিরোধী কোন ব্যবস্থা কার্যকর করতে না পারে এ ব্যাপারে অবশ্যই দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত সমাজ গঠনে এসব প্রতিষ্ঠানকেও কার্যকর অবদান রাখার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। কর্মমুখী বাস্তবধর্মী শিক্ষানীতি অনুসরণের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করে একক শিক্ষা প্রবর্তনের বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ সরকার ও জাতির এক আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত বলেই প্রমাণিত হবে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, বর্তমান সরকার ১৯৭৪ সালে পেশকৃত কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের সুপারিশমালার ভিত্তিতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতির শিক্ষার বিলুপ্তি সাধন করে সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ মহূর্তে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিলুপ্তির পদক্ষেপ সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দিবে। ১৯৭৪ আর ১৯৯৬ এর ব্যবধান অনেক। এ মধ্যে পানি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। অনেক শীত বসন্ত অতিক্রান্ত হয়েছে। ইবতেদায়ী ও দাখিল স্তরে অংক, ইংরেজী, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান আজ বাধ্যতামূলক। আলিম ও ফাজিল স্তরে ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ, জীব বিজ্ঞান সবকিছুই পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা প্রকৌশল, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল

www.pathagar.com

কলেজে ভর্তি হয়ে প্রতিভার ও মেধার স্বাক্ষর রেখেছে। মাদ্‌রাসায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হচ্ছে। সাধারণ ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার এ সমন্বয় সাধনের পর ফাজিল উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে বি, এর মান প্রদান, প্রতিরক্ষা ও চাকুরী কর্মকমিশনের সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, ফাজিল শ্রেণীতে অর্নাস ব্যবস্থার প্রবর্তন, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে মাদ্‌রাসায়ে আলিয়াকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দিয়ে; অথবা মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে মঞ্জুরী ক্ষমতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দান করে ও ফাজিল ও কামিল স্তরকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা গ্রহণ করাই উত্তম। প্রয়োজনবোধে মাদ্‌রাসা দাখিল ও আলিম স্তরে কৃষি বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ মুহূর্তে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিলুপ্তির মতো অবাস্তব জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা সমাজজীবনে এক সংঘাত ও অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করবে। বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বিত। মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে এখন আর একদেশদর্শী শিক্ষা বলার আদৌ কোন যৌক্তিকতা নেই।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা আধুনিক বিষয়াবলী অধ্যয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের দু'যুগ পূর্বে কুদরাত-ই-খুদার কমিশনের সুপারিশমালা হিমাগার থেকে উঠিয়ে এনে কার্যকর করার ব্যবস্থা জাতি কোন মতেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নব কাঠামো প্রণয়ন করতে হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ আবদুল বারী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ শমসের আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যানদ্বয়, খুলনা ও সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদ্বয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩ জন প্রতিনিধি, জমিয়তুল মোদার্রেসীনের ৪ জন প্রতিনিধি, মাদ্‌রাসা বোর্ডসহ সকল মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ, জাতীয় পর্যায়ে ইসলামিক ও আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ২ জন জাতীয় অধ্যাপক সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী শিক্ষা কমিশন গঠন করে সুপরিশমালা প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। কোন নাস্তিককে শিক্ষা কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করা কুফরীর সহযোগিতারই নামান্তর।

www.pathagar.com

(৫) আমাদের শিক্ষানীতিতে ৫ম মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে– সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনে আমাদের ব্যর্থতা ঃ

নিরক্ষরতা ও মুর্খতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে সার্বজনীন গণমুখী বাধ্যতামূলক শিক্ষা নীতি প্রবর্তনের ব্যর্থতা একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে আমাদের মান মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন ও ব্যাহত করেছে। আমরা ২০০০ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে নিরক্ষরতা ও মূর্খতার ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে চাইলে আমাদেরকে প্রাথমিক ৮ম শ্রেণী ও দাখিল ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সার্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে কঠোরভাবে তা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মাদ্‌রাসা শিক্ষায় আধুনিক বিষয়াবলী সন্নিবেশিত করে সমন্বয় সাধনের পর তার বিলুপ্তির আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন বোধে এর সাথে আরও বৃত্তি ও প্রযুক্তিমূলক বিষয়াদি সংযুক্ত করে ইবতেদায়ী ৮ম শ্রেণীর ও বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের মধ্যে কোন রকম বৈষম্য না রেখে শিক্ষা উপকরণসমূহ সরকারীভাবে বিতরণ ও সকল শিক্ষককে বেতন ভাতা, পেনশন, গ্রাচুইটি, মেডিকেল, আবাসিক ভাতা ও উৎসব ভাতা, এল,পি,আর সমান হারে প্রদানের জাতীয় নীতি গ্রহণ করে সমতা আনয়নের মাধ্যমেই আমরা জাতিকে শিক্ষিত করার গৌরবজনক মর্যাদার অধিকারী করতে পারি।

(৬) আমাদের শিক্ষানীতির ৬ষ্ঠ ত্রুটি হচ্ছে– নিরক্ষতা দূরীকরণে অবাস্তব কর্মসূচী ও সুষ্ঠু কর্মপন্থা নির্ধারণের অভাব ঃ

আমরা পাকিস্তান আমল থেকে দেখে এসেছি, খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে আসর গরম করে প্রত্যেক সরকারই স্বাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু জাতীয় বিভিন্ন দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান ও বিপুল পরিমাণে জাতীয় অর্থের অপচয় করে পরে তা বর্জন করে। এক সময়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসমূহে পল্লীতে অভিযান চালিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচীকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণের জন্য নির্ধারিত নম্বর ও এর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছি। কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা সে মানের নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু নিরক্ষরতার জগদ্দল পাথর এক বিন্দুও অপসারিত হয়নি। সবার জন্য শিক্ষা

www.pathagar.com

নীতিমালাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা প্রশাসন স্ববিরোধী নীতিই অবলম্বন করেছে। শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্য শুধু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বইপত্র ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে বিতণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, আর ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, কিন্ডার গার্টেন, টোল ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। যার ফলে সকল শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এর ক্ষেত্রে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছেনা। "২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা" শ্লোগানকে আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়িত করতে হলে এবং দেশের সকল বসবাসকারীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে আমাদেরকে সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল সুযোগের মধ্যে অবশ্য সমতা আনয়ন করতে হবে। ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, মক্তব, টোল কিন্ডার গার্টেন, ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসাসহ সকল প্রতিষ্ঠানকেই সার্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন "সবার জন্য শিক্ষা প্রকল্প" বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের উপযোগী ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। আমাদের হিফজখানাগুলো কুরআন মজীদ হিফজ করার দায়িত্বই সম্পাদন করে থাকে। এক্ষেত্রে টোল, মক্তব, ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, হিফজখানা সর্বত্রই মাতৃভাষা, অংক, ইংরেজী ধর্মশিক্ষা এ চারটি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান দানের উপযোগী পাঠ্য বই প্রণয়ন ও তিন বছরের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। প্রতিটি মসজিদকে কেন্দ্র করে ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

'সবার জন্য শিক্ষা, বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডবল শিফ্‌ট ব্যবস্থা প্রর্বতন– প্রয়োজনবোধে প্রভাত ও দিবা শাখা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

(৭) আমাদের শিক্ষানীতির ৭ম ত্রুটি হচ্ছে– সন্ত্রাস ও সেশন জট ঃ

বস্তুতঃ সেশনজট, সন্ত্রাস ও সংঘাতের কারণেই হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অভিভাবকবৃন্দকে নিজেদের কলিজার টুকরো সন্তান সন্ততিকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর প্রতিটি মুহূর্তেই দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়ে সময় কাটাতে হয়। কাগজ ও কলম দিয়ে মা-বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার পর রাজনৈতিক দলগুলো এমনকি প্রতিষ্ঠিত সরকার তাদেরকে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

হল ও ক্যাম্পাসকে রণক্ষেত্রে পরিণত করে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন করে অনির্দিষ্টকাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে মারাত্মকভাবে সেশনজটের উদ্ভব ঘটে। অভিভাবকরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত সন্তানদের শিক্ষাব্যয় প্রদানে অক্ষম হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের থেকে উপহারপ্রাপ্ত অস্ত্র দিয়ে ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, দোকান ও ব্যাংক লুটের দক্ষতা অর্জন করে গোটা জাতির জীবন সম্পদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চূর্ণ করে দেয়। আমাদের শিক্ষা সম্প্রসারণ, "সবার জন্য শিক্ষা" বাস্তবায়ন বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সন্ত্রাস ও সেশনজট এ বিশাল বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এ সন্ত্রান ও সেশনজট শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। আজকের রাজনৈতিক দলের আচরণবিধিকে অবশ্যই সংযত করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক শিক্ষিকাদেরকে রাজনৈতিক সংঘাত সৃষ্টি ও অস্ত্রের ঝনঝনানি মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সন্ত্রাস ও সেশজনজটের সিন্দাবাদের দানবকে শিক্ষাঙ্গনের ঘাড় থেকে অবশ্যই অপসারণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজবোধে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল প্রতিষ্ঠানে সাময়িকভাবে সকল রাজনৈতিক তৎপরতা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদেরকে অধ্যয়নমুখী করে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নাস্তিক, ধর্মদ্রোহী, মানবতার দুশমনদেরকে নিয়োগ প্রথা বর্জন করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল, মাদ্‌রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটসহ সকল শিক্ষাঙ্গনকে ৩ বছরের জন্য রাজনৈতিক দলের অংগদল গঠনসহ সকল রাজনৈতিক তৎপরতা স্থগিত করার মতো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৮) আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ৮ম ত্রুটি হচ্ছে– আমাদের রেডিও টেলিভিশনের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম। আমাদের জাতীয় সম্প্রচারের অন্যতম মাধ্যম রেডিও টেলিভিশন শিক্ষাবিস্তার ও চরিত্র গঠন উপযোগী কার্যক্রম ও গঠনমূলক প্রোগ্রামের পরিবর্তে সমগ্র জাতিকে বিনোদনমুখী ও সংঘাতশীল করে গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেছে। প্রায় প্রতিদিন নাটক, চলচ্চিত্র ও নগ্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কথিকা প্রচার করে তরুণ শিক্ষার্থীদের পড়ার টেবিলের পরিবর্তে টেলিভিশনের ছায়াছবি প্রদর্শনের আড্ডায় চুম্বকের মত টেনে আনছে। তরুণদেরকে মাতাপিতর অবাধ্যতার পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের

www.pathagar.com

সংবাদপত্র জাতিগঠন ও জ্ঞান বিতরণমূলক কার্যক্রমের পরিবর্তে জাতিকে কলহবিবাদ ও আত্মসংঘাতের পথে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করছে। সংবাদপত্রগুলি দলীয় ঢোল এর দায়িত্ব সম্পাদন করছে। জাতীয় ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে হলে অবশ্যই সম্প্রচারের মাধ্যম ও প্রচার কেন্দ্রগুলোকে জাতিকে জ্ঞান দানের উপযোগী, নৈতিক উৎকর্ষ সৃষ্টি ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে। সম্প্রচার কেন্দ্র ও প্রচার মাধ্যমগুলোকে অবশ্যই শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির এ অন্যতম নিয়ামতগুলোকে মানবকল্যাণ ও জ্ঞানবিস্তারের অন্যতম প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

(৯) আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির ৯ম ত্রুটি হচ্ছে– কর্মমুখী উৎপাদনশীল বৃত্তি ও প্রযুক্তিমূলক ব্যবস্থাকে শিক্ষার সাথে সমন্বিত না করা। কর্মমুখী বৃত্তিমূলক প্রযুক্তির সংযোজন করে নিজস্ব মূল্যবোধ, আদর্শ ঐতিহ্য ও চেতনার সাথে সমন্বিত রেখে শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেত। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর বৃত্তিমূলক, প্রযুক্তি ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণরা নিজস্ব উদ্যোগেই জীবন ও জীবিকার তাগিদেই উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারতো।

এ ব্যাপারে আমাদের সাধারণ ও মাদ্‌রাসা উভয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষি, মৎস, পশুপালন, শর্ট হ্যান্ড, কম্পিউটার, ইলেকট্রিসিটি লাইন স্থাপন, রেডিও টেলিভিশন ঘড়ি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(১০) আমাদের শিক্ষানীতির ১০ম মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে– ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত না করা ও চরম অবজ্ঞা অবহেলা প্রদর্শন করা। ধর্মবিশ্বাস, জড় ও আত্মার সমন্বয়ে গড়ে তোলা শিক্ষানীতি ছাড়া কাঙ্ক্ষিত চরিত্রবান যুবশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ধর্মীয় বিশ্বাস, চিন্তা চেতনা, ক্রিয়া কান্ড, আচরণের প্রতি শিক্ষানীতিতে গুরুত্ব প্রদান না করার ফলেই নিছক জড়বাদী চিন্তায় গড়ে উঠা যুবশক্তি নৈতিক অবক্ষয়ের অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। আধুনিক জ্ঞান, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনায় উজ্জীবিত যুব সমাজের মধ্যেই সত্যিকার মৌলিক মানবীয় গুণাবলী ও ধর্মীয় গুণাবলীর সমন্বয়ে ইনসানে কামিলে পরিণত হতে পারে।

www.pathagar.com

আমরা আবারও যদি নিছক জড়বাদী নাস্তিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে শিক্ষা সংস্কারের ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করি; তবে সুনিশ্চিতভাবে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের পথে অগ্রসর হবো। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মৌলবিশ্বাস, মূল্যবোধ ও চেতনার সাথে সমন্বিত শিক্ষা দর্শনই আমাদের জাতীয় কল্যাণ ও পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য।

আমাদের শিক্ষানীতিতে অবশ্যই জড় ও আত্মার সমন্বয় সাধন করতে হবে। যেমনিভাবে আমাদের শিক্ষানীতিতে জড় বিজ্ঞান, বস্তু বিজ্ঞান, ইতিহাস বিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, নীতিবিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যকে গুরুত্ব প্রদান করবো ঠিক তেমনি সমানভাবে আমাদেরকে ধর্মীয় মূল্যবোধ, আদর্শ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও নৈতিক উৎকর্ষতাকে দেশপ্রেম, মানবকল্যাণ, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, গড়ে তোলার মত ব্যবস্থা ও অবশ্যই শিক্ষানীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ধর্মীয় চিন্তা চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্য বর্জিত শিক্ষানীতির প্রবর্তনের ফলে আমরা প্রশাসক, বস্তু বিজ্ঞানী, যন্ত্রের মত কাজ করার উপযোগী শ্রমজীবী দ্বিপদ বিশিষ্ট রোবট তৈরী করতে পারবো; কিন্তু সত্যিকারের মানুষ তথা ইনসানে কামিল কখনও নিছক জড়বাদী শিক্ষা দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না।

তাই আমাদের শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসী শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে শিক্ষার সকল স্তরে প্রবর্তনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ দাবীকে কার্যকর করার জন্য মুসলমান ছাড়াও হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্মের নিষ্ঠাবান ধার্মিক জ্ঞানী পন্ডিত ব্যক্তিদের এ দাবী পূরণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সক্রিয় তৎপরতা ও উদ্যোগ গ্রহণের আকুল আহ্বান জানাচ্ছি।

স্বল্প সংখ্যক নাস্তিক ও নৈতিক মেরুদন্ডহীন প্রাণীদের সমালোচনার আশংকায় আমাদের সরকার যদি জড়-আত্মা, বস্তু-বিজ্ঞান, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নীতিনৈতিকতা ভিত্তিক শিক্ষানীতি গ্রহণ না করার পরিণতি জাতীয় জীবনকে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করবে। এ জন্য দু'যুগ পূর্বের হিমাগারে রক্ষিত কুদরাত-ই-খুদা কমিশন নয়; বরং ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিদের

www.pathagar.com

সমন্বয়ে নতুন কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে এ নিবন্ধে আমি আমাদের শিক্ষানীতি, শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তভাবে কতিপয় সুপারিশমালা পেশ করেই সমাপ্ত করছি।

(১) পর্যায়ক্রমে দীর্ঘমেয়াদী দূরদর্শী ও বাস্তবধর্মী জাতীয় আদর্শ, ঐতিহ্য, চিন্তা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্টকে অক্ষুণ্ন রেখে দীর্ঘমেয়াদী একক শিক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ।

(২) ইসলামী আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী, নিষ্ঠাবান, যোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্‌রাসা, জমিয়াতুল মুদাররেসীন, শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষা প্রশাসন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় গ্রহণযোগ্য চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে সুপারিশমালা উপস্থাপনের জন্য একটি শক্তিশালী শিক্ষা কমিশন গঠন। অতীতের দু'যুগ পূর্বে প্রস্তুত কোন সুপারিশমালা গ্রহণের অবাস্তব ও গণবিরোধী উদ্যোগকে পরিহার করতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই একগুয়েমী ও প্রান্তিক চিন্তা জাতীয় জীবনে শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

(৩) সবার জন্য শিক্ষাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাদ্‌রাসা ও সাধারণ শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন, মাদ্‌রাসা শিক্ষায় আধুনিক বিষয়াবলী সন্নেবেশিত হওয়ার কারণে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিলুপ্তি করার পরিকল্পনা বর্জন করে উভয় শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান।

(৪) প্রতিটি ইবতেদায়ী, দাখিল ও প্রাথমিক ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্র সমন্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) প্রতিটি মসজিদ, মক্তব, হিফজখানা টোল সকল স্তরে ইবতেদায়ী ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।

(৬) প্রত্যেক মিল, কল-কারখানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইবতেদায়ী ও দাখিল মাদ্‌রাসা, বালিকা স্কুল, বালিকা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ।

(৭) প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বাজেট অনুমোদন।

www.pathagar.com

(৮) বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা সমূহে ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় শিফটিং ও সেকশন ব্যবস্থা, প্রভাতি ও দিবা শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৯) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যাপক ভিত্তিতে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ। একটি শক্তিশালী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের একটি কার্যকর প্রকল্প হিসাবে সহজলভ্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১০) সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈষম্য দূর করে শিক্ষকতার পেশাকে জাতীয়করণ করে সকলের ক্ষেত্রে পেনশন, গ্রাচুইটি, উৎসব ভাতা, শিক্ষক কল্যাণ সহ সকল সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান।

(১১) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, দাখিল ৯ম, ১০ম ও আলিম স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে কর্মমুখী বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১২) মহিলাদের জন্য মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ।

(১৩) মাদ্‌রাসায় ফাজিল শ্রেণীতে অনার্স ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(১৪) ফাজিল ও কামিল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে বি, এ, ও এম এর মর্যাদা দান ও প্রতিরক্ষা ও চাকুরী কর্ম কমিশনের সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দান।

(১৫) (ক) ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা অথবা

(খ) মাদ্‌রাসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে মঞ্জুরী ক্ষমতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দান করে ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) অথবা ঐতিহ্যবাহী সোনারগাঁয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, হযরত নূর কুতুবে আলম– এর সময় সোনারগাঁয়ে শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

www.pathagar.com

(১৬) বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস ও সেশনজট নিরসন কল্পে সাহসিকতাপূর্ণ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রয়োজন বোধে সাময়িকভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা ৩ বছরের জন্য স্থগিতকরণ। সকল শিক্ষাংগন থেকে অস্ত্র উদ্ধারের আন্তরিকতা পূর্ণ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রয়োজন বোধে শিক্ষাঙ্গন থেকে ৫ বছরের জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করণ।

(১৭) স্কুল ও মাদ্‌রাসা বোর্ডের জন্য টেকস্টবুক বোর্ড শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সংস্কার সাধন ও জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সাথে সমন্বিত করে পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন ও সংস্কার সাধন।

(১৮) বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষার স্তরে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(১৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ, আরবী, ফাসী ও উর্দু বিভাগকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২০) রেডিও টেলিভিশনসহ সকল সম্প্রচার ও প্রচার মাধ্যমকে নিছক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পরিবর্তে জাতীয় মূল্যবোধ, আর্দশ, ঐতিহ্য চেতনা শিক্ষা বিস্তার ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার মতো এবং সকলের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষামূলক জ্ঞান বিতরণ, চরিত্র গঠনের উপযোগী অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২১) মাদ্‌রাসা ও সাধারণ শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরীর লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক উচ্চশিক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২২) ২০০৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রাম ভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ। স্বাক্ষরতা অভিযান পরিচালনার কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২৩) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য পক্ষ পালন ও পক্ষব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিটি গ্রামে ভ্রাম্যমান শিবির স্থাপন করে সুদক্ষ প্রতিনিধি প্রেরণ করার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(২৪) দাখিল ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক স্কাউট ব্যবস্থার প্রবর্তন।

www.pathagar.com

(২৫) উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি, আলিম, ফাজিল, ও কামিল স্তরে বিএনসিসি ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(২৬) জাতীয় শিক্ষার সকল স্তরের নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষার ও আচরণের ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করণ।

(২৭) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্‌রাসাসহ সকল পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষাস্তরে সকল বিষয়ে লিখিত ভর্তি ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন।

(২৮) প্রত্যেক বেসরকারী কলেজ মাদ্‌রাসা ও স্কুল শিক্ষকদের পরবর্তী মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের বেতন প্রাপ্তির নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২৯) প্রত্যেক মসজিদ ভিত্তিক ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাকরণ।

(৩০) হিফযখানা ভিত্তিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও হিফযুল কুরআনের সাথে ৩ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩১) প্রত্যেক মন্দির, গীর্জা, উপাসনালয় ও এন,জি,ও ভিত্তিক উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

জাতিগঠনে শিক্ষার গুরুত্ব

"শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড" কথাটি সর্বজনবিদিত। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাই মানব মনে স্থিতিশীল ও চিরন্তন আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় তথা ঈমান সৃষ্টি করে। জ্ঞান ছাড়া কোন আদর্শের প্রতি মানুষের প্রত্যয় বা ঈমান সৃষ্টি হয় না। আর প্রত্যয় ছাড়া মানুষকে কোন বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি তথা নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের বুনিয়াদ প্রত্যয়– আর প্রত্যয়ের দীপ্ত প্রভায় গড়ে উঠে বলিষ্ঠ চরিত্র সম্পন্ন একটি উন্নত জাতি। জ্ঞান বা শিক্ষা ছাড়া জাতি গঠন সম্ভব নয়। জাতীয় উন্নতি, সভ্যতার বিকাশ ও নৈতিক উৎকর্ষতা একমাত্র জ্ঞান বিস্তার ও শিক্ষা সম্প্রসারণের ওপরই নির্ভর করে। দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা, সহনশীলতা, উদারতা, পরমত সহিষ্ণুতা, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক ও আন্তর্জাতিক জীবন প্রণালীর সুষ্ঠু পরিচালনা ও অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় মননশীলতা ও যোগ্যতা একমাত্র শিক্ষা লাভ ও জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সুষম ও সুবিচারমূলক অর্থ ব্যবস্থা, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতার সূচনাই হয়েছে। জ্ঞানের ভিত্তিতে। আদম (আঃ) ও ফিরিশতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় একমাত্র জ্ঞানের কারণেই আদম (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের অধিকারী হয়ে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা লাভ করেছেন।

শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহর সর্বপ্রথম অহী হচ্ছে "পড়, তোমার রবের নামে।" মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ সরওয়ায়ে কায়েনাত মুহাম্মদ (সাঃ) জ্ঞানীর কালিকে শহীদের রক্তের চেয়েও বেশী মর্যাদাবান বলে ঘোষণা দিয়েছেন; একটি মুহূর্তের জ্ঞান সাধনা ষাট বছরের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

www.pathagar.com

জ্ঞান সাধনা এবং শিক্ষা ছাড়া মানুষের সহজাত বুদ্ধি বৃত্তি ও প্রতিভার বিকাশ সম্ভব নয়। পৃথিবীর যাবতীয় উপাদান ও উপকরণকে মানব সভ্যতার উন্নয়নের ও মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদরাজির আবিষ্কার ও মানুষের কল্যাণের ক্ষেত্রেও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নিঃসন্দেহে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি– শিক্ষা বিস্তার তথা জ্ঞান চর্চা ছাড়া আদর্শ জাতি গঠন সম্ভব নয়।

শিক্ষার সংজ্ঞা

শিক্ষার সংজ্ঞা বা পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা শিক্ষা বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের জটিল তত্ত্বের দিকে অগ্রসর না হয়ে সোজা কথায় বলতে পারি, অজানাকে জানার নামই শিক্ষা। মানুষের জীবনে উদ্ভূত সমস্যারাজির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার নামই শিক্ষা। মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা, মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করার নামই শিক্ষা। শুধু আক্ষরিক জ্ঞানের নামই শিক্ষা নয়। শুধু বস্তুগত উন্নতির পন্থা উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও পন্থা জানার নামই শিক্ষা নয়। যে শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান সাধনার নামে স্বেচ্ছারিতা, উচ্ছৃংখলতা, নগ্নতা বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের গহ্বরে নিক্ষেপ করে, তা কখনও সুশিক্ষা হতে পারে না। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, "সত্যিকার শিক্ষা তাই যা মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার পথ সুনিশ্চিত করে।" শিক্ষা মানে জ্ঞান জগতের কোন একটি নির্দিষ্ট শাখা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা নয়। বরং মানুষের সামগ্রিক জীবনধারা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করার নামই প্রকৃত শিক্ষা।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

যদিও আজকের কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিক শুধু রাষ্ট্রের নাগরিকই নন বরং আন্তর্জাতিক নাগরিকও বটে। তবুও আমি এ প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে আন্তর্জাতিক বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝাতে চাইনি। আমি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে এ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝাতে চাই। যে ভূখন্ডে আল্লাহ আমাকে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। যে দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমির

www.pathagar.com

আজাদী ও নিরাপত্তা আমার জীবনের চেয়েও বেশী মূল্যবান।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কি আমাদের জাতীয় জীবনের প্রয়োজন পূরণে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে? আমরা কি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে আদর্শ নাগরিক তথা আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান দানে সমর্থ হয়েছি? আমাদের প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের কি উপহার দিয়েছে?

সংবাদপত্রে প্রচলিত বিভিন্ন চাকরী ও মেধা প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদের উদ্ভট উত্তর কিসের ইংগিত বহন করছে? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্‌রাসাগুলো কেন ভ্রাতৃহত্যার ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার কারবালায় পরিণত হয়েছে? আমাদের শিক্ষিত তরুণরা কি অধিকার আদায়ে সংগ্রামের ছদ্মনামে জাতীয় সম্পদ ধ্বংসের কাজে অংশগ্রহণ করেনি? মাদ্‌রাসা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব ধরনের শিক্ষাঙ্গন থেকে আমারা কি নকল প্রবণতা ও অসদুপায়ের মূলোচ্ছেদ করতে পেরেছি? আমরা কি আমাদের অধ্যক্ষ হত্যার করুণ ইতিহাস সৃষ্টি করিনি? আমরা কি অসদুপায় প্রতিহত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত অধ্যাপকের পেটে ছোড়া মেরে প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি? আমরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে ব্রাশফায়ার করে আমাদরে সহপাঠী ছাত্রদেরকে হত্যা করার ইতিহাস সৃষ্টি করিনি? আমরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে গ্রন্থাগারের সিঁড়ির তলায় দিনে দুপুরে আদিম যৌন কামনার প্রদর্শনী করে পবিত্র শিক্ষাঙ্গণকে কলুষিত করিনি? হাইজাক, ছিনতাই, ডাকাতি, নরহত্যা, লুণ্ঠন এমন কোন অপরাধ বাকি রয়েছে যা আমাদের শিক্ষিত তরুণরা অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়নশীপের গৌরব অর্জন করেনি? অবস্থা দেখে দেশের কল্যাণকামী সুধীবৃন্দের দেহ ও আত্মা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। এ অবস্থা সৃষ্টির কাজে কি তরুণ শিক্ষার্থীরাই দায়ী? না, তা কখনও নয়। এজন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদর্শন। আদর্শ পুরুষ মরহুম শিক্ষাবিদ ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব অনেক সময় আফসোস করে বলতেন–

"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রী, গভর্ণর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী ও প্রশাসক সবই প্রসব করেছে কিন্তু মানুষ প্রসব করেছে কম।" সত্যিই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ গড়ার কারখানা হিসেবে শিক্ষাঙ্গণকে গড়ে

www.pathagar.com

তুলতে পেরেছি কি? আমাদের শিক্ষিত তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় দেখে গোটা জাতি এক চরম হতাশা নৈরাজ্যের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমাদেরকে অবশ্যই গভীরভাবে চিন্তা করে এ বিপর্যয়ের মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে। আমরা যদি আমাদের ভাবী বংশধরকে বিপর্যয় হতে রক্ষা করার পন্থা উদ্ভাবন করতে না পারি, তবে এটি হবে আমাদের জাতীয় আত্মহত্যারই শামিল।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম গলদ ঃ জাতীয় আদর্শের অভাব

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল গলদ হচ্ছে আমাদের শিক্ষা দর্শন। আমরা আমাদের শিক্ষা দর্শনকে কোন স্থিতিশীল, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বুনিয়াদে গড়ে তুলিনি। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আমরা আজও সুস্পষ্টভাবে জাতীয় আদর্শকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করিনি। এ জগাতিচুড়ি চিন্তা-মতাদর্শের সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যেই পরিচালিত হচ্ছে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা দর্শন। কমিশনের পর কমিশন হচ্ছে, কোটি কোটি টাকার জাতীয় অর্থ ব্যয় হচ্ছে কিন্তু আমাদের শিক্ষানীতি জাতীয় প্রয়োজন পূরণের মতো কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, আদর্শ জীবন ও মূল্যবোধের বুনিয়াদ গড়ে তোলার কোন কার্যকর পদক্ষেপই আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি।

শিক্ষাব্যবস্থার দ্বিতীয় গলদ ঃ বিভিন্নমুখী শিক্ষা পদ্ধতি

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের আজ দ্বিমুখী ত্রিমুখী শুধু নয় বরং বহুমুখী শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। অবশ্য এর কোন পদ্ধতিই আমাদের জাতীয় প্রয়োজন মিটাবার উপযোগী নয়। প্রথমতঃ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি দুভাগে বিভক্ত- সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। সরকার অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রিত আলীয়া মাদ্‌রাসা পদ্ধতি ও কওমী পদ্ধতি– কওমী মাদ্‌রাসাগুলো মাত্র ১০ বছরে তাদের শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত করে আর আলীয়া পদ্ধতির মাদ্‌রাসাসমূহ সাধারণ শিক্ষার সাথে তাল রাখতে গিয়ে ১৬ বছর মেয়াদের পাঠ্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া খৃষ্টান মিশনারী কর্তৃক পরিচালিত কিন্ডার গার্টেন ও উচ্চশিক্ষা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানগুলো একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে প্রচলিত থেকে এদেশের তরুণ কিশোরদের মনমগজকে কৃষ্টি-সভ্যতার দিক থেকে খৃষ্টান বানাবার শিক্ষা পদ্ধতিও এদেশে চালু রেখেছে। কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, উসূল, আরবী সাহিত্য, ফারসী সাহিত্য, উর্দু, মানতেক, হিকমাত, বালাগাত, ইলমে কালাম ইত্যাদি এর পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

সরকার অনুমোদিত ও আলীয়া নেছাবের শিক্ষা পদ্ধতিতে উপরোক্ত বিষয়াদি ছাড়াও বাংলা, ইংরেজী, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, পৌরনীতি অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিষয়াবলী সম্প্রতি পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল নতুন বিষয় সংযোজনের পর আরবী, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়াবলীর গুরুত্ব হ্রাসের ফলে এক নতুন জটিলতারও সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য শিক্ষাবিদগণ এ ব্যাপারে গভীর চিন্তা গবেষণা করে উভয়বিধ জ্ঞানের গুরুত্বের সমতা রক্ষা করে এর সমন্বয় সাধনের বাস্তব পন্থা গ্রহণ করলে এ জটিলতার নিরসন কোন দুরুহ ব্যাপার নয়।

শিক্ষাব্যবস্থার তৃতীয় গলদ ঃ
প্রশিক্ষণের অভাব

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য কিছু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও মূলত তা পর্যাপ্ত নয়। এ ব্যবস্থার আরো উৎকর্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। তবুও প্রাথমিক শিক্ষক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স থাকার ফলে সাধারণ শিক্ষা লাভেচ্ছু কিশোর ও তরুণরা এক্ষেত্রে অনেকটা উপকৃত হন। কিন্তু মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতির শতবর্ষ অতিবাহিত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত সরকার মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের জন্য কোন প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট গ্রহণ করেননি। প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষাদান এ শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা।

শিক্ষাব্যবস্থার চতুর্থ গলদ ঃ
ধর্মহীনতা ও নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গলদ হচ্ছে ধর্মহীনতা ও নৈতিকতা বর্জন।

www.pathagar.com

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও ধর্মের নামে নাক ছিটকান। ধর্মকে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতীক মনে করেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে ধর্মহীনরাই হচ্ছে সংকীর্ণমনা ও প্রতিক্রিয়াশীল। নিজের মতের বিরুদ্ধে কোন মতকেই তারা বরদাশ্‌ত করতে পারেনা। ধর্ম ও ধার্মিকতাকে এরা বিদ্রূপের বস্তু বলে মনে করে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পঞ্চম গলদ ঃ
তুলনামূলক শিক্ষার অভাব

প্রচিলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পঞ্চম গলদ হচ্ছে, এ শিক্ষা ব্যবস্থার পাশ্চাত্য দর্শন, সমাজবাদী দর্শন ও ইসলামের তুলনামূলক অধ্যয়নের কোন সুযোগ নাই। শিক্ষাব্যবস্থা তুলনামূলক অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকলে আমাদের ভাবী কর্ণধাররা পাশ্চাত্য ও সমাজবাদী দর্শনের ব্যর্থতা ও ইসলামী জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হতো।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ষষ্ঠ গলদ ঃ
সহশিক্ষা

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির আরেকটি মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে– সহশিক্ষা। এ পদ্ধতি যতদিন জোর করে চালু রাখা হবে, ততদিন পর্যন্ত চরিত্রবান যুব সমাজের আশা যারা করেন, তারা বেকুফের জান্নাতে বাস করছেন। তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলা মেশার অপরিহার্য পরিণতি ও ফলশ্রুতি হচ্ছে নৈতিক অবক্ষয়। নারী পুরুষের গঠন, মেধা, যোগ্যতা ও কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। একের প্রতি অন্যের যৌন আকর্ষণ একান্ত স্বাভাবিক। এ পদ্ধতিগত দাবীকে যারা অস্বীকার করে তারা হয় নপুংসক না হয় লম্পট। নিজের লাম্পট্য বৃত্তিকে ঢাকা দিয়ে প্রগতি শব্দের আচ্ছাদন পরিধান করিয়ে তারা সহ শিক্ষার মাধ্যমে যৌন সুড়সুড়ির পথকেই প্রশস্ত করে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সপ্তম গলদ ঃ
বিষয়াবলীর আধিক্য

বহু ভাষা ও বিষয়াবলীর আধিক্যের বোঝা তরুণ শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার ফলে অনেককে অকালে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করতে হচ্ছে অথচ সব বিষয়ে

www.pathagar.com

পণ্ডিত সৃষ্টি করতে গেলে কোন বিষয়ে কিছু শিক্ষা লাভ করানো সম্ভব নয়। আমাদের দেশের তরুণদের জন্য একমাত্র মাতৃভাষা ও একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শুধু আরবীকেই বাধ্যতামূলক রাখা যেতে পারে। ইংরেজীকে ঐচ্ছিক বিষয় রাখাই যুক্তি সংগত। অনেক ভাষার চাপের এ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জোর করে চাপিয়ে দেয়ার ফলে উচ্চ শিক্ষিতের হার কমে যাচ্ছে। স্নাতক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বহু ছাত্র ২য় শ্রেণীর মার্ক রেখেও শুধু ইংরেজী বিষয় ফেলের কারণে অকৃতকার্য থাকে। অথচ মধ্য প্রাচ্যের বহুদেশে সাধারণ মানে ইংরেজী জেনেও মাতৃভাষায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী এমনকি ডকটরেট ডিগ্রী লাভ করে। ইদানিং অর্থনৈতিক কারণে আরবী প্রীতি মাত্রতিরিক্ত ভাবে দেখা দিয়েছে। যার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে সম্প্রতি মাদ্‌রাসা শিক্ষার মাধ্যম বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়ার পর মাদ্‌রাসা বোর্ডে ৮৫ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে আরবী সাহিত্য, হাদিস, তাফসীর, ইত্যাদি বিষয়ের উত্তরপত্র আরবীতে লেখার পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছেন। আর কোরআনের ভাষা, রাসূলের ও জান্নাতের ভাষা আরবী হওয়ার কারণে আরবীর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ আমাদের ঈমানী দাবী। কিন্তু একাধিক বিষয়ের উত্তরপত্র আরবীতে লেখার বাধ্যতার ফলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতিকে পঙ্গু ও অচল করে দেয়া হবে তা কি কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেছেন? আরবী ভাষায় বুৎপত্তি ও পান্ডিত্য অর্জনের লক্ষ্যকে সফল করতে হলে কর্তৃপক্ষ শুধু আরবী সাহিত্যের উত্তরপত্র আরবীতে লেখা বাধ্যতামূলক করতে পারেন। কয়েকটি বিষয়ে আরবী উত্তরপত্র লেখার বাধ্যতামূলক পদ্ধতি ছাত্রদের মাদ্‌রাসা ত্যাগ অথবা পাশের হার হ্রাসকেই ত্বরান্বিত করবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অষ্টম গলদ ঃ
ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি

বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্রদের মেধা নির্ধারণ ও শিক্ষা পদ্ধতির মানোন্নয়নের সহায়ক নয় এবং একান্ত ব্যয়বহুল ও বটে। এ পদ্ধতিকে আরও বাস্তবধর্মী, উন্নত, মেধাগত মান নির্ধারণে আরো বিজ্ঞান সম্মত করার প্রয়োজন। আমরা যদি আমাদের কাংখিত সুশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি অর্জন করতে চাই তাহলে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। আমাদের শুধু শিক্ষাব্যবস্থার গলদ উপলব্ধি করলে চলবে না।

www.pathagar.com

এ গলদগুলো নিরসনের বাস্তব পন্থা ও সঠিক কর্মসূচী ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এক. একক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন

স্থায়ীভাবে পরস্পরবিরোধী বিভিন্নমুখী শিক্ষা পদ্ধতিকে অক্ষুন্ন রেখে কোন সুসংহত জাতি ও দেশ গঠন সম্ভব নয়। তাই জাতীয় আদর্শের বুনিয়াদী স্তরে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে অবশ্য একক শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে রাতারাতি একক শিক্ষা পদ্ধতির ঘোষণা হবে আরেক মারাত্মক আত্মঘাতি ব্যবস্থা। অবশ্যই অত্যন্ত দূরদর্শিতার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে এ লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে। তার প্রাথমিক পদক্ষেপে দুটি কার্যকর কর্মসূচী নিতে হবে।

(ক) মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগের চাহিদা মেটাবার উপযোগী করে আধুনিক বিষয়াবলীর সমন্বয় সাধন করতে হবে। এবং এ কাজ ইতিমধ্যে প্রায় সম্পন্ন হয়ে আসছে।

(খ) আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে ইসলামী বিষয়াবলী পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

দ্বীন ও দুনিয়ার নামে দুমুখো শিক্ষার মনমানসিকতাকে বিশুদ্ধকরণ করতে হবে। ইসলামে দ্বীন দুনিয়া দুটো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। দুনিয়ার সমস্ত কাজ আল্লাহ ও রাসূলের নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করার নামই হচ্ছে ইসলামী দ্বীনদারী।

দুই. ইসলামকে জাতীয় শিক্ষা দর্শনের বুনিয়াদ হিসেবে গ্রহণ।

বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ– ইসলাম। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। এ দেশের শতকরা ৮৬জন অধিবাসী মুসলমান। সুনাগরিক ও চরিত্রবান দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রয়াসে ইসলামী মূল্যবোধকে শিক্ষাদর্শের বুনিয়াদ হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যারা ইসলামকে শিক্ষা দর্শনের বুনিয়াদ হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি উত্থাপন করবে, তারা জাতির চিহ্নিত দুশমন। এসব মুক্তবুদ্ধির নামে বুদ্ধিমুক্ত কিছু, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মোল্লা তৈরীর কারখানায় পরিণত করা

www.pathagar.com

যায় না। কিন্তু এসব পন্ডিত মূর্খের দল এটা জানেনা, ইসলামী শিক্ষা মানে মোল্লা তৈরীর কারখানা নয়। ইসলাম জ্ঞান সাধনার পরিপন্থী কোন জীবনাদর্শ নয়। আল কোরআনে সৌরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস তথা জ্ঞান রাজ্যের প্রতিটি শাখা সম্পর্কে জানার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য হচ্ছে জ্ঞানের সকল শাখায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন। ইসলামকে শিক্ষা দর্শনের বুনিয়াদ হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ সৌরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, দেহবিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান কোন কিছুই নিষিদ্ধ করে দেয়া নয়। ইসলাম আর কোরান ও সুন্নাহ হচ্ছে জ্ঞানের মূল উৎস এবং যাবতীয় বস্তুবিজ্ঞান, জ্ঞান রাজ্যের অপরিহার্য উপাদান। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের বাস্তব তাৎপর্য হচ্ছে, জ্ঞানের সকল শাখাকে ইসলামী মূল্যেবোধের আলোকে ঢালাই করে পুনর্গঠন করা। আমরা যদি নৈতিক অবক্ষয় হতে জাতিকে মুক্তি দিতে চাই তবে অবশ্যই আমাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধকে শিক্ষানীতির মূল দর্শন হিসেবে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করতে হবে।

তিন. ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ

জড়বাদী দর্শনের প্রভাবে নৈতিক অবক্ষয় আজকের পাশ্চত্য জগতের চিন্তাশীলদেরকেও আতংকিত করে তুলেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়া নৈতিক বিপর্যয় হতে কোন কিছুই মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক করতে হবে। এর মানে এই নয় যে, ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষাকেই সকল নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে। বরং এর তাৎপর্য এই যে, যে যে ধর্মে বিশ্বাসী তারজন্য নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। বিতর্কের উর্ধে উঠে একথা বলতে পারি যে, খৃষ্টান প্রকৃত খৃষ্টান হিসেবে জীবন যাপন করলে, হিন্দু একজন খাঁটি হিন্দু হিসেবে চললে ও মুসলমান প্রকৃত মুসলমন হিসেবেই জীবন যাপন করলে পৃথিবীতে এত অশান্তি সৃষ্টি হতো না।

চার. সহশিক্ষার বিলোপ সাধন

সহশিক্ষা ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখে কোনদিনই চরিত্রবান জাতি গঠন করা যাবেনা। তাই– একমাত্র প্রাথমিক স্তর ছাড়া শিক্ষার সকল স্তরে অবশ্যই

www.pathagar.com

সহশিক্ষা বিলোপ সাধন করে মহিলা স্কুল, মহিলা কলেজের সাথে মহিলা মাদ্‌রাসা, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ও মহিলা মেডিকেল কলেজও প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পাঁচ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হচ্ছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। গাজীপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তরকারী পদক্ষেপ। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু এর ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগ করে ফেলে রাখলে চলবে না। এর শিক্ষা শুরুর তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ও সহশিক্ষা বর্জিত হতে হবে। তা না হলে একে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ একটা প্রহসনে পরিণত হবে।

ছয়. মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন

মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একক শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরে পৌছা পর্যন্ত শুধু ইবতেদায়ী, দাখিল ও আলিম মাদ্‌রাসা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে রেখে ফাজিল ও কামিল ক্লাশসমূহকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন করে নেয়া যুক্তিসংগত হবে।

সাত. প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন

মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

আট. বিষয় ভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি যে বিষয়ে পারদর্শী আজীবন তিনি সে বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। এতে অধ্যাপক ও শিক্ষকের পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে মাদ্‌রাসা শিক্ষাদান পদ্ধতি যদিও বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ হতে হাদীস, ফিকাহ, তাফসীর, আরবী সাহিত্যে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ইত্যাদি পদ বিন্যাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে একই ব্যক্তিকে অনেক বিষয় পড়াতে হয়। মাদ্‌রাসার ক্ষেত্রেও কড়াকড়িভাবে যিনি যে বিষয়ের প্রভাষক তাকে সে বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে শিক্ষার মানগত দিক আরও উন্নত হতো। কারণ, সব বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জনকারীর সংখ্যা বিরল।

www.pathagar.com

নয়. মাদ্‌রাসার ছাত্রদের জন্য শিক্ষা ও ভ্রমণের ব্যবস্থা

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্‌রাসার ক্ষেত্রে ভ্রমণের ব্যবস্থা পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিহাস ভুগোল ও সামজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কলেজের মতো মাদ্‌রাসাতে ও তাই শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা দরকার।

দশ. পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতিকে আরো আধুনিক ও উন্নত মানের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন সাধন করা যেতে পারে।

এগার. শিক্ষকতার জন্য চরিত্রকে অপরিহার্য যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারণ করা

শিক্ষা ব্যবস্থাকে বর্তমান বিপর্যয় হতে রক্ষা করতে হলে শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধকে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে এবং চাকরী বিধির মধ্যে ধর্মহীনতা ও চরিত্রহীণতা প্রমাণিত হলে তার চাকরীচ্যুতির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

মূলকথা যতদিন পর্যন্ত আমরা ইসলামকে শিক্ষা দর্শনের বুনিয়াদ ও দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধকে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ না করি ততদিন পর্যন্ত আমরা জাতিকে এ অবক্ষয় ও পতন হতে রক্ষা করতে পারবো না।

www.pathagar.com

মাদ্‌রাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান

মানব জাতির পুনর্গঠন, উৎকর্ষ সাধন ও সুসভ্য জাতি গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মানব মনে সুদৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি ও সৎকর্মময় জীবন যাপনের প্রেরণার উৎস হল শিক্ষা।

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক চির কল্যাণকর শাশ্বত কাজলয়ী পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। ইসলাম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ জাতি গঠনে শিক্ষার প্রতিই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বারোপ করেছে। ফেরেস্তাদের নিকট হযরত আদম (আ) এর শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্তি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই ঘটেছে। প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন– "মানুষের মধ্যে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণকারী ব্যক্তিই হচ্ছেন সবচেয়ে বড় ধনী ও দাতা।"

মহানবী (সা) এর উপর সর্বপ্রথম ওহী আল্লাহর পথে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ হিসেবেই নাযিল হয়েছে। প্রিয় নবী (সা) জ্ঞানার্জনের একটি মুহূর্তকে হাজার বছরের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম বলে বর্ণনা করেছেন।

ইসলাম প্রত্যেক নর নারীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ বলে ঘোষণা দিয়েছে। উপমহাদেশে যতদিন পর্যন্ত মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন ইসলামী জীবন দর্শন ভিত্তিক একক শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রবর্তিত ছিল। ইংরেজ বণিকদের মানদন্ড যখন মীর্জাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে রাজদন্ড রূপে দেখা দিল তখন তারা এদেশে নকল ইংরেজ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভংগী ও জীবনবোধের উপর ভিত্তি করে তাদের তাবেদার গোলাম তৈরীর মানসে জড়বাদী আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করে।

দূরদর্শী আলিম সমাজ এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে শংকিত হয়েই ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সংরক্ষণের লক্ষ্যে বেসরকারীভাবে জাতির স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও সমর্থনে হযরত মাওলানা কাসেম নানাতুবী (র) ও হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহী (র) যুক্ত প্রদেশে "দারুল উলুম দেওবন্দ" মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক মনীষীই

www.pathagar.com

ইসলামী আদর্শের প্রচার, প্রসার ও ইসলামী মূল্যবোধের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

গোলামী যুগে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী তাদের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও প্রভুত্বকে পাকাপোক্ত করার নিয়াতে ও বিক্ষুব্ধ মুসলিম জনতাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আল্লামা মজদুদ্দীন প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্‌রাসাকে সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসার মর্যাদা দান করেন। এবং ইংরেজ অধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থাগ্রহণ করেন। অতি সতর্কতার সাথে কিতাবুল ইমান ও কিতাবুল জ্বিহাদের মতো হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ পাঠ্যতালিকা হতে বাদ রাখা হয়। এতদসত্ত্বেও মুসলিম সমাজে এ শিক্ষা পদ্ধতিই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং মুসলিম তরুণ সমাজ ও ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট ও আগ্রহী হয়ে পড়ে।

পরবর্তী পর্যায়ে আলীয়া মাদ্‌রাসাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশে আলীয়া নিসাবের মাদ্‌রাসা গড়ে উঠে। বিপুল সংখ্যক ছাত্র তাদের জ্ঞান পিপাসা মিটাবার জন্য এতে অধ্যয়ন করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একটি স্বাধীন দেশের জন্য একাধিক শিক্ষা পদ্ধতি কল্যাণকর নয় অথচ আমাদের বাংলাদেশে আজও সাধারণ শিক্ষা, আলীয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা, দরসে নিযামী মাদ্‌রাসা শিক্ষা, মিশনারী ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা– এই চার ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে।

তথাপিও যতদিন পর্যন্ত দেশে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক একক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হয় ততদিন আমাদেরকে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই চলতে হবে।

বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদ্‌রাসা শিক্ষাবর্ষ ১৬ বছর নির্ধারিত হয়েছে। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনের প্রবেশের উদ্দেশ্যে শিক্ষাকাল ১৬ বছর থেকে কমিয়ে ১৩ বা তার নীচে নিয়ে আসার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা চলছে। আমাদের দেশের শিক্ষাবিদগণকেও এ ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

প্রচিলত মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে ইসলামী জীবনধারার সঠিক উপলব্ধি ও ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জানার কোন ব্যবস্থা নেই। বরং

www.pathagar.com

বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকে ইসলামের মৌল চিন্তাধারার বিপরীত আকীদা বিশ্বাসেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামী জীবনবোধের সঠিক ধারণা ও প্রত্যয় সৃষ্টি করা। তাকওয়া ভিত্তিক চরিত্র সৃষ্টি করা ইসলামী শিক্ষার প্রাধান লক্ষ্য। ইসলামী আকীদা, জীবনবোধ, ঐতিহ্য ও আদর্শ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সচেতন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী জীবন দর্শনের সঠিক উপলব্ধি ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। এ সকল লক্ষ্য অর্জনেরও শিক্ষার্থীদের চরিত্রে ইসলামী আদর্শের বাস্তব প্রতিফলনের ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে।

তাই মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে হলে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে একে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মৌল কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার সিলেবাস ও কারিকুলাম। সকল বিষয়ে ইসলামী জীবন দর্শনের মৌল অব কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করতে হবে।

ইদানিং মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের এক আকর্ষণীয় শ্লোগান উঠেছে। ইতিমধ্যে এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হিয়ে আধুনিকতার নামে মাদ্‌রাসা শিক্ষার মূল আদর্শ, ঐতিহ্য মূল্যবোধ ও অবকাঠামোকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। আসল ব্যাপারটি মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ নয়, বরং আধুনিক শিক্ষাকেই ইসলামীকরণ। অথচ এ ব্যাপারে আদৌ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আধুনিক যুগের চাহিদা মেটাবার উপযোগী করে গড়ে তোলার নামে মাদ্‌রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকেই তাকে বিচ্যুত করা হয়েছে। আরবী ও ইসলামী বিষয়সমূহের প্রাধান্য হ্রাস করে আধুনিক বিষয়াবলীর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বরোপ করা হয়েছে। জাতীয় জীবনের প্রয়োজন পূরণ, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে আধুনিক বিষয়াবলীর সংযোজন খুবই যুক্তি সংগত ও বাস্তব। কিন্তু এ ব্যবস্থা দ্বারা মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে তার মূল্য লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা ও তার ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ ক্ষতিকর ও মারাত্মক।

তাই আধুনিক বিষয়াবলীর সংযোজনের পরও মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় অবশ্যই কোরআন অধ্যয়ন, তাফসীর হাদীস, ফিকাহ, আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ,

www.pathagar.com

আকায়েদ ও ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ সহ ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের গ্রন্থাবলীকে সঠিক ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। বর্তমান সংস্কার পদ্ধতিতে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আধুনিকরণের নামে ছাত্রদের উপর অনেক আধুনিক বিষয়ের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অথচ সাধারণ শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষায় রূপান্তরিত করার বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা করা হয়নি।

বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ তৈরীর আদৌ কোন ব্যবস্থা নেই, তাই মাদ্‌রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের পরও শিক্ষার্থীরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারে না। এমন কি আরবী ভাষায় কথোপকথনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। তাই মাদ্‌রাসা শিক্ষায় ফাজিল শ্রেণীতে ৩ বছরের অর্নাস ডিগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরীর উপযোগী সিলেবাস ও কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে। অনার্স কোর্সে কমপক্ষে ১০০০ (এক হাজার) মার্কের উপযোগী পাঠ্যসূচী নির্ধারিত করা প্রয়োজন এবং সাবসিডিয়ারী দুটি বিষয়ে ৩০০ করে ৬০০ মার্কের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

মাদ্‌রাসা বোর্ডের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, মাদ্‌রাসার শিক্ষক, প্রভাষক সকল ক্ষেত্রে মুসলমান হওয়া, ইসলামী চরিত্র সম্পন্ন হওয়ায় এবং ছাত্রদের মধ্যে মাদ্‌রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল পোষাকের ব্যবস্থা থাকা একান্ত অপরিহার্য। এতদভিন্ন মাদ্‌রাসা ছাত্রদের কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচীতে ইসলামী চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। মাদ্‌রাসা প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করণ, মাদ্‌রাসা ছাত্রদের চালচলনে, আচার ব্যবহারে ইসলামী ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার বাস্তব প্রতিফলনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

মাদ্‌রাসার উচ্চতর ক্লাশসমূহে বিশেষ করে কামিল পর্যায়ে হাদীসের দরস শেখানোর সময় মুহাদ্দিসগণ ইখতেলাফী মাসায়েলের উপর সর্বাধিক সময় ব্যয় করেন এবং তার দলীল আদিল্লা প্রদান করতে গিয়ে শ্রম ও প্রতিভাকে কাজে

www.pathagar.com

লাগান। তৎপরিবর্তে হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ দানকালে ইসলামী জীবন দর্শনের পূর্ণাঙ্গতা ও ব্যাপকতা, আজকের যুগজিজ্ঞাসার জবাবে ইসলামের সমাধান, ইসলামী আদর্শের কল্যাণকারিতা, ইসলামের দার্শনিক ভিত্তি ও এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং বাস্তব জীবনের ইসলামী জীবন দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকারিতাকে তুলে ধরার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আমরা আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও ফিকাহ শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রাচীন উপমা, সেকেলে পদ্ধতি ও অবৈজ্ঞানিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করি। এসব ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এছাড়া ভাষা শিক্ষার পুর্বে ব্যাকরণ শিক্ষার অবাস্তব ও প্রতিভা বিধ্বংসী পদ্ধতিরও সংস্কার সাধন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক ও মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া ও কোমলমতি শিশু কিশোরদের প্রতিভার বিকাশ ও উন্মেষে সহজতর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতির পরিচালনা ও তত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শকের ব্যবস্থা নেই। সাধারণ শিক্ষার জন্য নিয়োজিত পরিদর্শক মন্ডলী মাদ্‌রাসা পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করেন। এতে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা ও সংকটের সৃষ্টি হয়। তাই মাদ্‌রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করে পরিদর্শন ব্যবস্থাকে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার জন্য আজও কোন শক্তিশালী স্বতন্ত্র টেক্সট বুক বোর্ড না থাকায় জাতীয় আদর্শের সাথে মিল রেখে সিলেবাস, কারিকুলাম ও পাঠ্য পুস্তক রচনা সম্ভব হয়নি। যদিও মাদ্‌রাসা বোর্ড পাঠ্য পুস্তক রচনার কাজে হাত দিয়েছে, তাদের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও দ্বীনী চরিত্র সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লেখকের অভাবে কাঙ্ক্ষিত মানে বই লিখা সম্ভব হচ্ছে না। সিলেবাস কারিকুলাম বলতে যা বুঝায় তা মাদ্‌রাসা বোর্ডে যথাযথ মানে নেই। তাই মাদ্‌রাসা শিক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র টেকস্ট বুক বোর্ড গঠন এবং সিলেবাস ও কারিকুলাম সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরী। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা প্রতিযোগিতায় সাধারণ ও টেলেন্টপুল বৃত্তির ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। অথচ মাদ্‌রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণ প্রদর্শন করছেন।

www.pathagar.com

আজ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ মাদ্‌রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। তাই ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা দরকার।

মাদ্‌রাসা বোর্ডের পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও সংকট রয়েছে। আমাদের জানা মতে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মাদ্‌রাসার শিক্ষক ও প্রভাষককে প্রাধান্য না দিয়ে স্কুল কলেজ ও ভার্সিটির সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা মনে করি এ নিয়োগের ব্যাপারে আগে মাদ্‌রাসার প্রভাষক ও শিক্ষকদেরকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন।

বর্তমান প্রচলিত মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে সিহাহ সিত্তার সব কয়টি গ্রন্থই কামিল ক্লাশে পাঠ্য তালিকাভুক্ত রাখা হয়েছে। অথচ কোন একটি গ্রন্থের উপর বিস্তারিত ও ব্যাপক শিক্ষা লাভের সুযোগ নেই। তাই সিহাহ সিত্তার গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ হাদীস শাস্ত্রে বি, এ, অনার্স পর্যায়ে পাঠ্য তালিকাভূক্ত করণ ও বর্তমান কামিল স্তরে হাদীস বিষয়ে ৬টি গ্রন্থে ও উসুলে হাদীস মিলিয়ে ৬০০ নম্বরের পরিবর্তে হাদীস অনার্স বিষয়েই এক হাজার নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনের অগ্রগতির গাড়ীকে সমতালে চালু রাখার ও সমাজকে অবক্ষয় ও পতন থেকে রক্ষার প্রয়াসে নারীদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ও সম্প্রসারণ অপরিহার্য। তাই নারীদের জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের বাস্তব প্রতিফলন, অনুশীলন ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য। মহিলা শিক্ষিকাদের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনে ইসলামী জীবনবোধের বাস্তবায়নে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ও তরুণ সমাজকে নৈতিক অবক্ষয় হতে রক্ষাকল্পে ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ একান্ত জরুরী। তাই মাদ্‌রাসা বোর্ডকে বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপক হারে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কাজকে উৎসাহিত করতে হবে। এবং এ ক্ষেত্রে মঞ্জুরী ও অনুদান প্রসংগে অহেতুক কড়াকড়ি পরোক্ষভাবে সমাজে শিক্ষা সংকোচনের

www.pathagar.com

নামান্তর। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই বেসরকারী উদ্যোগে নতুন নতুন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কাজকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা দরকার।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ দক্ষ শিক্ষক অপরিহার্য। আর প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষকতার দক্ষতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। বিগত ২ শতাব্দীকাল অতিক্রম করার পরও মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের জন্য কোন প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। তাই সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সমস্যার আশু সমাধানের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরী।

যদিও বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড বিষয় ভিত্তিক প্রভাষক, শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যবস্থা রেখেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিষয় ভিত্তিক প্রভাষক নিয়োগ ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে না। একই প্রভাষক বা শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের কাজে ব্যস্ত রাখার কারণে পাঠ দানের জন্য সব বিষয়ের পূর্ব প্রস্তুতি কঠিন হয়ে পড়ে। আর প্রস্তুতি ছাড়া ক্লাশে পাঠ দানে উপস্থিত হওয়া ও আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। একই শিক্ষককে একাধিক বিষয়ে পাঠ দানে রত থাকায় শিক্ষার মান যথাযথভাবে সংরক্ষিত সংরক্ষিত হচ্ছে না। তাই মাদ্‌রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিষয় ভিত্তিক প্রভাষক নিয়োগে অনুমোদন থাকা সত্বেও তাদেরকে পে স্কেল প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর না করার ফল যোগ্যতম শিক্ষকগণ মাদ্‌রাসার প্রভাষক হিসেবে যোগদান করতে উৎসাহবোধ করেন না।

তাই উপরোক্ত সমস্যার প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে আলিম স্তর হতে বিষয় ভিত্তিক প্রভাষক নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মাদ্‌রাসা বোর্ডকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া সত্বেও বিভিন্ন বিভাগের কর্মতৎপরতাকে তরান্বিত করার জন্য যে পরিমাণ জনশক্তি তার তুলনায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য, যার ফলে দূর দূরান্ত হতে আগত সম্মানিত অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদেরকে বর্ণনাতীত দুঃখ কষ্ট ও হয়রানী হজম করতে হয়। মাদ্‌রাসা বোর্ডের সার্বিক কার্যাবলী দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে হলে বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরী।

www.pathagar.com

আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সারাদেশে অসংখ্য স্কুল, কলেজ, গার্লস স্কুল সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু আছে। অথচ ঢাকা, সিলেট ও বগুড়ায় মাত্র ৩টি সরকারী মাদ্‌রাসা রয়েছে। তাই সব জিলা ও উপজিলায় আলিম, ফাজিল, দাখিল ও মহিলা মাদ্‌রাসাকে পর্যায়ক্রমে সরকারীকরণের ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আরও ফলপ্রসু ও কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর করতে হলে অবশ্যই পাঠসূচী ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণে দীর্ঘসূত্রিতা ও পুস্তক প্রকাশের বিলম্বকে দূর করা অপরিহার্য। তাই পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম যথাসম্ভব বাস্তবমূখী এবং শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাঠ্য বই যাতে সুলভে পাওয়া যায় তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে কার্যকর করা হচ্ছে। অথচ মাদ্‌রাসার ইবতেদায়ী স্তরে তা কার্যকর করা হচ্ছে না, যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে। তাই ইবতেদায়ী স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ ব্যবস্থা কার্যকর করা প্রয়োজন।

বিশ্বের উন্নত ও বিকাশশীল দেশসমূহে বিচারকদের পরই শিক্ষকতার পেশাকে সবচেয়ে উঁচুমানের পেশা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বেতন ও সুযোগ সুবিধার দিক থেকে বিচারকদের পরই শিক্ষকরাই সর্বাধিক মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা লাভের অধিকার রাখে। আমাদের দেশে শিক্ষকরা সামান্য বেতনে মহান পেশায় নিয়োজিত থেকে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। শিক্ষকদের মধ্যে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের অনুভূতি ও চেতনাকে চিরজাগ্রত রাখার জন্য এ পেশার মর্যাদা ও সুবিধা বৃদ্ধি করে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধার গগনচুম্বী পার্থক্য ও বৈষম্য দূরীকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। মাদ্‌রাসার সকল স্তরে শিক্ষকদের বেতন, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ঈদ উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা করা দরকার এবং স্তর ভিত্তিক পে-স্কেলের পরিবর্তে ডিগ্রী ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতনক্রম নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বর্তমানে শুধু সরকারী মাদ্‌রাসা সমূহের পদমর্যাদার বিন্যাস, টাইম স্কেল প্রবর্তন, উৎসব বোনাস, পেনশন ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা রয়েছে। অথচ অগণিত বেসরকারী মাদ্‌রাসা শিক্ষকদেরকে এ সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। পে-স্কেল ঘোষণার পর দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাদ্‌রাসা শিক্ষকদেরকে একটি মাত্র ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পদমর্যাদার বিন্যাস সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। সেখানে প্রভাষক, সিনিয়র প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকদের পদে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ মাদ্‌রাসা শিক্ষকগণ একাধারে বিশ-পচিশ বৎসর যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের পরও প্রভাষকই থেকে যাচ্ছেন। তাই মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের পদমর্যাদা উন্নীত করণসহ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর করা প্রয়োজন।

মাদ্‌রাসার ছাত্ররা আজ অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত ও অধিকার বঞ্চিত। সরকারকে সম অধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাদ্‌রাসা ছাত্রদের সমস্যাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য প্রেসিডেন্ট কর্তৃক চ্যান্সেলার পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। অথচ মেধা প্রতিযোগিতায় উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য মাদ্‌রাসার ছাত্রদের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা কার্যকর করা জরুরী। তাই আমরা মাদ্‌রাসার কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা কার্যকর করণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

মাদ্‌রাসা ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের বৃত্তি সংখ্যা কম এবং প্রদত্ত অর্থের পরিমাণও খুবই নগণ্য। মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্ম মর্যাদাবোধ ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বৃত্তির সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল ক্লাশ সমূহকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বি,এ ও এম,এ স্তরের সমমর্যাদা ঘোষণা ও শিক্ষার সকল স্তরে আধুনিক বিষয়াবলীর সংযোজন সত্বেও মাদ্‌রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগ্যতা সম্পন্ন উৎসাহী তরুণদেরকে পদাতিক বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনীর কমিশন র‍্যাংকের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ হতে বঞ্চিত রাখা

www.pathagar.com

হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বিসিএস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অধিকারও তাদের নেই।

আমরা মনে করি আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরকে যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক, বিএ ও এমএ সমমানের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাই মাদ্‌রাসার বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল বিভাগে ও বিসিএস পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কমিশন র‍্যাংক সহ সকল প্রকার প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সাধারণ শিক্ষার ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে রেডিও টেলিভিশনে নির্ধারিত সময়ে পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু মাদ্‌রাসা ছাত্রদের জন্য তা কার্যকর করা হয়নি। যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মাদ্‌রাসার ছাত্রদের জন্য রেডিও টেলিভিশনে পাঠদানের ব্যবস্থা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা উচিৎ।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতি খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং এতে অসদুপায় অবলম্বন করার সুযোগ-সুবিধা ব্যাপক, তাই পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান শিক্ষার সকল স্তরে ব্যাপক নকলের ফলে অযোগ্য ও অসৎ জনশক্তির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমনি করে হোক জাতির আন্তরিকতাপূর্ণ উদ্যোগ ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ জঘন্য অপরাধ প্রতিরোধ করা দরকার। এ ব্যবস্থার ব্যাপকতা সৎ প্রবৃত্তির ছাত্রদেরকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে নকলে উদ্বুদ্ধ করে তাই এ অসদুপায় ও নকলের মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং নকল বন্ধ করার বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে।

মাদ্‌রাসার বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা যায় সঠিক মানের প্রশ্নপত্র প্রণীত হচ্ছে না, অনেক ক্ষেত্রে সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয়। এটি ছাত্রদের জন্য একটি প্রকট সমস্যা তাছাড়া আরবী সাহিত্য ও আরবী ব্যাকরণ– এ দুটি পত্র ছাড়া হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে ব্যকরণ সম্পর্কীয় প্রশ্ন একান্ত অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব। ব্যাকরণ সম্পর্কীয় (নাহু ছরফ) প্রশ্নাবলীর জটিলতা আরবী গদ্য-পদ্য ও নাহু ছরফ বিষয়ের মধ্যেই সীমিত থাকা উচিৎ। কিন্তু

www.pathagar.com

মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুকরণ করে হাদীস ও তাফসীর বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে ব্যাকরণ বিষয়ের নির্দিষ্ট নম্বরের প্রশ্ন সন্নিবেশিত করার পদ্ধতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্রদের জন্য কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই আমরা দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্রদের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

পরিশেষে আমরা বলতে একান্ত দৃঢ়তার সাথে এ অভিমত ব্যক্ত করতে চাই যে, মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমস্যা জর্জরিত অবস্থা সুস্থ জীবনের অন্তরায়। জীবন পথে সমস্যা থাকবে, কিন্তু তা দূর করার প্রচেষ্টা থাকা একান্ত জরুরী। তাই মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্ভূত সমস্যা সমূহের আশু নিরসনের লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের তৌফিক দিন। আমীন!

(১৯৮৩ সালে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত)

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার সংকট ও তার প্রতিকার

বিশ্বের অন্যতম সমস্যা সংকুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনপদ বাংলাদেশ। এদেশের এগার কোটি জনসংখ্যার মধ্যে দশ কোটিরও বেশী মুসলমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য। ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতির চিহ্নিত দুশমন ও বিশ্বাসঘাতক ছাড়া কেউ এ ভূখন্ডে ইসলামী জীবনদর্শন ও ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করতে পারে না। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্যও এদেশে আদর্শের বাস্তবায়ন এবং ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে কোন সুসভ্য ও উন্নত জাতির জীবনে জাতীয় আদর্শ বিরোধী একাধিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে বহু পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান। একদিকে মাদ্‌রাসা শিক্ষা অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা। মাদ্‌রাসা শিক্ষায় আবার আলীয়া মাদ্‌রাসা পদ্ধতি ও কওমী মাদ্‌রাসা পদ্ধতি পাশাপাশি বিরাজমান। এ ছাড়াও রয়েছে বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিক্ষা। মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা নামে দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের গোটা জাতিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নৈতিকতাহীন আধুনিক শিক্ষা চরিত্রহীন ধর্মবিমুখ বস্তুবাদী মানসিকতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী উৎপাদন করছে, অপর দিকে ইসলামী শিক্ষার নামে অপূর্ণাঙ্গ মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবতা বর্জিত জনশক্তি সৃষ্টির কারখানায় পরিণত হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে বাস্তবতার সাথে সমন্বিত করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার কারণে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের শতকরা নব্বই ভাগ নাগরিক মুসলমান। ইসলাম এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বীকৃত আদর্শ। এদেশের মাঠে-ঘাটে, গানের সুরে ও স্বরে, আযানের মর্মস্পর্শী ধ্বনিতে, ভাষা ও সাহিত্যে, শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে ইসলামেরই মর্মবাণী উচ্চারিত হয়। তাই এদেশের উন্নতি, জাতীয় ঐক্য ও

www.pathagar.com

সংহতি একমাত্র ইসলামী মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ইসলামী প্রশাসন পদ্ধতি ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে। ইসলামী মূল্যবোধের বাস্তবায়ন, ইসলামী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনই জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করে জাতীয় জীবনের সকল বিপর্যয় ও অবক্ষয় রোধ করতে পারে। মৎসকুলের জীবন রক্ষার জন্য পানি যেমন অত্যাবশক, বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা সংরক্ষণে ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী প্রশাসন ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক তেমনিভাবে অপরিহার্য।

বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ ইসলাম। আজকের সমস্যা জর্জরিত অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের আবর্তে পতিত এই সংঘাতময় অশান্ত পৃথিবীকে একমাত্র ইসলামই শান্তির অমিয় ধারার সন্ধান দিতে পারে। বিশ্ব সমস্যার সমাধানে শান্তি ও কল্যাণের উৎসধারা ইসলাম। এ কথা আজ অনেকে স্বেচ্ছায়, অনেকে বাধ্য হয়ে আবার অনেকে সরল সহজ জনতাকে ধোকা ও প্রতারণার জালে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে উচ্চারণ করে। কিন্তু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। অনেকে আবার মনে করেন ইসলামী শিক্ষা মানে শুধু সালাত সিয়ামের আহ্কাম দরূদ ও যিকিরের ফজিলাত, মিলাদ ও ক্বিয়ামের কাসীদাহ, বিবাহ, জুমুয়া ও ঈদের খুতবা প্রদান এবং জানাযার সালাত ও কবরের দোয়া ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান লাভ করা দরকার। ইসলামী শিক্ষা জীবন বোধের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইসলামী শিক্ষাকে বুঝতে হলে জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামের মৌল কাঠামে ও দর্শনের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইসলামী শিক্ষাকে নিম্নোক্তরূপে সংজ্ঞায়িত করা যায় ঃ

(ক) জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামী সঠিক ধারণা যে শিক্ষা দ্বারা অর্জন করা যায় তাই ইসলামী শিক্ষা।

(খ) ইসলামী অনুশাসনকে বাস্তব জীবনের সকল স্তরে অনুসরণের ও বাস্তবায়নের জ্ঞান যে শিক্ষা দ্বারা অর্জিত হয় তাই ইসলামী শিক্ষা।

(গ) জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামের ধারণা হচ্ছে, মানব জীবন তিনটি

www.pathagar.com

স্তরে বিভক্ত ঃ (এক) আলমে আরওয়াহ্, (দুই) পার্থিব জগত তথা দুনিয়ার জীবন, (তিন) মৃত্যুর পর আখিরাতে অনন্ত জীবন অর্থাৎ কবর, হাশর, কিয়ামত দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামের জীবন। মানব জীবনের এরূপ বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যে শিক্ষা মানুষকে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ জ্ঞান দান করে তাই ইসলামী শিক্ষা।

(ঘ) মানুষের সমগ্র জীবনধারা ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি মৌলিক সম্পর্কের সাথে জড়িত ঃ (এক) স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক, (দুই) সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্ক, (তিন) মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক। যে শিক্ষা মানুষের এই ত্রিবিধ সম্পর্ককে সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে এবং মানুষকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তাকে ইসলামী শিক্ষা বলে।

(ঙ) এ বিশ্বে দু'টি অধিকারের যথাযথ সংরক্ষণে মানব জীবনের ইহকাল ও পরকালীন মুক্তি ও সাফল্য নির্ভরশীল; তা হচ্ছে ঃ (১) হক্কুল্লাহ ও (২) হক্কুল ইবাদ। যে শিক্ষা হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদের সামগ্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদনের জ্ঞান দান করে তাই ইসলামী শিক্ষা।

(চ) মানুষকে এ জগতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই আল্লাহ খিলাফতের দায়িত্ব পালন সম্পর্কীয় যাবতীয় জ্ঞান যে দ্বারা অর্জিত হয়; তাই ইসলামী শিক্ষা।

(ছ) সৃষ্ট জগতের প্রতিটি বস্তু, প্রাণী, পদার্থ ও শক্তিকে মানব কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই জগতের সবকিছুকেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানব কল্যাণের লক্ষ্যে ব্যবহার করার যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রক্রিয়া যে জ্ঞান দ্বারা অর্জন করা যায় তাই ইসলামী শিক্ষা।

(জ) ইসলামী ইবাদত দুই ভাগে বিভক্ত ঃ (এক) বুনিয়াদি ইবাদত বা মৌলিক ইবাদত, (দুই) ব্যবহারিক জীবনের তথা বাস্তব জীবনের ইবাদত।

মৌলিক এবাদত-এর তাৎপর্য হল ঃ সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যিক্‌র, দোয়া, যাকাত ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড। আর ব্যবহারিক জীবনের ইবাদতের তাৎপর্য ব্যবসা বাণিজ্য, রুজী রোজগার, বিবাহ শাদী, রাষ্ট্র প্রশাসন, বিচার আইন, লেন দেন তথা সমগ্র জীবনকে আল্লাহ ও তদীয় রসূল প্রদত্ত বিধি-বিধান ও নিয়ম পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিচালনা করা। যে প্রক্রিয়া মানব সমাজকে মৌলিক ইবাদত

www.pathagar.com

ও ব্যবহারিক জীবনের ইবাদত সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান দান করে তাই ইসলামী শিক্ষা।

এক কথায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা বস্তু ও আত্মার সমন্বয় সাধন করে নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপসহ ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপলব্ধি করায় তাকে ইসলামী শিক্ষা বলে। ইসলামী শিক্ষা বাংলাদেশের মানুষকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারতো। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে প্রকৃতপক্ষে এদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বৃটিশের দেয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আমরা এখনো অনুসরণ করছি। কিন্তু কেন? আমরা তো এখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক! এদেশের গণমানুষ ইসলামী শিক্ষা চায়। তাই ইসলামী শিক্ষা গণতন্ত্রেরই দাবী। এ দাবীকে পূরণ করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের পথে যে সংকট বাঁধার প্রাচীর হয়ে আছে তার নিরসন আশু প্রয়োজন এবং সেজন্য ইসলামী শিক্ষার সংকট অনুধাবন একান্ত জরুরী। ইসলামী শিক্ষার সংকটকে আমরা নিম্নরূপে চিহ্নিত করতে পারি ঃ

(১) ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ঃ ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের পথে প্রথম ও প্রধান সংকট হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণার অভাব। অনেক পন্ডিত ও চিন্তাবিদের কথা ও লেখা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শিক্ষা মানে সংকীর্ণতা, গোঁড়ামী ও প্রতিক্রিয়াশীলতা। তারা মনে করেন, ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য হল যুগের সাথে সংগতিহীন কতিপয় সেকেলে অন্ধবিশ্বাসী আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান বঞ্চিত জনশক্তি সৃষ্টি করা। তাদের ধারণা, ইসলামী শিক্ষা মানে হল– কিছু হাদীস কোরআন ও ফিকাহ শাস্ত্রের বুলি শিক্ষা করা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন ও পরিচালনার উপযোগী কিছু লোক তৈরী করা। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রযুক্তি, শিল্প সাহিত্য, স্থাপত্য, ভূগোল, সৌর বিজ্ঞান, বাস্তব ও উৎপাদনমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষাও যে, ইসলামী শিক্ষার পরিধি ও আওতাভুক্ত তা অনেকেই জানেন না। অতীতে মুসলিম শাসনামলে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে ইমাম গায্‌যালীর মতো দার্শনিক, ইবনে খালদুনের মতো সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, মুহাম্মদ কুরতুবীর মতো তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রবিদ,

www.pathagar.com

ইবনে হায়সামার মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানী, আবু আলী ইবনে জুযীর মতো পন্ডিত ব্যক্তিগণ কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ইসলামী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত জড়বাদী শিক্ষা দর্শনে শিক্ষাপ্রাপ্ত পন্ডিত বন্ধুগণ যদি ইসলামী শিক্ষা পরিধির উদারতা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি, সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞানের অধিকারী হতেন, তাহলে সম্ভবতঃ তারা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়নের কথা শুনলে এতটা আঁৎকে উঠতেন না ও নাসিকা কুঞ্চিত করতেন না। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকতা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা আজকের সমাজে এর বাস্তবায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক।

(২) স্ববিরোধিতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব ঃ ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকেই জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং জন সমাবেশে অনেক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই স্ববিরোধিতা, কথা ও কাজের অমিল, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাবই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের অন্যতম অন্তরায়।

(৩) যথোপযুক্ত পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব ঃ বর্তমানকালে আমাদের সমাজে সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী গভীর পান্ডিত্যের সংখ্যা খুবই কম। বর্তমান যুগের দাবী পূরণ করার মতো পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার জন্য যোগ্য ব্যক্তি একান্ত বিরল। যেসব ব্যক্তিত্ব এসব কাজে অবদান রাখতে পারতেন তাদেরকেও কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা রাখে না। যার কারণে যথোপযুক্ত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতাও ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধক।

(৪) যথাযথ পরিকল্পনা ও কার্যকর পদক্ষেপের অভাব ঃ ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। পরিকল্পনা যাও বা গৃহীত হয়েছে তা কার্যকর করার বাস্তব ও সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যে কোন মহৎ কাজের সফলতার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই অভাবটি অত্যন্ত প্রকট।

www.pathagar.com

(৫) ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ইসলামী প্রশাসনের অভাব ঃ যে কোন সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে তিনটি ঃ (ক) আইন বিভাগ, (খ) শাসন বিভাগ ও (গ) বিচার বিভাগ। প্রতিটি বিভাগ একই আদর্শের বুনিয়াদে পরিচালিত হলে সেখানে সে আদর্শ প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রেই সম্ভব ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তৌহিদী জনতার বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের সংকটগুলো চিহ্নিত হওয়া দরকার। জাতীয় জীবনের কোন সংকটকেই দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখা উচিত নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে যে সংকটগুলো তুলে ধরা হয়েছে এ ছাড়াও আরও অনেক সংকট খুঁজে পাওয়া যাবে যা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় স্বরূপ। এ নিবন্ধের পরবর্তী অংশে সংকট নিরসনের জন্য কতগুলো প্রস্তাবনা উত্থাপন করছি যেগুলো ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস ঃ

(১) দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্য বিলোপ ঃ ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত নয়। ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। দুনিয়ার যাবতীয় কার্যাবলী আল্লাহর বিধান অনুসারে সম্পন্ন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে দুনিয়া ও আখিরাতের ধারণা বিচ্ছিন্ন নয়; বরং দুনিয়ার কর্মময় জীবনের ফলাফল ও পরিণতিই হচ্ছে আখিরাত। তাই পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সাফল্য ও মুক্তির জন্য সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন একান্ত জরুরী।

(২) বিশেষ স্তর পর্যন্ত সার্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতা মূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ ইসলামই একমাত্র জীবন দর্শন যা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য বিদ্যা শিক্ষাকে ফরজ বলে ঘোষণা করেছে। তাই এ ফরজ আদায়ের সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত ব্যবস্থা সংরক্ষণের লক্ষ্যে স্কুলে ৮ম শ্রেণী ও মাদ্‌রাসায় দাখিল ৮ম পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

(৩) শিক্ষার সকল বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণকে বাস্তবায়িত করণ ঃ সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থ, জীববিদ্যা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান সকল বিষয়াবলীকে ইসলামী দৃষ্টিভংগী ও আকিদা বিশ্বাসের আলোকে অধ্যয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। একজন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকসমূহকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) তুলনামূলক অধ্যয়ন ঃ উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন তুলনামূলক অধ্যয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের তুলনামূলক অধ্যয়ন, ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন এমনিভাবে ধন বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজবাদ, পুঁজিবাদ ও ইসলামের তুলনামূলক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা জরুরী।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় তথা গোটা শিক্ষার পরিবেশকেই ইসলামী জীবনবোধের আলোকে ইসলামী ধাঁচে গড়ে তোলার নিতান্ত প্রয়োজন। দেশে গোটা শিক্ষার পরিবেশকে ইসলামী জীবন দর্শনের একটি জীবন্ত প্রতীক হিসাবে গঠনের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ ইসলামী শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক।

(৬) সহশিক্ষার বিলোপ সাধন ঃ ইসলামী শরীয়াহ এক নির্দিষ্ট বয়সসীমা অতিক্রান্তের পর নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম বয়োঃপ্রাপ্ত নর-নারীর জন্য পর্দাপ্রথা ফরজ করেছে। আজকের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ তথা গোটা শিক্ষাঙ্গনে তরুণ-তরুণীদের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে সহশিক্ষা ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতিগতভাবেই নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক করে দিয়েছেন। তাই মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল, মাদ্‌রাসা, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

(৭) মাতৃভাষা ও আরবী ভাষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান ঃ মাতৃভাষা ছাড়া কোন জাতি স্বীয় আদর্শ ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও জীবনবোধ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। আল্লাহর রসূলও মাতৃভাষার প্রতি গভীর আকর্ষণের আদর্শ দেখিয়েছেন। অপর দিকে ইসলামী জীবন দর্শনের মূল গ্রন্থ আল কোরআন ও সুন্নাহ আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে; তাই আরবী ভাষা জানা ছাড়া ইসলামী জীবন দর্শনকে জানার বিকল্প কোন পথ নেই। তাই শিক্ষার বিশেষ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষা ও আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য খুবই প্রয়োজন।

www.pathagar.com

(৮) তাফসীর হাদিস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ঃ তাফসীর শাস্ত্র, হাদীস শাস্ত্র ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের উপর পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন ইসলামী জ্ঞান সাধনার অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় দিক। তাই উপরোক্ত বিষয়াবলী যথাযথভাবে গুরত্ব সহকারে অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকা ইসলামী শিক্ষার জন্য জরুরী

(৯) শিক্ষার সকর স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঃ শিক্ষার সকল স্তরে মুসলমানদের জন্য ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক ও অমুসলিমদের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

(১০) নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ঃ ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে ইসলামী নৈতিকতা সৃষ্টির উপযোগী পাঠক্রম, পাঠ্যসূচীর ব্যবস্থা গ্রহণ শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের বাস্তব ইসলামী নৈতিকতার অনুশীলন, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীলতা ও বাস্তব জীবনে ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী নৈতিকতার অনুসরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা ইসলামী শিক্ষার অপরিহার্য অংশ। আদর্শ বর্জিত চরিত্রহীন শিক্ষক জাতিকে কিছুই দিতে পারেনা। তাদের গড়া চরিত্রহীন ছাত্র সমাজও জাতিকে কিছুই দিতে পারে না, বরং ধংস ও অবক্ষয়ের অতলে নিমজ্জিত করে।

(১১) বাস্তবধর্মী, উৎপাদনশীল বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঃ যে জাতি তাদের পৃথিবীর জীবনকে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারে, সে জাতির আখিরাতের কল্যাণের চিন্তা নিছক বাতুলতা বৈ আর কিছুই না। ইসলামে অখিরাতের কল্যাণের পূর্বে সর্বপ্রথম দুনিয়ার কল্যাণ কামনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাই ইসলামী শিক্ষা এমন শিক্ষা হতে হবে যা দুনিয়ার জীবনের সকল দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষতা ও নিপুণতা সৃষ্টি করতে সক্ষম। ইসলাম সালাত সিয়াম ইত্যাদি মৌলিক ইবাদতকে যেমনি ফরজ করেছে ঠিক তেমনি হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জনকেও ফরজ বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাই সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল দায়িত্ব পালনের উপযোগী বাস্তবধর্মী ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এমনিভাবে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনকেও ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। তাই জীবনের সকল বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য যোগ্যতার সাথে পালনের জন্য উৎপাদনমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম

www.pathagar.com

করা বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

(১২) একক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত একক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব। তবে আমাদেরকে একক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কেননা মুসলিম শাসনামলে কখনও কোন দেশে একাধিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। তাই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইবতেদায়ী, দাখিল ও আলিম স্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসন মাদ্‌রাসা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে রেখে ফাজিল ও কামিল স্তরের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মঞ্জুরীপ্রাপ্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ অধিবাসী মুসলমান। ইসলামী আদর্শের প্রতি তারা দৃঢ় প্রত্যয়শীল ইসলামী শিক্ষা এদেশের মানুষের বিশ্বাসের প্রফিলন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে ইসলামীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে– দেশের তৌহীদী জনতা এ আশাই পোষণ করে।

(১৯৯৪ সালে প্রকাশিত)

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষা কি এবং কেন

॥ এক ॥

আমরা বাংলাদেশের জনগণ আজ জাতীয় জীবনের এক চরম সংকটময় ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব, নৈতিক অবক্ষয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসন, ইসলামী জীবনবোধ ও মুসলিম জাতিসত্তা বিলুপ্তির চক্রান্ত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মজ্জাগতভাবে পরিণত হয়েছে। আদর্শিক বিভ্রান্তি, ইসলামী শিক্ষার বিলুপ্তিরও সংকোচনের চক্রান্ত, আমাদের স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন এবং চরম হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে।

বাংলাদেশ আজ জাতীয় জীবনে এক চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন। আদর্শিক বিভ্রান্তি, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, অপসংস্কৃতির সয়লাব, শিক্ষাদর্শনে চিরন্তন আদর্শের চেতনার অভাব, প্রান্তিক জড়বাদী শিক্ষাদর্শন, ইসলামী শিক্ষাবন্ধের চক্রান্ত ও সংকোচনের অভিনব কৌশল সমগ্র জাতির চিন্তাশীল মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের নামে শতকরা ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত জনসংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের শহর বন্দর, নগর গ্রামে, বিশ্বাবিদ্যালয়ে, কলেজে, চৌরাস্তায় অসংখ্য মূর্তি স্থাপন করে এ দেশকে মূর্তিপূজারী পৌত্তলিকদের ভূখণ্ডে পরিণত করেছে।

ইসলামী জীবনচেতনায় সাংস্কৃতিক ভিত্তি হচ্ছে, মৌলিক আকীদা বিশ্বাস, তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাতের জবাবদিহিতার চেতনা। ইসলামী সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ, সালাতে, সিয়াম, হজ্ব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মার্জিত আচরণ। ইসলামী জীবনধারার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট হচ্ছে নূর বা জ্যোতি। আগুন হচ্ছে কুফরী সংস্কৃতি ও জাহান্নামী সংস্কৃতির প্রতীক। আজকে জ্যোতি বা নূরের সংস্কৃতির পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী কর্তৃক এ জাতিকে তীব্র কষাঘাতে জাহান্নামী সংস্কৃতি অগ্নির প্রতি ধাবিত করা হচ্ছে। শিখা অনির্বান ও শিখা চিরন্তনের নামে সমগ্র জাতিকে অগ্নিপূজারী জাতিতে পরিণত করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

দীর্ঘ প্রায় দু'যুগ পরে ছলে-বলে-কলে কৌশলে মাথায় কালো হিযাব, হাতে তাসবীহ নিয়ে জাতির কাছে অতীত ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে শতকরা ৩৭ ভাগ ভোট লাভ করে; গোটা জাতির তাদেরকে ম্যান্ডেট প্রদান করার ভুয়া দাবী নিয়ে আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিক্রি করার, দেশের এক দশমাংশকে মানবতার শত্রুদের হাতে তুলে দেয়ার, ট্রানজিটের নামে করিডোরের ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশ ও জাতিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের তাবেদার বানাবার স্থায়ী ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ধর্মীয় শিক্ষা হচ্ছে জাতি গঠনের ও নৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করার একমাত্র কার্যকর ও নির্ভুল পন্থা। আজ শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার অপনোদন, সংকোচন ও ধ্বংস সাধনের নেটওয়ার্ক শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল থেকে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত শুধু নয় বরং অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে চিরতরে বন্ধ করার প্রক্রিয়া কার্যকর করা হচ্ছে।

সরকারী কলেজ ও বেসরকারী কলেজসমূহে ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী শিক্ষার জন্য শূন্য পদে প্রভাষক নিয়াগ মুলতবী করে রাখা হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী কলেজে বিনানুমতিতে ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ খোলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অনুমতি চেয়ে আবেদন করলে অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। দীর্ঘকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহকে কোন প্রকার সতর্কতা ও সংশোধনের সুযোগ না দিয়ে মিথ্যা অজুহাতে বন্ধ করা হচ্ছে।

সাধারণ তহবিলে ৫০ হাজার টাকা না থাকা, সংরক্ষিত তহবিলে ১ লক্ষ টাকা জমা না থাকা, উচ্চতর শ্রেণীসমূহে ১০০ ভাগ ছাত্র না থাকার অজুহাতে অর্ধশত বছর যাবত ইলমে নবুওয়াতের আলো ছড়াচ্ছে, হযরত আল্লামা রুহুল আমীন ও ফুরফুরার আলা হযরত আল্লামা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রহঃ) এর স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সাতক্ষীরা জেলাতেই প্রায় চল্লিশটি মাদ্‌রাসা, গুমানতলী মাদ্‌রাসা, বন্ধকাটি মাদ্‌রাসা, চৌমুহনী মাদ্‌রাসা, দরগাহপুর মাদ্‌রাসা, শ্যামনগর থানা কেন্দ্রীয় মাদ্‌রাসাসহ গোটা দেশে কয়েকশত মাদ্‌রাসা এমনকি কুষ্টিয়া শহরে কুওয়াতুল ইসলাম আলিয়াসহ প্রায় সারাদেশে ২৫২টি মাদ্‌রাসায় শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে উপসচিবের স্বাক্ষরে মঞ্জুরী বাতিল ও সরকারী অংশের বেতন বন্ধের নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের পবিত্র অঙ্গনে শিক্ষামন্ত্রী

www.pathagar.com

অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসাকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সুযোগ-সুবিধা না দিয়ে, ফাজিলকে বিএ-এর সম্মান ঘোষণা না দিয়ে কলেজের সমপরিমাণ শিক্ষার্থী না থাকার অজুহাতে মাদ্‌রাসা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র কার্যকর করেছেন।

ইসলামী শিক্ষা ও মুসলিম জাতিসত্তার বিলুপ্তি ও ধ্বংস সাধন আওয়ামী সরকারের ঐতিহ্য ও মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী সরকারের ইসলাম বিলুপ্তির চক্রান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাম রামপন্থী বিদেশী শক্তির মদদপুষ্ট পত্রপত্রিকা ও বুদ্ধিজীবী নামধারী নাস্তিক মুরতাদ মূর্খজীবী মহল ইন্ধন যোগাচ্ছে। আর এ মহল অহর্নিশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বন্ধ করা ও ইসলামী শিক্ষা সংকোচনের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়ানোর মতো প্রচারে লিপ্ত রয়েছে। এ চিহ্নিত মহল ইসলামী শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা আখ্যায়িত করে এ শিক্ষা বন্ধ ও সংকোচনের ব্যাপারে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করছে।

দেশের অভ্যন্তরে মুষ্টিমেয় গণধিকৃত নাস্তিক মুরতাদ আওয়ামী সরকার ও বৈদেশিক ইসলামী বিদ্বেষী শক্তির মদদপুষ্ট হয়ে ইসলামী শিক্ষা বিলুপ্তির চক্রান্তে সদা লিপ্ত রয়েছে।

তারা ইসলামী শিক্ষাকে কুপমণ্ডুকতা মৌলবাদী সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে।

ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা ঃ ইসলাম মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত চিরন্তন ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণ জীবনবিধান। তাই ইসলামী শিক্ষা বলতে শুধু বুনিয়াদী ইবাদাত ও ব্যক্তি জীবনের গন্ডীতে সীমিত কতিপয় মাসয়ালা মাসায়েল শিক্ষার মধ্যেই সীমিত নয়। মানুষের সামষ্টিক জীবন যতো ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ ইসলামী শিক্ষাও ততো ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ প্রদত্ত অহীভিত্তিক জ্ঞানই। ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উৎস। আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারিত করতে পারি।

জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামী জীবন দর্শনের সঠিক জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা যে শিক্ষা দ্বারা অর্জিত হয় তাই ইসলামী শিক্ষা।

যে শিক্ষা দ্বারা মানুষ আত্মিক জগত, বস্তুগত পরকাল বা আখিরাতের অনন্ত

www.pathagar.com

জীবন ও জগতের সাফল্য এবং যুক্তির সঠিক জ্ঞান যে শিক্ষা দ্বারা লাভ করা যায় তাই ইসলামী শিক্ষা।

মানুষের সমগ্র জীবন তিনটি স্তরে বিভক্ত। (১) মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক, (২) মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক (৩) মানুষের সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক। যে জ্ঞান ও প্রক্রিয়া এ ত্রিবিধ সম্পর্কের সুষ্ঠু সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা, ভারসাম্য ও সমন্বয় সংরক্ষণের সঠিক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দান করে তাই ইসলামী শিক্ষা।

মানুষকে এ পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে সৃষ্টি করা, আল্লাহর খলিফা হিসেবে সঠিক দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদনের প্রকৃত জ্ঞান যে শিক্ষা ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাভ করা যায় তাই ইসলামী শিক্ষা।

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা একমাত্র তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যে জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের পুরিপূর্ণ জীবনধারাকে আল্লাহর গোলামী ও দাসত্বের বুনিয়াদে পরিচালনা করা শিক্ষাও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে তাই ইসলামী শিক্ষা।

এক সঙ্গে যে শিক্ষা ও প্রক্রিয়া জড় ও আত্মার সমন্বয়সাধন করে সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মানবকল্যাণের জন্য নিমিত্তে ব্যবহারের উপযোগী দেহ ও আত্মার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে উপলব্ধি ও বাস্তাবায়নের সঠিক প্রক্রিয়া ও জ্ঞানদান করে, তাই ইসলামী শিক্ষা।

ইসলামী শিক্ষার পরিধি ঃ ইসলাম যেহেতু একটি পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি তাই মানবজীবনের সকল শাখার জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। ইমান, আকীদা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, মার্জিত আচরণ, নীতি নৈতিকতা, ইবাদাত, বন্দেগী, তাওহীদ, রিসালাত, কুফর, শিরক, কৃষ্টি, সভ্যতা, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, বিবাহ শাদী, সৌজন্য শালীনতা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাষ্ট্রদর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রশাসন, শিষ্টাচার, মানবাধিকার, নারীর অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, গণতন্ত্র, আইন বিচার, শাসন সকল কিছুই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ মানবজাতির বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চেতনার সাথে সাথে পার্থিব জীবন আচরণ, বস্তু ও আত্মার সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে নির্ভুল

www.pathagar.com

পন্থা ও প্রক্রিয়া দান করেছেন। নবীগণও কুটির শিল্প, পাত্র শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, বস্ত্র শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে পারদর্শী ছিলেন। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী শিক্ষা কাঠামো ঃ (ক) ইসলাম জড় ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিসত্তাকেই মানুষ মনে করে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মাকে রূহ বলে, আর আত্মা বিবর্জিত দেহকে লাশ বলে। তাই ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য, দেহ ও আত্মার যথার্থ গুরুত্ব প্রদান ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর মূল দর্শন হিসেবে গৃহীত হবে।

(খ) মানব সমাজে ব্যক্তি ও সমষ্টির অধিকার ও স্বার্থের সংরক্ষণ এবং ব্যক্তি সমাজের সুবিচার ভিত্তিক সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিদ্যমান থাকা দ্বিতীয় শর্ত।

(গ) চিন্তা, বিশ্বাস, প্রত্যয় ও কর্ম ও বাস্তব জীবনের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। চাহিদা, উৎপাদন, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশসাধন ও স্ফুরণ, আল্লাহমুখী, কল্যাণধর্মী, আদর্শবাদী, সংবেদনশীল, মানবদরদী জনশক্তি সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) আত্মসচেতন, দায়িত্বশীল, কর্তব্য আচরণ, জবাবদিহিমূলক কর্তব্য পরায়ণ, ব্যক্তিসত্তার সার্বিক উন্নয়ন সার্বজনীন কল্যাণমুখী মানবতার মূর্ত প্রতীক, তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাসী নৈতিক শক্তিকে বলীয়ান বিশ্বাস ও কর্মের বাস্তব মিল ও সমন্বয় সাধনের উপযোগী জনগোষ্ঠী সৃষ্ট ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্যের বিলুপ্তি সাধন করে ধর্ম ও বাস্তব জীবনকে একই বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(চ) এ শিক্ষার সকল বিভাগে সকল সকল শাস্ত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য প্রদান ও ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পুনর্গঠন ও ইসলামী চেতনার প্রভাব সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ, বিজ্ঞান, ভূগোল, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ধন বিজ্ঞান, সমাজ

www.pathagar.com

বিজ্ঞান নীতি বিজ্ঞান সকল বিষয়ে ইসলামী মূল্যবোধ শিক্ষা ও তুলনামূলক অধ্যয়ণের ব্যবস্থা ইসলামী শিক্ষা কাঠামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

॥ দুই ॥

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

* জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল ধারণা ও জ্ঞান অর্জন ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

* জড় ও আত্মার সঠিক সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে যমীনে আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি।

* ব্যক্তি প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ সাধন সামষ্টিক জীবনধারাকে আল কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মুতাবিক পরিচালনার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন।

* সৃষ্টি জগতের সকল বস্তু, প্রাণী, পদার্থ প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহারের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

* বস্তুত মানুষের পার্থিব ও পরকালীন জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি কল্যাণ ও সাফল্যের লক্ষ্যে বাস্তবধর্মী উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও বিশ্ব প্রকৃতির সকল সৃষ্টিকে মানব কল্যাণের লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালনার সার্বিক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ইসলামী অনুশাসন মুতাবিক পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপযোগী সমাজ গঠন।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, সামাজিক জীবনধারা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সকল কিছুকেই ইসলামের বুনিয়াদে পরিচালিত করার উপযোগী নেতা ও কর্মী বাহিনী সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য। সর্বোপরি ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীক, ঈমান ও নৈতিক শক্তিতে বলিয়ান জনশক্তি সৃষ্টি করা ও নিরক্ষরতা ও জাহেলিয়াতের অভিশাপমুক্ত সমাজ গঠন।

ইসলামী শিক্ষার সূচনা ঃ ইসলাম ছয়শ' দশ ঈসায়ী সালে কুরআনুল কারীম নাযিলের মাধ্যমেই শুরু হয়নি। ইসলাম চিরন্তন শাশ্বত জীবন পদ্ধতি। আল্লাহর অহী ইসলামী শিক্ষার নির্ভুল উৎস। অগণিত অসংখ্য নবী ও রাসূলের

www.pathagar.com

ভিন্ন ভিন্ন দ্বীনও ধর্ম ছিলো না সকল নবী ও রাসূলের দ্বীন ছিল এক ও অভিন্ন, আদম আলাইহিস সালামের যুগ হতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত সকলের দ্বীনই ইসলাম।

ইসলামের সূচনালগ্ন হতে আজ পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বলতে শুধু আনুষ্ঠানিক জীবনের কতিপয় আচার-অনুষ্ঠান ও মৌলিক ইবাদাতের পদ্ধতি শিক্ষাকেই ইসলামী শিক্ষা বলা হয়নি। বরং মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান, সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য অহীভিত্তিক সামষ্টিক জ্ঞান লাভই ইসলামী শিক্ষার অন্তর্গত। মানব সূচনালগ্ন হতেই মাদ্‌রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার সূত্রাপাত ঘটেছে এ ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রথম শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ও প্রথম ছাত্র হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম।

সকল নবী ও রাসূলগণ আল্লাহতায়ালার প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থী ও সকলের শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধু নবী ও রাসূলদেরকে ঈমান ও আকিদাই শিক্ষা দেননি বরং বস্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষাও দিয়েছেন। হযরত আদম আলাইহিস সালামকে শুধু তাওহীদ রিসালাতের জ্ঞান দেননি, তাকে ছোট ডেকচি বড় ডেকচি পাত্র, কলস, থালা-বাটি, আটা-গম, আনারস-আপেল, বেদানা ফুটি, তরমুজ, রসুন, পেঁয়াজ, হলুদ-মরিচ, কিসমিস, আনার, আঙ্গুর, আম-জাম, কাঁঠাল, লিচু, আতা, আদা, গোলমরিচ, সকল কিছুর বস্তুগত জ্ঞানও শিক্ষা দিয়েছেন। মহান উস্তাদ আল্লাহর শেখানো ইলমের ভিত্তিতে বস্তুগত জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় আদমের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেই ফেরেশ্‌তাকুল আদম আলাইহিস সালামকে সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য হয়েছিলেন।

সাইয়েদুল মুরসালিন খাতিমুন নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নব্যুয়াত যুগে মক্কী জিন্দেগীতে হযরত আরকাম (রাঃ)– এর বাড়ী ছিলো সর্বপ্রথম মাদ্‌রাসা। হিজরাতের পর মসজিদে নববীই ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা। ৭ম ঈসায়ী শতাব্দী থেকে শুরু করে মুসলিম শাসনের সকল স্তরে মসজিদই মুসলমানের শিক্ষাকেন্দ্র ও মাদ্‌রাসা ছিলো। নবুওয়াতের যুগ, খিলাফাতে রাশিদার যুগ, উমাইয়া, আব্বাসিয়া, ফাতিমিয়া, মূর, উসমানিয়া, এমনকি দিল্লী সালতানাত, ঘোরী, তুঘলক, খালজী ও মোগল আমল পর্যন্ত মসজিদভিত্তিক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিলো।

www.pathagar.com

মুসলিম শাসনের সকল যুগেই শিশু, কিশোর, নারী-পুরুষ সকলের জন্য শিক্ষার সমান গুরুত্ব প্রদান করা হতো। মুসলিম শাসনের সকল স্তরেই মসজিদভিত্তিক মাদ্‌রাসা ও স্বতন্ত্র শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রক্রিয়া চালু ছিলো। মুসলমানদের পরিচালিত সকল শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তাফসীর, হাদীস, সাহিত্য, কলা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রাষ্ট্র দর্শন, তর্কশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থ, উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, অংক সকল শাস্ত্র অধ্যয়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর ছিলো। এমনকি বিদেশী ভাষা শিক্ষা, অনুবাদ শিক্ষা, স্থাপত্য, কলা, সংস্কৃতি ও সংগীত মাদ্‌রাসাসমূহের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিলো।

আব্বাসীয় যুগে হযরত আবদুল কাদির জিলানীর (রহঃ) অর্ধশতাধিক সন্তান ছিলো। তার সন্তানদের মধ্যে নারী-পুরুষ সকলেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। এমনকি তারা বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

উমাইয়া আমলে তদানীন্তন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো দামেস্ক। আব্বাসীয় যুগে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের পীঠ ছিলো বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। আব্বাসীয় যুগে বিশ্বের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান গবেষণাগার ছিলো খলিফা আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা। স্পেনের মূর শাসনামলে ইউরোপের ক্ষুদ্রতম এলাকা স্পেনেই ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৬০ সহস্রাধিক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিলো। মূর শাসকরাই ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলেছিলেন। তদানীন্তন বিশ্বে স্পেনের কর্ডোভা ও গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো সমগ্র বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। ফাতিমী খলিফা আল মুঈযের সেনাপতি জওহর মিসরের রাজধানী ফুসতাত নগর অধিকার করে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। জামে আল আযহার নামে এ মসজিদে ৯৭২ ঈসায়ী সাল থেকে অদ্যাবধি গড়ে উঠেছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম প্রসিদ্ধ বিদ্যানিকেতন আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এটি ছিলো সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬১ সালে মিসরের ফিরাউনদের মানস সন্তান জামাল আবদুন নাসের এ প্রতিষ্ঠানটিকে ধর্মনিরপক্ষবাদী শিক্ষাকেন্দ্র পরিণত করেন।

মুসলিম বিশ্বের শাসকগোষ্ঠী মুসলমান জনগণের চিন্তা-চেতনা ও

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ নিলেও একমাত্র তুরস্ক ছাড়া আর কোথাও তারা তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়কে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও ইসলামী ঐতিহ্য ও চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা আজও সম্ভব হয়নি। ইনশাআল্লাহ অনাগত ভবিষ্যতেও তা সম্ভব হবে না।

উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ঃ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনালগ্ন হতেই মুসলিম শাসকগণ মসজিদভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রর্বতন করেন। মুসলমানদের প্রতিটি মসজিদকে কেন্দ্র করেই একটি মাদ্‌রাসা পরিচালিত হতো। তবে অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সীমিত ছিলো। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও মসজিদভিত্তিক ছিলো। তবে পাঠ্যক্রম বর্ষপুঞ্জি ও শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তে গ্রন্থের নামভিত্তিক পরিচালিত হতো। বর্তমান দারসে নিযামী মাদরাসাসমূহে এখনও এ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

পরবর্তী পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে এবং সর্বপ্রথম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় মুলতানে।

এরপর দিল্লী, লাক্ষ্ণৌ, ঢাকার সোনারগাঁয়ে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বড় বড় মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে রিয়াসাতে রামপুর, সাহারানপুর, দেওবন্দ, জৌনপুর, কলকাতাসহ সমগ্র উপমহাদেশে এ শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। এ সকল মাদ্‌রাসায় হাদীস-তাফসীর উসুল, ফিকহ ছাড়াও দর্শন, ভূগোল, ইতিহাসসহ আধুনিক বিষয়াদি পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিলো।

১৭৮১ সালে উপমহাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষার একটি নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটে। দিল্লীর প্রখ্যাত রাহিমিয়া মাদ্‌রাসার আদলে মোল্লা মজদুদ্দীন (রহঃ) ওরফে মোল্লা মদন কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তী পর্যায়ে এটিকে সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসার মর্যাদা দান করেন। পরে ইংরেজ সরকার তদানীন্তন আসামের সিলেটে আরেকটি সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর কোলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর জিয়াউল হকসহ কয়েকজনের প্রচেষ্টায় তা ঢাকার ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা ও সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসার

www.pathagar.com

পর বগুড়ায় আরেকটি সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা-উত্তর তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে মাদ্‌রাসা আলিয়ার পাঠ্যসূচী অনুসারে তিনটি সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা ছাড়া আরো বহু সরকার অনুমোদিত ও বোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরিপ্রাপ্ত অসংখ্য মাদ্‌রাসা গড়ে ওঠে। এবং ১৯১৫ সালে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে আল্লামা আবু নসর ওয়াহিদ মাদ্‌রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বিত করে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে এটি জনপ্রিয়তাও লাভ করে। ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত এ নিউ স্কীম মাদ্‌রাসা হতে শিক্ষালাভ করে অনেক বড় বড় মনীষী প্রতিভার স্বাক্ষর ও শিক্ষা বিস্তারে অমর অবদান রেখেছেন।

পাকিস্তানী আমলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ঃ পাকিস্তান আমলে আলিয়া নেছাবে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহের মানোন্নয়নের ও সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে বহুবার উদ্যোগ নেয়া হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মদ্রোহী ও সমাজতন্ত্রের নামে নাস্তিক-মুরতাদের চক্রান্তের ফলে সকল উদ্যোগই পূর্ণ সাফল্যের মনযিলে উপনীত হতে পারেনি।

১৯৫২ সালে আকরাম খান কর্মশালা গঠিত হয়। কিন্তু এ কমিশন অনেক কল্যাণধর্মী সুপারিশ করা সত্বেও ইংরেজদের পোষা আমলাদের চক্রান্তের ফলে তাও কার্যকর করার কোনো শক্তিশালী উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

॥ তিন ॥

ইসলামী শিক্ষা সংকোচন নীতি

১৯৫৪ এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের পরই আওয়ামী লীগ ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র শুরু করে।

১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের শাসসুল হক মাওলানা ভাসানীসহ কতিপয় নেতার উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জের হাফিজ ইলিয়াসের বাসভবনে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে এ দলটির উৎপত্তি ঘটে। নির্বাচনের পরই ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক সংলগ্ন ইসলামিক কলেজের নাম পরিবর্তন করে নজরুল ইসলাম কলেজ রাখা হয়। কিছুদিন পরে নজরুল ইসলামের ইসলাম শব্দ বর্জন করে শুধু কবি নজরুল

www.pathagar.com

কলেজ রাখা হয়। পাকিস্তান আমলের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হতে মুসলিম শব্দ অপসারিত করা হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম হতে কুরআনুল করীমের আয়াত অপসারিত করা হয়। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক মুসলিম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে হলকেও বিশেষ গোষ্ঠীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শুদ্ধ করা হয়।

আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে দল গঠনের পর ১৯৫৫ সালে জানুয়ারী মাসে সদরঘাট সিনেমা হলের কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে সংশোধিত হয়ে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে। আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের ছত্রছায়ায় ১৯৫৪-এর নির্বাচনের পর ১৯৫৫ সালে এক কলমের খোঁচায় তদানীন্তন পাকিস্তানের সকল নিউ স্কীম মাদ্‌রাসার বিলুপ্তি সাধন করে। অথচ পশ্চিমবাংলায় নিউ স্কীম ও আলিয়া মাদ্‌রাসা অদ্যাবধি দুটোই বামপন্থী সরকার আসলেও চালু রয়েছে।

আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা বন্ধ করে একে আস্তাবল বানাবার হুমকি দেন। ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত ৭ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে অসার বলে তা বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ পেশ করে। দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্যের হাতে ১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সামিরক শাসন ঘোষণা করেন। সামরিক সরকার এসএম শরীফকে চেয়ারম্যান করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

কমিটি মুদ্রিত তথ্য সংগ্রহ পত্র বিতরণ করে জনমত সংগ্রহ করে ১৯৬০ সালে মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিক বিষয়াদি সন্নিবেশিত করে সাধারণ শিক্ষার সমন্বিত করার সুপারিশ করা হয়েছিলো। আংশিকভাবে উক্ত কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ কার্যকর করা হলেও সার্বিকভাবে তা কার্যকর করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৬৯ সালে নূর খান কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৭০ সালে রিপোর্ট দাখিল করেন। এ সুপারিশে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি পুনর্গঠন ও প্রণয়নের সুপারিশ করা সত্বেও প্রশাসনে ঘাঁপটি মেরে বসে থাকা ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজবাদী দুষ্টগ্রহের চক্রান্তে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শিতা, তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানীদের প্রতি

www.pathagar.com

বিমাতাসুলভ আচরণ, স্ববিরোধিতা ও মুনাফেকীর ফলে ১৯৭১-এ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও লাখো মানুষের তপ্ত তাজারক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরক্ষণেই ভারতীয় ও রুশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বলয়ে জনগণের ঈমান-আকীদা বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের জন্য নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। সংবিধান প্রণয়নের জন্য কোনো পরিষদ নির্বাচন ছাড়া ৭২-এর সংবিধান রচিত হয়। ১৯৭২-এর দশই জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন ও দিল্লী হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তার তরুণ চার ইয়ার মাদ্‌রাসা বন্ধের আবদার করে। অবশেষে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও আবদুর রশিদ তর্কবাগীশে ও শিক্ষাবিদ আবুল ফযল এর চাপের মুখে শেখ মুজিব নিজেই আলিয়া মাদ্‌রাসায় সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে মাদ্‌রাসা উদ্বোধন করেন। পরিশেষে রুশ ভারতীয় গভীর চাপের মুখে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই অভিশপ্ত কুফরী মতবাদ সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতির ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশন গঠনের ফলে দেশের জনগণের ঈমান-আকীদা-বিশ্বাস, প্রত্যয়, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, জীবনাদর্শের প্রতি কোন গুরুত্বই আরোপ করা হয়নি। এমনকি আওয়ামী বলয়ের প্রভাবশালী নেতা মুক্তি সংগ্রামে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, আবদুস সামাদ আজাদ, কথাশিল্পী বুদ্ধিজীবী আবুল ফযল, সৈয়দ আলী আহসান, মীযানুর রহমান চৌধুরীর মতো বুদ্ধিজীবীদেরকেও এ কমিশনের সদস্য মনোনীত করা হয়নি।

কমিশন গঠনের পর এর ১ম অধিবেশন ১৯৭২-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান উদ্বোধনী ভাষণে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ভিত্তিক সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে ২/১ জন ধর্মাবিশ্বাসী আমলা ব্যতিরেকে বাকী সবাই ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিক্যবাদী। এদের মগজ ধোলাই ও মটিভেশনের লক্ষ্যে পুরো কমিশনই ১৯৭৩-এর জানুয়ারী মাসে ভারত সফর

www.pathagar.com

করে ভারতীয় মুরুব্বীদের দ্বারা কমিশনের মূলনীতিসমূহ প্রণয়ন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৪ সালের ৮ই জুন অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। গোটা দেশবাসী জগদ্দল পাথরের মতো দলীয় একনায়কত্বের শিকলে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সৎ সাহসের পরিচয় দিয়ে নির্ভীকভাবে এ সুপারিশের বিরোধিতা করে শতকরা ৮১ জন ধর্ম ও নৈতিকতাভিত্তিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের সুপারিশ করেন। এতদসত্ত্বেও কমিশন দেশবাসীর ঈমান-আকীদা, প্রত্যাশা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিরোধী সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে ১৯৭৪-এর ৩০শে জুন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে।

এ রিপোর্ট প্রণয়নের পরও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দোর্দন্ড প্রতাপে ১৯৭৫-এর ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু শিক্ষা কমিশনের সকল সুপারিশের সাথে তিনি নিজে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি বিধায় কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করেননি। এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও এ ধর্মদ্রোহী সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন নির্দেশ প্রদান করেননি।

১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফরের নেতৃত্বে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। এ সময় মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা, বেসরকারী মাদ্‌রাসা স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও বেতন কাঠামো তৈরীর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তার কিছু কার্যকর করা হয়।

১৯৮২ সালে ২৪ শে মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক শাসন ঘোষণা করেন।

১৯৮৩ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে মজিদ খান শিক্ষানীতি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সুপারিশক্রমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।

কমিটি উচ্চশিক্ষার স্তরে সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে অধ্যয়নের জন্য নির্ধারিত করে।

আওয়ামী লীগ প্রায় দু'যুগ পর ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে

www.pathagar.com

সাথে কৌশল ও চাতুর্যের সাথে ইসলামী শিক্ষা সংকোচন ও বন্ধের নীতি গ্রহণ করে।

মাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার মান নির্ধারণে ১০০ নম্বরের স্থলে ৫০ নম্বর নির্ধারণের নোটিশ জারি করে পরে প্রবল বিরোধিতার মুখে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

নতুন মঞ্জুরীপ্রাপ্ত সকল মাদ্‌রসার সরকারী অংশের বেতন দান ও এমপিও মুলতবী করা হয়।

সরকারী ও বেসরকারী সকল কলেজে ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামিক স্টাডিজ এর শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ ও নতুন পদ সৃষ্টি স্থগিত রাখে।

কলেজে বিনা অনুমতিতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলা বন্ধ রাখে। কেউ অনুমতি চাইলে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফাইলে বন্ধ হয়ে থাকে।

অতি সম্প্রতি দেশের কয়েক শত মাদ্‌রাসার মঞ্জুরী প্রত্যাহার ও সরকারী অংশের বেতন বন্ধের নির্দেশ প্রেরণ করা হয়।

সম্প্রতি অঘোষিতভাবে সরকারী ও বেসরকারী সকল কলেজে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এবং ইসলামিক স্টাডিজে নতুন প্রভাষক নিয়োগ ও শূন্যপদে নিয়োগ এবং এ দুটি বিষয়ে ছাত্রভর্তি বন্ধ করা হয়েছে।

মিথ্যা অজুহাতে মাদ্‌রাসার মঞ্জুরী বাতিল ও বেতন দান বন্ধের লিখিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট মাদ্‌রাসায় প্রেরণের পর ধর্মদ্রোহী শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় সংসদে বন্ধ ও বাতিল নয় বরং স্থগিত করেছেন বলে অসত্য তথ্য পরিবেশন করেন।

তার সাম্প্রতিক বিভিন্ন জনসমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বহুদিন থেকে প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা সমূহকে ভুয়া মাদ্‌রাসা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ এসব মাদ্‌রাসা মঞ্জুরী ও বেতন প্রাপ্তির সুত্রে প্রতিবেদন ডেপুটি কমিশনার থানা নির্বাহী অফিসার থানা শিক্ষা কর্মকর্তা জিলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাদ্‌রাসা কমিটি ও গভর্নিং বডির অস্থায়ীরনামার ভিত্তিতে বেতন গ্রহণ করে না শিক্ষামন্ত্রীকে গোটা দেশকে ভুয়ো মনে করে না তিনি তার প্রশাসনকে ভূয়া মনে করেন ও তিনি এ সকল শিক্ষকের ব্যাংকে ছবি ও স্বাক্ষরসহ আলাদা আলাদা নামে বেতন প্রাপ্তির এ ব্যবস্থাকে ভুয়া মনে করেন। প্রতিটি মাদ্‌রাসা মঞ্জুরী প্রাপ্তির পূর্বে শুধু প্রাথমিক

www.pathagar.com

পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি পেয়ে থাকে। তার পর কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। অতঃপর শিক্ষকদের ফটো, সার্টিফিকেট সমূহের সত্যায়িত অনুলিপি বেনবেইসে ও শিক্ষা ভবনে দাখিল করা হয়। মাদ্‌রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও মহাপরিচালকের দফতর প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের ব্যাস্তবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠান মঞ্জুরী লাভ করে এবং শিক্ষকদের বেতন স্কেল পান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– শিক্ষামন্ত্রী কি মাদ্‌রাসা বোর্ড, থানা প্রশাসন, জিলা প্রশাসন, শিক্ষামন্ত্রণালয় সবকিছুই ভুয়া মনে করেন?

সর্বশেষ পর্যায়ে ইসলাম বিদ্বেষী আমলাতন্ত্রের ধজাধারী শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কতিপয় বানোয়াট শর্তের ভিত্তিতে ২৫২টি মাদ্‌রাসার মঞ্জুরী প্রত্যাহার ও সরকারী অংশের বেতন বাতিলের যে নির্দেশ প্রেরণ করেছেন তাতে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে জমা না থাকা, গ্রন্থাগারে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ মওজুদ না থাকা ও প্রতিক্লাসে ১০০ শিক্ষার্থী না থাকার অজুহাতে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে।

আমাদের প্রশ্ন মাদ্‌রাসাসমূহে বিপুল সংখ্যক ছাত্র না থাকার প্রতিবন্ধকতা তো শিক্ষা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে রেখেছে। ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসাসমূহকে কেন প্রাথমিক শিক্ষার সমমর্যাদায় বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে না? কেন বিনা মূল্যে পাঠ্য বই ও শিক্ষালোকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে না?

ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসাকে প্রাথমিক শিক্ষার মত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা কেন প্রদান করা হচ্ছে না?

এ সকল অপব্যবস্থাকে বিদ্যমান রেখে মাদ্‌রাসার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার অজুহাতে মাদ্‌রাসা বন্ধের পদক্ষেপ ইসলামী শিক্ষাবন্ধের একটি অপকৌশল ও চক্রান্ত নয় কি?

যে সকল অজুহাতে মাদ্‌রাসা বন্ধ করা হচ্ছে– মাদ্‌রাসা ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এ সকল অপকৌশল বন্ধ করে একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে যদি মাদ্‌রাসাসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হতো তাহলে সে সকল মাদ্‌রাসা বন্ধ করার সরকারী পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত বলে বিবেচিত হতো।

www.pathagar.com

॥ চার ॥

উপসংহারে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার বিলুপ্তির চক্রান্তে লিপ্ত সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ইসলামের চিহ্নিত শত্রুদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, ইলমে নবুয়াতের প্রদীপকে নির্বাপিত করার এ চক্রান্ত কোনোদিনই সফল হবে না। যারা ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত; যারা ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; সেদিন বেশী দূরে নয় তারাই ইন্‌শাআল্লাহ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলে ইসলামী শিক্ষা সংকোচন ও অনন্তকাল হতে ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্য যারা অর্ধাহারে-অনাহারে থেকে সংরক্ষিত রেখেছে, মাদ্‌রাসা শিক্ষা বন্ধ করার এ চক্রান্ত যে কোনো ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে প্রতিহত করে ইসলামী শিক্ষার এ ধারাকে অবশ্যই অব্যাহত রাখবে।

সরকার যদি বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য রাম ও বামপন্থীদের তল্পীবহন করে ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্‌রাসাকে বন্ধ ও সংকোচিত করার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অর্থ বরাদ্দ হ্রাস করে তবে এর হিসার কড়ায়গন্ডায় তাদেরকে দিতে হবে। এবং এদেশের জাগ্রত জনতার হাতে তাদেরকে মুসলিম লীগের মতো পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। এ চক্রান্তকে প্রতিরোধের জন্য আমরা সরকার ও জনগণের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করছি ঃ

১। অবিলম্বে ধর্মনৈতিকতা, বিজ্ঞান প্রযুক্তির সমন্বয়ে জাতীয় আদর্শ ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে উৎপাদনমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে গোটা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আস্থাভাজন বিশ্ববিদ্যালয়ে আস্তিক শিক্ষাবিদ ও দেশের সর্বজন নন্দিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শক্তিশালী জাতীয় কমিশন গঠন করা হোক।

২। কুদ্‌রাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও ১৯৯৭ শিক্ষা কমিটির সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মরিপেক্ষতা ভিত্তিক সুপারিশসমূহ বাতিল ঘোষণ করা হোক।

৩। নিঃশর্তভাবে সম্প্রতি প্রেরিত মাদ্‌রাসাসমূহে মঞ্জুরী ও বেতন বাতিলের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হোক এবং অবিলম্বে ১৯৯৯-এর মে থেকে বন্ধ শিক্ষক M.P.O প্রেরণ করে শিক্ষকদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

www.pathagar.com

জাতীয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ, আরবী, ইসলামের ইতিহাস, উর্দু ও ফার্সীকে নিয়ে স্বতন্ত্র অনুষদ গঠন করা হোক। এ অনুষদ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক করা হোক।

৫। শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক।

৬। মাদ্‌রাসার ফাযিল ও কামিল স্তরকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের জন্য নির্মাণাধীন (গাজীপুর) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ মঞ্জুরী ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রদান করা হোক। অথবা মুসলিম ঐতিহ্যের অতীত গৌরবের অধিকারী, সোনারগাঁওয়ে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার নিয়ন্ত্রণে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

৭। ফাযিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও এমএ-এর মর্যাদা প্রদান করে প্রতিরক্ষা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ সকল প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণের অধিকার প্রদান করা হোক।

৮। সরকার ও বেসরকারী সকল কলেজে ইসলামিক স্টাডিজসহ ইসলামী অনুষদ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হোক।

৯। সকল সরকারী-বেসরকারী কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী শূন্য পদে প্রভাষক নিয়োগ করা হোক এবং সকল কলেজে এ শাখা খোলার অবাধ অনুমতি প্রদান করা হোক।

১০। গোটা দেশে কমপক্ষে ৫০টি সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা ও প্রতি জেলা কেন্দ্র ও সেনানিবাসসমূহে একটি করে সরকারী ফাযিল মাদ্‌রাসা এবং প্রতি থানায় একটি সরকারী দাখিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা হোক।

১১। ফাযিল স্তরে অনার্স পদ্ধতি প্রবর্তন করা হোক।

১২। প্রতিটি মাদ্‌রাসায় বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক সকল বিভাগ খোলার ব্যবস্থা করা হোক এবং প্রতি বিভাগে কম্পিউটার কোর্স চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

১৩। নৈতিক অবক্ষয় হতে তরুণ শিক্ষার্থীদের রক্ষা করার লক্ষ্যে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা মেডিকেল কলেজ, মহিলা

www.pathagar.com

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

১৪। দারসে নিযামী মাদ্‌রাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করে দারসে নিযামী মাদ্‌রাসা বোর্ডকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন ও এ পদ্ধতিকে জাতীয় শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত করা হোক। ভিত্তিহীন অজুহাতে যে সকল নিরীহ শিক্ষক মাদ্‌রাসা ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মুক্তি প্রদান করা হোক।

১৫। মাদ্‌রাসা শিক্ষার ধ্বংস সাধনে লিপ্ত ইসলাম বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষামন্ত্রীকে অবিলম্বে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হতে অব্যাহিত প্রদান করা হোক। জাতীয় সংসদে অসত্য তথ্য পরিবেশনের জন্য মিথ্যাবাদী শিক্ষামন্ত্রীর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

১৬। সকল এবতেদায়ী মাদ্‌রাসাকে প্রাথমিক শিক্ষার সমমান ঘোষণা করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সকল সুযোগ-সুবিধা এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানে কার্যকর করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

১৭। সকল মসজিদকে কেন্দ্র করে মসজিদভিত্তিক এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা হোক।

১৮। মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের মধ্যে হতে অবসর গ্রহণকারী যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের মধ্য হতে জাতীয় অধ্যাপক মর্যাদা প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর করা হোক।

১৯। সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমন্ডলীকে সরকারী বেসরকারী বৈষম্যের ব্যবধান ঘুচিয়ে সমান সুযোগ, গ্র্যাচুইটি, পেনশন, এলপিআর, উৎসব বোনাস, মেডিকেল ও হাউজরেন্টের ব্যবস্থা কার্যকর করা হোক।

২০। অবিলম্বে মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করে দ্রুত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করা হোক।

২১। রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা ও বরিশালে আরও চারটি মাদ্‌রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হোক।

২২। মাদ্‌রাসা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ডাইরেকটারিয়েট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

২৩। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাদ্‌রাসা

www.pathagar.com

শিক্ষকদের এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

২৪। ফাযিল ও কামিল স্তরের সকল মাদ্‌রাসায় এনসিসি ও দাখিল মাদ্‌রাসায় স্কাউট প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হোক।

২৫। গোটা দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি, দেশে উপআনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫ সালের মধ্যে ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

২৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রশাসনের অভ্যন্তরে বিদ্যমান সকল নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহীকে অপসারিত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

২৭। রেডিও-টেলিভিশন ও জাতীয় সংবাদপত্রসমূহকে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ও শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক।

২৮। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক।

২৯। বাজেটে মাদ্‌রাসা শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হোক।

৩০। ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসাসমূহ সরকারী করা হোক।

www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যবোধ ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ

প্রাথমিক কথা

শিক্ষা কি ?

মানুষের জীবন বোধ চেতনা, বিশ্বাস, পার্থিব জীবন পরিচালনা, নৈতিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা, সামষ্টিক জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য জ্ঞান অর্জন করার নামই শিক্ষা। যে শিক্ষা মানুষের জড় জীবনের প্রয়োজন পূরণের সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনা তা আদৌ শিক্ষা নয়। অজানাকে জানার নামই শিক্ষা।

* মানুষের জীবন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয়।

* প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে জানার নাম শিক্ষা।

* শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার।

* শিক্ষাই মানব সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষতার উৎস।

ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার সংজ্ঞা ঃ

১. জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা ভিত্তিক জ্ঞান দ্বারা যা অর্জন করা যায়, তাই ইসলামী শিক্ষা।

২. ইসলামের আলোকে মানব জীবনের মৌলিক স্তর তিনটি ঃ (ক) আলমে আরওয়াহ (খ) আলমে দুনিয়া ও (গ) আলমে আখিরাত। যে জ্ঞান দ্বারা জীবনের তিনটি স্তরের সঠিক পরিচয়, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং পরিণতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তাই ইসলামী শিক্ষা।

৩. মানুষের সমগ্র জীবনধারা তিনটি সম্পর্কের সাথেই সম্পৃক্ত, (ক) আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক (খ) মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং (গ) সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্ক।

যে জ্ঞান দ্বারা জীবন ও জগতের এ তিনটি বিষয় সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে জানা যায়, তাই ইসলামী শিক্ষা।

www.pathagar.com

মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা। আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমেই খিলাফতের মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করা যায়। আল্লাহর ইবাদত দুটো অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে আদায় করা যায়। (১) হক্কুল্লাহ ও (২) হক্কুল ইবাদ। যে জ্ঞান ও প্রক্রিয়া দ্বারা মানুষ হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ যথাযথভাবে সম্পন্ন করে, খিলাফতের মহান দায়িত্ব আদায়ের জ্ঞান অর্জন করে, তাই ইসলামী শিক্ষা।

মূল্যবোধ কি?

যে অন্তর্নিহিত অনুভূতি চেতনা, বিশ্বাস ও প্রত্যয় জীবন এবং জগত সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি ও ধারণা মানুষের সামষ্টিক জীবনধারাকে নীতি নৈতিকতা, কর্ম ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকেই আমরা মূল্যবোধ হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি।

ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার গুরুত্ব ঃ

১. জ্ঞান ও শিক্ষা নিয়ে মানুষের ইহজগতে আগমন।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا– (সূরা বাকারাহ ঃ ৩১)

২. জ্ঞানী আর মূর্খ সমান নয়।

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ–

৩. জ্ঞানী তথা শিক্ষিতের মর্যাদাই সকলের উর্ধে।

وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

এক কথায় যে, মানুষের জীবন ও জগত, বিশ্বাস ও প্রত্যয়, বস্তু, আত্মা, ধর্ম, নৈতিকতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সমন্বিত করে, অহী ভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে উপলব্ধি করা ও বাস্তব জীবন অনুশীলনের সঠিক পদ্ধতি ও সমগ্র সৃষ্টি কুলকে মানব কল্যাণের নিমিত্তে ব্যবহারের সঠিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, তাই ইসলামী শিক্ষা।

ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ ঃ

ক) জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত নয়, আমাদের জাতীয় আদর্শ ইসলাম।

খ) জীবন ও জগত সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস।

www.pathagar.com

গ) ধর্ম ও নৈতিকতা বর্জিত শিক্ষা।

ঘ) পরস্পর বিরোধী শিক্ষা পদ্ধতি।

ঙ) সহশিক্ষার অভিশাপ।

চ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা।

ছ) নাস্তিক মুরতাদ শিক্ষকদের পরিচালিত শিক্ষা।

জ) সরকারী বেসরকারী বৈষম্য।

ঝ) কর্মমুখী উৎপাদনশীল শিক্ষার অভাব।

ঞ) দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষা ও বিষয়াবলীর আধিক্য।

ট) অপূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা পদ্ধতি।

ঠ) সন্ত্রাস ও সেশন জট।

ড) আখিরাতের জবাবদিহিতা মূলক শিক্ষার অভাব ।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ ঃ

১. ইসলামকে জাতীয় শিক্ষা দর্শনের বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ, আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষানীতি অহী ভিত্তিক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জীবনমুখী শিক্ষার সমন্বয় সাধন।

২. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর একক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

৩. শিক্ষার সকল স্তরে নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ।

৪. সহশিক্ষার বিলোপ সাধন।

৫. মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়ন।

৬. ভ্রান্ত পরীক্ষা পদ্ধতির বিলোপ সাধন ও অসদুপায় বন্ধকরণ।

৭. আখিরাতের জবাবদিহীতা মুলক শিক্ষার প্রবর্তন।

৮. আদর্শ চরিত্রবান শিক্ষক নিযুক্তি।

৯. মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।

১০. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা আলীয়া মাদ্‌রাসা ও মহিলা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১১. সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা অন্ততঃ প্রতি জিলায় একটি করে।

১২. ব্যাপকভাবে সরকারী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা।

১৩. সেশনজট ও সন্ত্রাস দূরীকরণ।

১৪. জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্রসমূহকে শিক্ষাবিস্তারে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ।

www.pathagar.com

আদর্শ আলিম হওয়ার উপায়

মানব সমাজে আলিম বা জ্ঞানীদের মর্যাদাই সকলের উর্ধ্বে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে– "জ্ঞানীদের মর্যাদাই সমুন্নত" কোরআনে হাকীমে আরো ইরশাদ হয়েছে– ''আলিমরাই প্রকৃত খোদভীরু" কোরআনে আরো উল্লেখ হয়েছে– আলিম আর মূর্খ কি কখনো সমান হতে পারে? কুরআন আরো ঘোষণা করে "আলিমরাই প্রকৃত প্রজ্ঞাবান"। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, কুরআনের শিক্ষা ও নিদর্শনাবলী একমাত্র আলিমগণই উপলব্ধি করতে পারেন।

রাসূলে কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন– একজন দরবেশের উপর একজন আলিমের মর্যাদা তেমনি, পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা সকল তারকারাজির উপর যেমনি। আল্লাহর রাসূল (সা) আরো বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীর উপর আমার মর্যাদা যেরূপ ঠিক একজন দরবেশের উপর একজন আলিমের মর্যাদা তদ্রূপ।"

মানবসৃষ্টির সূচনা লগ্নে ফেরেশতা ও আদমের মধ্যে জ্ঞান প্রতিযোগিতায় হযরত আদম (আ) এর জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কারণেই ফেরেশতাকুল তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হয়েছে।

একদা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, একদল লোক মসজিদের এক প্রান্তে বসে যিকর ও দোয়ায় মশগুল রয়েছেন। অপর একদল লোক অপর প্রান্তে নিজেরা ইলম শিখছিলেন এবং অপরকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাদেরকে দেখে মহানবী (সা) বলেছেন– এরা উভয়েই ভাল কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এদের একদলের উপর অপর দলের মর্যাদা অনেক বেশী। এদের মধ্যে যারা যিকর ও দোয়ায় মশগুল রয়েছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের দোয়া কবুল করতে পারেন অথবা নাও করতে পারেন। আর এদের মধ্যে যারা ইলম চর্চায় লিপ্ত, তারা অধিক উত্তম। একথা বলে রাসূল (সা) জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত ব্যক্তিদের আসরে বসে পড়লেন। আর বললেন– "আমি মুয়াল্লিমরূপে প্রেরিত হয়েছি।"

কুরআনে হাকীমে ইরশাদ হচ্ছে– "মুমিনদের উপর আল্লাহ তায়ালার

www.pathagar.com

সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের (হিদায়াতের) জন্য তাদের মধ্য হতেই এমন একজনকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেছেন। তাদেরকে (সামষ্টিক জীবনকে) পবিত্র ও বিশুদ্ধ (তাযকিয়াহ) করেছেন। তাদেরকে কিতাব (কুরআন) ও বিজ্ঞান, (হিকমাহ) শিক্ষা দিয়েছেন। যদিও এর পূর্বে তারা ছিল (নিরেট মূর্খ) গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত।

কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের পর হযরত ইব্রাহীম (আ) কৃত দোয়ার মধ্যে খলিলুল্লাহ হযরত ইব্রাহীম (আ) উল্লেখ করেছিলেন, "হে আল্লাহ আমার বংশে এমন এক রাসূল প্রেরণ কর যিনি সমকালীন লোকদেরকে তোমার আয়াত শুনাবে, তাদেরকে তাযকিয়াহ (মার্জিত, বিশুদ্ধ ও পবিত্র) করবে এবং তাদেরকে তোমার কিতাব শিক্ষা দিবে।

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের অন্যতম দায়িত্ব ও মর্যাদা, সমাজ সংস্কারক ও মুয়াল্লিম হিসেবে তার কার্য সম্পাদনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রিয়নবী হযরত (সা) আরো বলেছেন– "আমার পরে তোমাদের মধ্যে কি সর্বাধিক ধনী ও দানশীল হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত থাকে, জ্ঞান বিতরণ করে।"

বিশ্বনবী (সা) আরো বলেছেন, রাতের একটি মুহূর্ত ইলম চর্চায় লিপ্ত থাকা হাজার বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আরেকটি হাদীসে বলেছেন, রাতের এক মুহূর্ত ইলম চর্চায় লিপ্ত থাকা ষাট বছরের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

রাহমাতুল্লীল আলামীন (সা) আরো ইরশাদ করেছেন– তোমাদের মধ্যে আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ ও পুনর্জীবিত করার প্রত্যাশা নিয়ে জ্ঞান চর্চারত অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে।

অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে– তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও পুনরুজ্জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের মধ্যে এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে জান্নাতে একমাত্র নবুয়াতের মর্যাদা ব্যতিরেকে আর কোন পার্থক্য থাকবেনা।

কুরআনে হাকীমে ইরশাদ হচ্ছে– "তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে

www.pathagar.com

দ্বীনের গভীর পাণ্ডিত্য, ব্যুৎপত্তি ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন একদল আলিম থাকা অপরিহার্য।"

সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, খাতিমুন্নাবিয়্যীন (সা) ইরশাদ করেন- "একজন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী প্রজ্ঞাসম্পন্ন আলিম শয়তানের মোকাবিলায় একহাজার দরবেশের চেয়েও অধিক শক্তিমান।

অপর হাদীসে প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেন, "একজন উঁচু আলিমের মৃত্যু একটি জাহানের ধ্বংসতুল্য।" আরেকটি হাদীসে হুজুর (সা) ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আলিমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে এ দ্বীনকে উঠিয়ে নিবেন।"

আল্লাহর রাসূল আরো বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী আর আম্বিয়ায়ে কিরাম ধন সম্পদের উত্তরাধিকার রেখে যাননা, বরং তারা ইলমে নুবুওয়াতেরই মিরাস রেখে যান।"

অপর একটি হাদীসে রয়েছে- "কিয়ামতের দিবসে শহীদ, দানশীল ও হাজী বিভিন্ন স্তরের লোকেরা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন ফযীলত সম্পর্কীয় দলিল উত্থাপন করে সকলের আগে বেহেশতে প্রবেশের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, "তোমাদের শহীদ, গাজী ও হাজী এবং দানশীলতার ফায়দা ও ফযীলত সম্পর্কে জ্ঞান কাদের মাধ্যমে অর্জন করেছো? তার জবাবে তারা সমস্বরে বলবে- আলিমদের নিকট হতে তা জানতে পেরেছি। তখন তাদেরকে বলা হবে, তাহলে তোমরাই স্বীকৃতি দিলে আলিমরাই তোমাদের উস্তাদ। তাদের আগে কি তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? অতঃপর নবী রাসূলদের পরেই সর্বপ্রথম আলিমদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার প্রদান করা হবে।

অপর এক হাদীসে সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) বলেছেন- "তোমাদের মধ্যে দুটো শ্রেণী যদি ভাল হয়, তবে গোটা সমাজ ভাল হবে। আর দুটো শ্রেণী যদি খারাপ হয়, তাহলে গোটা সমাজ খারাপ হয়ে যাবে। আর এ দুটো সমাজ হচ্ছে আলিম ও শাসকগোষ্ঠী।"

অপর হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা) ইরশাদ করছেন- "সমাজের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে (হাক্কানী) আলেমগণ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে (বেআমল) আলেম শ্রেণী।"

www.pathagar.com

কুরআনে হাকীমের এবং হাদীসে রাসূল (সা) এর উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে সন্দেহাতীতভাবে এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী জীবনাদর্শে ইলমের গুরুত্ব ও আলিমদের মর্যাদাই সমধিক। মানব সভ্যতার বিকাশ, উন্মেষ, সমাজের কল্যাণজনক বিপ্লব সাধনে হাক্কানী আলেমদের ভূমিকা ও অবদানই সবচেয়ে বেশি।

জ্ঞান বিস্তার, সমাজ সংস্কার, নৈতিক বিপ্লব, চারিত্রিক উৎকর্ষ, আধ্যাত্মিক ও আত্মিক বিশুদ্ধি, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুগে যুগে প্রকৃত আলিমরাই নেতৃত্ব প্রদান করেছেন ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

আজকের বস্তুবাদী আল্লাদ্রোহী, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ মতবাদ-বিভ্রান্ত বিশ্বে ইসলামের বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে পারে সত্যিকার আলিমদের সচেতন ভূমিকা ও ঐক্য।

আলিমরাই হচ্ছেন ইলমে নবুওয়াতের প্রকৃত ওয়ারিশ। যুগে যুগে শির্ক, বিদয়াত, কুফরী, নাফরমানীর কুয়াশা যখন দ্বীনের প্রদীপ্ত আলোকে আচ্ছাদিত করে তুলেছে, তখন ইলমে নবুয়াতের ওয়ারিশ প্রকৃত আলিম মুজাহিদগণই দ্বীনের আলোক পুনরায় প্রজ্বলিত করেছেন। খিলাফতে রাশেদার যুগের পরেও এমনি ধরনের আলিমগণই তাজদীদের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। উমাইয়া, আব্বাসী যুগ থেকে বর্তমান বস্তুবাদ, প্রযুক্তি ও সন্ত্রাসের যুগেও প্রকৃত আলিমগণই ইসলামের ইলমকে ও দ্বীনকে চির জাগ্রত ও পুনপ্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান ও অবিস্মরণীয় ভূমিকা ও অবদান রেখে গিয়েছেন।

হযরত উমার ইবনে আবদুল আজীজ থেকে শুরু করে ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম শাফী (রহ), আবু দাউদ (রহ), আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ), তিরমিযী (রহ), নাসায়ী (রহ), ইবনে মাযাহ (রহ), হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ), ইমাম গাজ্জালী (রহ), মুজ্জাদ্দেদে আলফেসানী (রহ), সাইয়্যেদ আহমদ সেরহিন্দী (রহ), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ), শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ), শাহ আবদুল আজীজ (রহ), শাহ আবদুল হক (রহ), মাওলানা কিরামত আলী জৈনপুরী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা (রহ), মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহ), মাওলানা মুফতী শফী (রহ), মাওলানা

www.pathagar.com

ইহতেশামুল হক থানভী (রহ), মাওলানা দাউদ গজনবী (রহ), মাওলানা ইদ্রিস কান্দুলভী (রহ), মাওলানা শিব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ), মাওলানা সোলায়মান নদভী (রহ), মাওলানা আবদুর রহীম (রহ) মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ), মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রহ), মাওলানা আবুবকর ছিদ্দিকী (রহ), মাওলানা নেসার উদ্দীন বাকেরগঞ্জী, (রহ) মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রহ) প্রমুখ আলিমগণই দ্বীনের চেরাগকে প্রজ্বলিত রাখার প্রচেষ্টায় আজীবন সংগ্রাম সাধনায় লিপ্ত ছিলেন।

বর্তমান সময়ে আমাদের ইসলাম-দুশমনদের অব্যাহত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দ্বীনের ইলম, দ্বীনের কালিমাকে বুলন্দ তথা ইসলামী জীবন বিধানকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দ্বীনের সঠিক পতাকাবাহী আলিম সমাজকে অবশ্যই তাদের মহান দায়িত্ব পালনে সচেতন ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ প্রচেষ্টাকে চিরন্তন করে রাখার লক্ষ্যে দ্বীনের গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ব্যুৎপত্তি ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন একদল হাক্কানী আলিম তথা আদর্শ আলিম সৃষ্টির কার্যকর ও সকল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রকৃত আদর্শ ও উত্তম আলিম ছাড়া, ইসলামী জ্ঞান চর্চা, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ ও আদর্শ মুসলিম সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। আমরা– এ পর্যায়ে আদর্শ আলিম সৃষ্টির তথা উত্তম আলিম কি উপায়ে হওয়া যায়, তার কতিপয় রূপরেখা ও পরামর্শ উপস্থাপন করছি।

অবশ্য সত্যাশ্রয়ী, হকপন্থী আদর্শ আলিম হওয়ার জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীকে কি ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এ সম্পর্কে বিশ্বনন্দিত ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিক কবি শেখ সাদী সিরাজী (রহ) তাঁর রচিত কবিতায় খুব সুন্দর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন –

"ইলমে রা হারগিয নায়াবী তানা বাশী শশ খিসাল
হিরসে কুতাহ, ফাহমে কামিল, জাময়ি খাতির, কুল্লেহাল,
খিদমতে উস্তাদ রায়াদ, হাম সবক খানি মুদাম,
লাফয রা তাহকীকে কুন্ তা শাভী মরদে কামাল।

www.pathagar.com

অর্থাৎ ঃ তুমি ছয়টি বৈশিষ্ট্য অর্জন করা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে ইলমের অধিকারী হতে পারনা, আদর্শ আলিম হওয়ার জন্য অবশ্যই তোমাকে ৬টি গুণ অর্জন করতে হবে।

(১) পার্থিব স্বার্থ ও লোভকে সংবরণ করতে হবে।

(২) অধ্যয়নের পুরো দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য অর্জনে ভালভাবে বুঝার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

(৩) গভীর মনোযোগ, নিষ্ঠা ও অধ্যয়নে একাগ্রচিত্ত হতে হবে।

(৪) উস্তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে তার খিদমত করতে হবে।

(৫) সহশিক্ষার্থীদের সাথে পাঠচর্চা করতে হবে।

(৬) এবং প্রতিটি শব্দের প্রকৃত অর্থ, তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ জানতে হবে।

তাহলে প্রকৃত জ্ঞানী পণ্ডিত তথা আদর্শ আলিম হওয়া যাবে।

অতএব আমরা প্রকৃত হক্কানী আলিম তথা আদর্শ আলিম হওয়ার যথার্থ নীতিমালাকে গ্রহণ করে আদর্শ আলিম হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারি। আলোচ্য রূপরেখা প্রকৃতপক্ষে কুরআন, হাদীস, ইসলামী দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের উপস্থাপিত উপদেশাবলী হতেই আমরা নিম্নে সংক্ষিপ্ত ও সুবিন্যস্তভাবে পেশ করছি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ

আদর্শ আলিম তথা উত্তম আলিম হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।

ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ইসলামী জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টায় ব্রতী হতে হবে। আদর্শ ও উন্নতমানের আলিম হওয়ার জন্য ইলমে দ্বীনের সঠিক গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ আত্মসচেতন হতে হবে। মতবাদ বিভ্রান্ত বিশ্বে ইসলামী জীবনাদর্শের আলোকে বাস্তব ক্ষেত্রে তাদেরকে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলামী জীবন পদ্ধতির ব্যাপকতা ও ইসলামী জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

সর্বোপরি ইলমে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে বিশ্বের সকল বাতিল

www.pathagar.com

মতাদর্শের মুকাবিলায় আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় লিপ্ত থেকে আল্লাহর রেজামান্দ হাসিলকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

(২) আদর্শ আলিম হওয়ার জন্য ইলমে দ্বীনের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ইলমে দ্বীনকে একমাত্র নির্ভুল জ্ঞান ও নূর হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ইলমে দ্বীনের চাদরের এক প্রান্ত রাসূলে পাকের (সা) পবিত্র রওযায় অপর প্রান্ত শিক্ষার্থীর হাতে। তাই রাসূলের প্রকৃত মহব্বত অন্তরে পোষণ করে অহী ভিত্তিক দ্বীনের ইলমকে মৃত্যুঞ্জয়ী আবেহায়াত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ইলমে নবুওয়াতের এ ঝর্ণাধারা কখনও শুষ্ক হবেনা, এ জ্যোতি কখনও নিষ্প্রভ হবেনা। এ বাগিচা কখনও বিরান হবেন– এ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত হওয়াই আদর্শ আলিম হওয়ার অন্যতম উপায়।

(৩) আদর্শ আলিম হওয়ার জন্য ইলমে দ্বীনের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পঠিতব্য বিষয়ে গভীর মনোযোগী, একাগ্রচিত্ত ও একনিষ্ঠ হতে হবে। শুধু ডিগ্রী বা সনদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে নয় প্রকৃত জ্ঞান-অর্জনের উদ্দেশ্যেই তাকে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে।

(৪) আদর্শ আলিম হওয়ার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ী হতে হবে।

(৫) পঠিতব্য বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য, ব্যুৎপত্তি অর্জন ও বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হবে।

(৬) স্বার্থপরতা, লোভ পরিত্যাগ করে ত্যাগ ও কুরবানীর চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতে হবে।

(৭) ইলমে দ্বীনের মূল উৎস পারদর্শিতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(৮) গবেষণামূলক অধ্যয়নের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, অধ্যয়ন ও গবেষণা পরিধিকে বিস্তীর্ণ করতে হবে।

(৯) স্বীয় মেধা ও প্রতিভার অহমিকা ও গর্বমুক্ত বিনয়ী ও অহংকার মুক্ত নিরলস জীবন যাপনের অধিকারী হতে হবে।

www.pathagar.com

(১০) আরবী ভাষার উপর দক্ষতা ও পরিপক্কতা অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে।

(১১) আদর্শ আলিম হতে হলে শুধু ইসলামী বিষয়াবলীর জ্ঞানার্জনই যথেষ্ট নয় বরং জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, সংস্কার ও সন্দেহবাদ, প্রান্তিক জড়বাদ, পৌত্তলিকতা, শির্কবাদ, বিবর্তনবাদ ইত্যাদি আধুনিক জাহেলিয়াত সম্পর্কেও সুস্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

(১২) আদর্শ আলিম হওয়ার জন্য আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে যুগ জিজ্ঞাসার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার মতো জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। সকল বিভ্রান্তি দূরীকরণে যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত গ্রহণযোগ্য উত্তর প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। যুগের চাহিদা পূরণ ও যুগোপযোগী নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

প্রাচ্যের বিভ্রান্ত ও পাশ্চাত্যের অভিশপ্ত দার্শনিক, মুক্তবুদ্ধির দাবীদার হীনমন্যতার মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত ইসলামী মূল্যবোধ পরিবর্তনের উদ্যোগী মুসলিম নামধারী মোহাচ্ছন্ন, বিভ্রান্ত দার্শনিকদের সকল বিভ্রান্তির অপনোদন ও সংশয় সন্দেহের অমানিশাকে দূরীভূত করে ঈমানের সজীবতা ও প্রত্যয়ের দীপ্ত প্রভায় হৃদয়রাজ্যকে উদ্ভাসিত করে তোলার মতো জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

(১৩) সত্যের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নির্ভীক, দুঃসাহসী ও সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। যুগে যুগে হকপন্থী আলিমগণ সত্যনিষ্ঠা ও সত্য প্রচারের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র গাফলতি বা কসুর ও দুর্বলতা প্রদর্শন করেননি।

(১৪) আদর্শ আলিম হতে হলে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চরিত্র গঠন করতে হবে, শরীয়াতের পূর্ণ অনুগত হতে হবে। কথা ও কাজের মিল, বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয় সাধন করতে হবে। চরিত্রহীন ও শরীয়তের অবাধ্য, নাফরমান ব্যক্তি কখনও আদর্শ ও খাঁটি আলিম হতে পারে না। কেননা ইলম হচ্ছে আল্লাহর নূর আর নাফরমান ব্যক্তি কখনও আল্লাহর নূরের অধিকারী হতে পারবেনা।

(১৫) আদর্শ আলিম হতে হলে সহপাঠীদের সাথে জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত হতে হবে।

(১৬) আদর্শ আলিম হতে হলে হীনমন্যতার ব্যাধিমুক্ত হতে হবে এবং আত্মমর্যাদা ও আত্মচেতনার বলে বলীয়ান হতে হবে।

www.pathagar.com

(১৭) জ্ঞান সাধনা ও অধ্যয়নকে অবশ্যই ইবাদত ও পুণ্যের কাজ বলে বিশ্বাস করতে হবে।

(১৮) উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল উস্তাদের খিদমাত ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

(১৯) মাতৃভাষার উপর দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

(২০) সুস্পষ্ট উচ্চারণ সুবিন্যস্ত উপস্থাপনা ও আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গীর অধিকারী হতে হবে।

(২১) আদর্শ আলিম হতে হলে উদার ও মুক্তমনের অধিকারী হতে হবে। মুসলিম উম্মাহর অনৈক্য, ভাঙ্গন ও ফাসাদ সৃষ্টির পরিবর্তে অবশ্যই তাকে ঐক্য সংহতি ও মিলন সৃষ্টির জন্য উদ্যোগী হতে হবে।

(১৯৯৫ সালে ছাত্র সংবাদে প্রকাশিত)

www.pathagar.com

শিক্ষানীতি ২০০০ এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

প্রাথমিক কথা ঃ

শিক্ষাই সুসভ্য, উন্নত, মার্জিত, আদর্শ জাতি গঠনের সবচেয়ে বড় উপাদান। বাস্তবধর্মী সমাজ জীবনের সকল স্তরের জ্ঞানদান উপযোগী ধর্ম, নৈতিকতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমন্বিত জাতীয় আদর্শ ভিত্তিক একটি সুষম শিক্ষানীতি একটি কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে।

উপমহাদেশে মুসলমানগণ ১৯০৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীর দীর্ঘ সংগ্রামের পর মুসলিম জাতিসত্তার বিলুপ্তির চক্রান্তকে ব্যর্থ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে নিয়ে ইসলামী জীবনবোধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট, শবে কদরের মুবারক রাতে প্রতিষ্ঠিত করে পাকিস্তান।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২৫ বছরের মধ্যে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি, ইসলামী শাসন ও একটি সৎচরিত্রবান প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় চরমভাবে ব্যর্থ হন। বরং তারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অধিকারের উপর নির্লজ্জভাবে হস্তক্ষেপ করেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাদানে গড়িমসি ও পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের জনগণ বিক্ষুব্ধ হলে প্রতিবাদ ও প্রতিশোধের দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়। ভারত মূলতঃ উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির ঐক্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য আগে থেকে ওৎ পেতে ছিল। ভারত মাতাকে দ্বি-খণ্ডিত করে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, এ প্রত্যাশা তারা কখনও পোষণ করেনি।

পাকিস্তানীদের শোষণ জুলুম নির্যাতনের অজুহাতে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে সিকিম ভুটান নেপালের মতো করদ রাজ্যে পরিণত করে পূর্বাঞ্চলকে তাদের করতলদগত রাখার মানসে ভারত ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সহায়তা দান করে।

অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারত-রাশিয়ার সহযোগিতায় লালসবুজ পতাকা উত্তোলন করে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

১৯৪৭ সালে যদি এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা না পেতো, তা হলে

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হতো না। পৃথিবীর দশ ভাগের এক ভাগ মুসলমান বাংলাদেশে বসবাস করে। বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। আযানের সুরে সুরে এখানকার মানুষের ঘুম ভাংগে। এখনকার প্রতিটি মহল্লার মসজিদের মিনার ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রাধান্য প্রমাণ করে। এ জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, আচরণ ইসলামী মূল্যবোধের গৌরবময় স্মৃতি বহন করে। এ জাতির শিক্ষা দর্শনকে ইসলামী শিক্ষা দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চিন্তা যারা করে তারা মুসলিম উম্মাহর দুশমন। তারা বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর নাস্তিক ও মুরতাদ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামই শিক্ষা নয়। সার্বজনীন শিক্ষার নামে নৈতিকতা বিরোধী শংকর দর্শনের ভিত্তিতে, নিছক জড়বাদকে ভিত্তি করে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন যারা জাতির উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায় তারা ইসলামী ও মুসলিম উম্মাহর দুশমন।

জড় ও আত্মার সমন্বয়ে ধর্ম, নৈতিকতা, বাস্তব জীবনধর্মী, উৎপাদনমুখী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বিত, ইসলামী জীবনবোধ ইসলামী সংস্কৃতি ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বাংলাদেশী হিসাবে যে সংস্কৃতি ও জীবন আচরণ ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সকল চেতনার ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ করে– তাই হচ্ছে আমাদের শিক্ষানীতি।

যে শিক্ষা আমাদের শিশু কিশোর ও যুবশক্তিকে আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তুলবে, সেটিই হচ্ছে আমাদের শিক্ষানীতি। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর হতে বিজাতীয় মানসিক গোলামীলিপ্ত কতিপয় বুদ্ধিজীবী নামধারী মূর্খজীবীরা ও শিক্ষাবিদ নামধারী কুশিক্ষিত নাস্তিক মুরতাদরা সার্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতির ধূয়া তুলে বিদেশী নাস্তিক মুরতাদ বাম ও রামপন্থীদের প্ররোচনায় ধর্মদ্রোহী শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। এ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফলশ্রুতিই হচ্ছে '৭৪ এর কুদরাত-ই খুদা শিক্ষানীতি। '৯৬-এর আওয়ামী সন্ত্রাসবাদী ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৯৭-এর শামসুল হক শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ও ১৯৯৮-এর শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ কমিটি ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০।

www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ এর প্রেক্ষাপট

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষানীতি ঃ

১৯৭১ ডিসেম্বর উপনিবেশবাদমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব লাভের পর পাকিস্তানী কারাগারে আটক বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারী লন্ডন ও দিল্লী হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই মুজিবুর রহমান অধিকাংশ বামপন্থী নাস্তিক মুরতাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী সদস্য নিয়ে কুদরাত-ই-খুদাকে প্রধান হিসাবে নিয়োজিত করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২-এর ২৬শে সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন।

এ উদ্বোধনের পর ভারতীয় প্রভুদের পরামর্শক্রমে ধর্মনিরপেক্ষতার কুফরী মতবাদ ও অভিশপ্ত সমাজবাদের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশনের সকল সদস্যই ১৯৭৩-এর জানুয়ারী মাসে দীর্ঘ ১ মাস কাল দিল্লীসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে বিপুল অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন মূলনীতি সংগ্রহ করেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রীদের দেওয়া মূলনীতির ভিত্তিতেই শিক্ষা কমিশন ১৯৭৩ এর ৮ই জুন অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট দাখিল করেন।

গোটা দেশব্যাপী একদলীয় স্বৈর শাসনের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে দেশের অগণিত শিক্ষাবিদ পণ্ডিত উলামা ও শিক্ষিত নাগরিকবৃন্দ দেশ ও জনগণের আদর্শ, ঐতিহ্য, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও স্বার্থবিরোধী কমিশন রিপোর্টের কঠোর সমলোচনা ও গঠনমূলক পর্যালোচনা করেন। কমিটি সকল পরামর্শকে উপেক্ষা করে ১৯৭৪ সালের ৩০শে মে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মদ্রোহিতা ও সমাজবাদের নামে নাস্তিকতা ও সাবর্জনীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতার নামে ধর্ম ও নৈতিকতা বিরোধী ৫৮৮ পৃষ্ঠাব্যাপী কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষানীতির চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের পরও

www.pathagar.com

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ই আগস্ট ৭৫ পর্যন্ত দোর্দন্ড প্রতাপে ক্ষমতাসীন থাকার পরও বাস্তবতা বিবর্জিত ও এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আকিদা বিশ্বাস ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের বিরোধী হওয়ার কারণে এর বাস্তবায়নের কোন নির্দেশ প্রদান ও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত এটি হিমাগারে সংরক্ষিত থাকে।

অবশেষে ছলে বলে কৌশলে জাতির কাছে 'অতীত কার্যকলাপের জন্য ভুলত্রুটি ক্ষমা চাই, নৌকা মার্কায় ভোট চাই শ্লোগান দিয়ে মাথায় কালো নিকাব ও তাসবীহ হাতে নিয়ে ধার্মিকতার ভান করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বদৌলতে বিদেশী কূটনৈতিক চক্রান্ত, এনজিও চক্রান্ত ও ভোট কারচুপির মাধ্যমে ১৯৯৬ এর ২৩ শে জুলাই ভারতের মানসিক গোলামীর সেবাদাস আওয়ামী শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হয়। মুসলিম জাতি সত্তা ইসলামী মূল্যবোধের বিলুপ্তির চক্রান্তকারী আওয়ামী শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই ১৪ই জানুয়ারী ১৯৯৭ আবারও হিমাগারে রক্ষিত কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-৯৭ গঠন করেন।

তদানীন্তন শিক্ষার সহিত আবদুল্লাহ হারুন স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় ৩০ শে এপ্রিল ৯৭ এর কমিটিকে রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এ রিপোর্ট পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর জাতীয় শিক্ষানীতিকে বাস্তবতার আলোক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রণয়নের জন্য অর্ধ শতাধিক শিক্ষা সংস্কৃতি ও গবেষণা ধর্ম প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা হতে লিখিত স্বাক্ষর প্রণয়ন করে পরামর্শ প্রদান করে। শামসুল হক শিক্ষা কমিশন এ সকল পরামর্শের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সমগ্র শিক্ষানীতি বিচার বিশ্লেষণ করে একটি গ্রহণযোগ্য রিপোর্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকারের নিকট বর্ধিত সময় কামনা করেন। আও ও ১৪৫ সদস্য বিশিষ্ট ১৯টি উপকমিটি গঠন করেন।

পরিশেষে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি-৯৭, ১৯১ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করেন।

এ রিপোর্টে বাস্তবতার নিরিখে অনেক কল্যাণকর দিকের পথের নির্দেশনা,

www.pathagar.com

মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে অব্যাহত রাখার পরামর্শ থাকা সত্ত্বেও নাস্তিক মুরতাদ ধর্মদোহীদের চাপের মুখে অথবা অত্যন্ত সুকৌশলে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ ও মূল্যায়ন করা হয়নি। সার্বিকভাবে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদার সংরক্ষণ, নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রেতাত্মার প্রভাব মুক্ত ছিল না। এতদসত্ত্বেও পর্যালোচনা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতি ৫ বছর পর পর পর্যালোচনার ভিত্তিতে এর অনেক সংস্কার সাধন করা যেতো। কিন্তু বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জনে ও তাদের সেবাদাসসুলভ মননশীলতার কারণে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি-৯৭ এর পেশকৃত প্রতিবেদনের আলোকে সামষ্টিকভাবে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডঃ নজরুল ইসলামকে চেয়ারম্যান করে; ডঃ উসমান আলী, কাজী খালিকুজ্জামান যুগ্মসচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয় চেয়াম্যান বি, ইউ, এফ, এম এ নুরুন্নবী যুগ্মসচিব অর্থ মন্ত্রালয় ও ডঃ আনোয়ারুল আজীজকে সদস্য করে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কমিটি ২০০০ গঠন করে। উক্ত কমিটি পরিশিষ্ট সহ ৫৯ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রতিবেদন ১৯১২ সাল এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করছেন। এবং তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ প্রতিবেদনে মোট ২৮টি অধ্যায়, ২টি সারণী, ৫টি সংযোজন রয়েছে। মোট ৫৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী শিক্ষানীতি-২০০০ এর কিছু সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আমরা এ পর্যায়ে উত্থাপন করছি।

এর বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনার পূর্বে প্রথমতঃ এর নামকরণের উপরই পর্যালোচনা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এ শিক্ষানীতিকে জাতীয় শিক্ষানীতি হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা, এ নীতিতে আমাদের জাতীয়তার স্বীকৃতি নেই। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মত ৯০% মুসলমান। যে শিক্ষানীতিতে জনশক্তির বিশ্বাস, প্রত্যয়, আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিফলন নেই, যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও আদর্শের আলোকে রচিত হয়নি, তা জাতীয় শিক্ষানীতি নয় বরং বিজাতীয় শিক্ষানীতি।

এ শিক্ষানীতি কুদরাত-ই খুদা শিক্ষানীতির আলোকে রচিত। কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সকল সদস্য দীর্ঘ ১ মাস ভারতে অবস্থান করে ভারতীয়

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে; তাই এটি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা মুসলমানদের আদর্শের পরিপন্থী শিক্ষানীতি বলেই এটি জাতীয় শিক্ষানীতি নয় বরং বিজাতীয় শিক্ষানীতি। শিক্ষানীতি ২০০০ এর রচিয়তাগণ সকলেই সরকারী আমলা বেতনভুক্ত সরকারী আমলাদের দ্বারা রচিত শিক্ষানীতি কখনো জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হতে পারে না। তাছাড়া শিক্ষানীতি প্রণেতাদের জাতীয় ব্যক্তিত্বের অংশীদারিত্ব, অখ্যাত অজ্ঞাত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ক্ষমতাসীন সরকারের পোষ্য কতিপয় আমলাদের দ্বারা প্রণীত হওয়ার কারণে একে জাতীয় শিক্ষানীতি না বলে কূপমন্ডুকতায় আচ্ছন্ন কতিপয় ব্যক্তির প্রলাপৌক্তিই বলা যেতে পারে।

শিক্ষানীতির ভূমিকায় বলা হয়েছে, "সরকার ১৯৯৮ সালে একটি নূতন কমিটি গঠন করে। এ কমিটি খসড়া তৈরী করে তার উপর ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে শিক্ষানীতিদের মধ্যে মানবিক ও চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে দক্ষতা সৃষ্টির উপরও"।

আমাদের প্রশ্ন, বিজ্ঞ কমিটি মানবিক ও চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির জন্য কি প্রক্রিয়া অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন? মৌলিক মানবীয় গুণাবলী সৃষ্টির জন্য ও চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির সামাজিক সদাচরণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রত্যয় সৃষ্টি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি পালন এর জন্য কি এ নীতিমালায় কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে? ভূমিকায় ১২নং ক্রমিকে বলা হয়েছে শিক্ষানীতি, ধর্ম গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করা" এ বাক্যটিও অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। এটি ঠিক শিক্ষার সুযোগ, অধিকার এর ক্ষেত্রে এ বৈষম্য দূরীকরণ সত্যিই প্রশংসনীয়। এ ক্ষেত্রে জাতি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র লিঙ্গ-এর পার্থক্য করা মৌলিক মানবধিকারের বিরোধী। কিন্তু চেতনা বিশ্বাস ও ঐতিহ্য, মূল্যেবোধ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজ ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও মূল্যবোধের সংরক্ষণ অপরিহার্য। জাতীয় শিক্ষানীতির রচয়িতাগণ এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তিকে যদি নারী পুরুষের বৈষম্য বিলুপ্তির ক্ষেত্রে সহশিক্ষাকে অব্যাহত রাখা বুঝিয়ে থাকেন, তবে এটি গোটা জাতিসত্তার নৈতিক মূল্যবোধের বিলুপ্তির নামান্তর যে সহশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণকে ১০০ জন তরুণীর শ্লীলতহানীকে গৌরবোজ্জ্বল মনে করে মিষ্টি

www.pathagar.com

বিতরণ ও সেঞ্চুরী পালনের দুঃসাহস যোগাচ্ছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ও রমনা গার্ডেনকে অবৈধ যৌন লালসা চরিতার্থের মুক্তাঙ্গন হিসাবে ব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টি করছে- নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও সহশিক্ষার মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণকে ভ্রাম্যমান বেশ্যালয়ে পরিণত করেছে। সে পরিবেশ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বৈষম্য দূরীকরণের নামে যারা অব্যাহত রাখতে চায় তাদের কিছু হোক অন্ততঃ নৈতিক জীব আখ্যানে ভূষিত করা যায় না। কিসের ভিত্তিতে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও চারিত্রিক বৈষম্যাবলী ও উৎকর্ষতার উদ্ভাবন ঘটবে। বিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ এ ব্যাপারে কোন বাস্তব পথ নির্দেশনা দিতে পেরেছেন?.

১ম অধ্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শীর্ষক নীতিমালায় মোট ১৫টি ক্রমে কমিটি খুব সুন্দর এবং আকর্ষণীয় লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এর অধিকাংশ দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট ৬ ক্রমে বলা হয়েছে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব অসাম্প্রদায়িতা, সোহার্দ্য, মানুষে মানুষে সহমর্মিতা গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। এক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের প্রতি প্রত্যয় কোন বিশ্বজনীন আদর্শের অনুসরণ অনুকরণ ছাড়া উল্লেখিত গুণাবলী সৃষ্টি সম্ভব নয়। আমরা যতটুকু জানি ইসলামই বিশ্বজনীন চিরন্তন শাশ্বত বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, মানব প্রেম, মানব কল্যাণে পরধর্ম সহিষ্ণুতা পরমত সহিষ্ণুতা, মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ, সাহার্দ্য ক্ষমা মহত্ব, উদারতা, প্রেম ভালবাসা, প্রীতি, শুভেচ্ছা; শ্রদ্ধার মহৎগুণাবলীর শিক্ষা দেয়। এক্ষেত্রে ইসলামী জীবন দর্শনের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী জীবন বিধানকে লক্ষ্য নির্ধারণ না করে কি সাম্প্রদায়িকতা অপবাদ ভিত্তিতেই কমিটি ইসলামী আদর্শকে উল্লেখ করেননি।

১ম অধ্যায়ে ৯ ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ধারা নৈতিক মূল্যবোধে বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

বাক্যটি সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক। বিজ্ঞ কমিটি ঐতিহ্য সংস্কৃতি বলতে কি বুঝাতে চেয়েছেন? জাতি বলতে কোন ধরনের জাতীয়তাকে স্থান দিয়েছেন? শতকরা ৯০ ভাগ জনগোষ্ঠীর ঈমান আকীদা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, সংস্কৃতির কোন গুরুত্ব আমাদের শিক্ষানীতিতে বিদ্যমান থাকবো না। শতকরা ৭ ভাগ লোকদের সংস্কৃতিকে আমরা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি বলে বিশ্বাস করবো?

www.pathagar.com

আমরা কি গোবর পবিত্র মনে করা ও মূর্তি স্থাপন, মূর্তিপূজা, ধূতিপরা উলুধ্বনি করাকে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি বলে বিশ্বাস করবো? এখানে কি কমিটি এ ধরনের দুর্বোধ্য অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার মানসিকতাই প্রকাশ করেননি?

অধ্যায় ২-এ প্রাথমিক শিক্ষা কৌশল মেয়াদ শিরোনামে ১ ক্রমে বলা হয়েছে, "প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ৬ বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে ৭ বছর ও ২০১০ সালের মধ্যে ৮ বছর করা হবে।" এ জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ সুবিধা এবং শিক্ষকদের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বাড়াতে হবে। এ প্রসংগে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, শামসুল হক শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনেও ইব্‌তেদায়ী মাদ্‌রাসা স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এবং এর মান উন্নয়ন ও বৈষম্য দূরীকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। এখানে কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা বাক্যে ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসার শব্দটি সংযোজন করার কি প্রয়োজন ছিল না? ইবতেদায়ী ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল বৈষম্য দূরীকরণের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা ও সুযোগ সুবিধা সমানভাবে প্রদানের উল্লেখ থাকাও এখানে অবশ্যই জরুরী ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক ২য় অধ্যায়ের ৩ ক্রমিকে বলা হয়েছে- ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা সমূহে ৮ বছর মেয়াদি ও প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করবে। বাক্যটি অস্পষ্ট, এক্ষেত্রে মাদ্‌রাসা বোর্ড কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রাথমিক স্তরের সাথে সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করবে– বাক্যটি এভাবে সংযোজিত হওয়া দরকার ছিল।

২য় অধ্যায়ের ৪র্থ ক্রমিকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবস্তু শীর্ষক অংশে বলা হয়েছে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বিষয়সমূহ হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারুকারু 'শারীরিক শিক্ষা' সংগীত ইত্যাদি। ২য় শ্রেণীতে ইংরেজী অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে তৃতীয় শ্রেণী হতে ইংরেজী বাধ্যতামূলক। তৃতীয় শ্রেণী হতে বাধ্যতামূলক ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

এখানে প্রাসংগিক এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, একজন মুসলিম শিশু যখন আব্বা-আম্মা বলতে শিখে তখনই তাকে আল্লাহ শব্দ বলতে শিখানো হয়। একটি

www.pathagar.com

মুসলিম পরিবারের শিশু যখন 'মা ভাত দাও' 'আব্বা আমি তোমার সাথে যাব' বলতে শিখে তখনই তাকে ইসলামের স্তম্ভ কালেমা শিখানো ফরয। ৭ বছরে সালাতে অভ্যস্ত হওয়ার এবং ১০ বছর বয়সে তাকে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত না হলে কড়াকড়িভাবে অভ্যস্ত হওয়ার তাকিদ হাদীসে রয়েছে। সে ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণী হতে তাকে ধর্মীয় শিক্ষা হতে বিরত রাখার নীতিমালা কি ধর্মহীনতার পথে ঠেলে দেওয়ার অপপ্রয়াস নয়? এ ক্ষেত্রে চারুকারু ও সংগীত ১ম শ্রেণী হতে বাধ্যতামূলক রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ ধর্ম, নৈতিকতা ও কুরআন শিক্ষা ১ম শ্রেণী হতে প্রত্যেক মুসলিম শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করার নীতিমালা গ্রহণই ছিল বাস্তবসম্মত। এটাই এদেশের গণমানুষের উপযোগী সার্বজনীন শিক্ষা।

২য় অধ্যায়ে ২নং ক্রমিকে 'বিভিন্ন ধারার সমন্বয়' শীর্ষক অংশে বলা হয়েছে–

'সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে যে বৈষম্য বিরাজমান তার অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট সম্পন্ন শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।'

এক্ষেত্রে একটি অস্পষ্টতা বিদ্যমান রয়েছে।

এক্ষেত্রেও ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসার ক্ষেত্রে মান ও বৈশিষ্ট্য সমন্বিত রেখে মাদ্‌রাসা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাসে মাদ্‌রাসা টেক্সট্ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে পরিচালিত হবে– বাক্যটি সংযোজিত হওয়া জরুরী।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ ৪র্থ অধ্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, পাঠসূচী ও পাঠ্যপুস্তক শীর্ষক ৩নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক স্তরে সকল ধারার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং মাদ্‌রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারায় বিষয়সমূহ ছাড়া সকল পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে কতিপয় শিক্ষাবিদ ও পাঠপুস্তক বোর্ড। মাদারাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক দায়িত্বে থাকবে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এক্ষেত্রে শেষোক্ত বাক্যটি মাদ্‌রাসা

www.pathagar.com

শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বাতন্ত্র্যের উপর জবরদস্তিমূলক হস্তক্ষেপের শামিল। মৌলিক বিষয়াদিকে অভিন্ন ও সমন্বিত রেখে সকল বিষয়ের পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব কারিগরি বোর্ড ও মাদ্‌রাসা বোর্ডের সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সংস্থার হাতে ন্যাস্ত থাকবে– বাক্যটি এভাবে সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি অধ্যায় ৫-এর 'বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা' শীর্ষক অংশে বিভিন্ন দিকের পথ নির্দেশনা রয়েছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কথার ফুলঝুড়ি সাজানো হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে নিছক উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে মানুষের নৈতিক জীব– এ দৃষ্টিভংগি ও মানুষ সামাজিক জীব এ দর্শনও এখানে অনুপস্থিত। মানুষকে উৎপাদন ও উপার্জনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার ও এ দৃষ্টিভংগীর উৎকর্ষ সাধনই যেন নীতিমালা প্রণয়নকারীদের লক্ষ্য। এ দৃষ্টিভংগীই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এক্ষেত্রে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন এতদ্ব্যতীত বর্তমানে জড়বাদী দর্শন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার নামে যে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, এখানে সন্ত্রাস, হত্যা, মাদকাসক্তি, যৌন অনাচার যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার প্রতিরোধের জন্য শিক্ষার সকল স্তরে ধর্ম নৈতিকতা ও পরকালে জবাবদিহিতামূলক শিক্ষা দর্শন একান্ত জরুরী। তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্তরেই প্রত্যেক ধর্ম বিশ্বাসী শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত অপরিহার্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 'মাদ্‌রাসা শিক্ষা' শীর্ষক অংশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইসলামকে একটি জীবন আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেননি। ইসলামকে নিছক একটি ধর্ম ও নৈতিক বিধানরূপে দেখার দৃষ্টিভংগীরূপে বিবেচনা করেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। ইসলামের আলোকে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ বিশ্বে ইবাদাতও খিলাফাতের মহান দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন দর্শন ও আধুনিক বিষয়াদির সুস্পষ্ট জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও বুৎপত্তি অর্জন ইবাদাত ও খিলাফাতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে

www.pathagar.com

সম্পাদনের যোগ্যতা ও দক্ষতা সৃষ্টি, বস্তুগত, আধুনিক মানসিক, সামাজিক ও মনুষত্বের বিষয়াদির উপর সর্বাঙ্গীন বিকাশ, উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন ও আদর্শ নাগরিক, আদর্শ মুসলিম, আদর্শ মানব সৃষ্টি মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাস্তবায়ন রিপোর্টের এ পর্যায়ে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা একান্ত অপরিহার্য ছিল।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 'কৌশল' শীর্ষক অংশে ১নং ক্রমিকে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার অংশরূপে স্বীকৃতি দানের পর অত্যন্ত কৌশলে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের নামে বিকৃতকরণের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বস্তুতঃ চিরন্তন চির কল্যাণকর প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, সার্বজনীন, জীবন পদ্ধতি একমাত্র ইসলাম। সকল কালে সকল যুগে এক অপরিবর্তনীয় অলংঘনীয় যুগের দাবী ও চাহিদা মেটাবার উপযোগী কালজয়ী জীবন বিধান একমাত্র ইসলাম। মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে যুগের উপযোগী যুগের চাহিদা ও দাবী মেটাবার উপযোগী করে সংস্কার, উৎকর্ষ সাধন উপস্থাপন, ও এমনি ধরনের প্রক্রিয়া পন্থা উদ্ভাবনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে– এমন ধরনের বাক্যের সংযোজন করাই বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ পণ্ডিতগণের জন্য অধিকতর উত্তম ছিল।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ২নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, "শিক্ষার অন্যান্য ধারার সাথে সমতা রক্ষার লক্ষ্যে ইবতেদায়ী ৮ বছর এবং আলিম ৪ বছর, ফাযিল তিন/চার বছর, কামিল দুই/এক বছর মেয়াদী করা যেতে পারে। এটি অনস্বীকার্য যে, মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে জাতীয় সাধারণ ধারার শিক্ষাবর্ষের সাথে সমন্বিত রেখে পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত পণ্ডিতবর্গ সুস্পষ্টভাবে কামিল আনার্স ৪ বছর ফাযিল পাস কোর্স ৩ বছর কামিল অনার্স উত্তীর্ণ ১ বছর ও কামিল পাস কোর্সে উত্তীর্ণ ২ বছর এমনিভাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বাক্যটি সংযোজিত হলেই ভাল হতো।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৩নং ক্রমিকে উল্লেখ রয়েছে, গাজীপুরে স্থাপিত মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে, গাজীপুরের মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আরও সম্প্রসারিত করে মঞ্জুরী ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দান করে মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ফাযিল ও কামিল স্তরের সকল মাদ্‌রাসাকে অবিলম্বে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। অথবা সোনার গাঁয়ে সাইয়েদ নূর কুতুবে আলম ও শরফুদ্দীন মাহ্‌রী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করা তথায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার নিয়ন্ত্রণে ফাযিল কামিল পরিচালিত করে অবিলম্বে বিএ, এমএ ডিগ্রীর মান ঘোষণা করার পরামর্শ আমরা প্রদান করছি।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার ফাযিল ও কামিল এর মান প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৮ম ক্রমিকে বলা হয়েছে, ডিগ্রীর সমতা সরকার নির্ধারণ করবে। ব্যাপারটি এভাবে ঝুলিয়ে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই, ডিগ্রী ও এমএ-র মান ঘোষণা করে তা কার্যকর ঘোষণা করা হোক।

জাতীয় শিক্ষানীতি "ধর্ম ও নৈতিকতা" শীর্ষক ৭ম অধ্যায়ে কৌশল (ক) ইসলাম শিক্ষা শীর্ষক অংশে ২নং ক্রমিকে উল্লেখ রয়েছে, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। এ বাক্যটির মধ্যে অজ্ঞতার কারণে হোক, বা বিকৃত চিন্তা অথবা কায়েমী স্বার্থবাদী বিভ্রান্ত চিন্তার অধিকারী গোষ্ঠীর চাপের মুখে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেনি। মূলতঃ ইসলাম নিছক একটি আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই এক্ষেত্রে "ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক" বাক্যটি যথার্থ প্রয়োগ নয়। বরং এ বাক্যটি এমনিভাবে সংযোজিত হওয়াই উত্তম হতো- ইসলামী জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক আকীদা বিশ্বাস, দাওয়া, উলুমুল কুরআন, উলুমুল হাদীস, দর্শন, আল কুরআনের অর্থনীতি, আল কুরআনের রাষ্ট্রদর্শন, আল কুরআনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আল কুরআন ও বিবর্তনবাদ, আল কুরআন ও মানব সৃষ্টি, ইসলামী আইন শাস্ত্র, ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি, আল কুরআন ও যুদ্ধনীতি, আল কুরআন ও আন্তর্জাতিক নীতি, ইসলামে নীতি শাস্ত্র, ইসলাম ও ইতিহাস দর্শন, ইসলাম ও মনোবিজ্ঞান, আল কুরআন ও সুন্নাহয় চিকিৎসা বিজ্ঞান,। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইসলাম ও প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

www.pathagar.com

ধর্ম ও নৈতিকতা শীর্ষক ৭ম অধ্যায়ে ৩নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, কলমা, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্বের তাৎপর্যসহ যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হবে। অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে, ডিগ্রীধারী প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত একজন ব্যক্তিও কি ইসলামের মৌলিক পরিভাষার সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না? ইসলামের মৌলিক ৫টি স্তম্ভের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ঈমান; প্রচলিতভাবে ১ম স্তম্ভকে কালিমাও বলা হয়। অথচ বিজ্ঞ পণ্ডিতদের রচিত শিক্ষানীতির নীতিমালায় তা 'কলমা, বলে লিখিত রয়েছে। ধিক্ এ সকল পণ্ডিত প্রবরের পাণ্ডিত্যের প্রতি; দুঃখ ও করুণা হয় তাদের অজ্ঞতার প্রতি।

বাক্যটিতে আরেকটি বিকৃত ও বিভ্রান্ত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষানীতি কমিটি ইসলামকে নিছক একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম হিসাবে উপস্থাপন করেছেন, একজন সত্য মুক্তমনের অধিকারী ব্যক্তি হাদীস ও ফিক্হর যে কোন গ্রন্থ খুলে শুধু তার অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের শিরোনামগুলি উচ্চারণ করলেই দেখবেন, প্রতিটি গ্রন্থেই ঈমান অধ্যায়, পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অধ্যায়, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্ব অধ্যায়, বিবাহ তালাক অধ্যায়, নেতৃত্ব ও প্রশাসন অধ্যায়, ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসায় বাণিজ্য অধ্যায়, জিহাদ ও যুদ্ধ অধ্যায়, বিচার অধ্যায়, সাক্ষ্য বিধান অধ্যায়, প্রতিবেশীর অধিকার অধ্যায়, শিষ্টাচার ও সৌজন্যমূলক অধ্যায়, রোগ রোগী ও চিকিৎসা অধ্যায়, চাষাবাদ অধ্যায়, উত্তম জীবন যাপন অধ্যায়, পারিবারিক জীবন অধ্যায়, প্রাণীকুল ও বৃক্ষ রোপন অনুচ্ছেদ, কালিজিরা অনুচ্ছেদ, শিংগা লাগানো অনুচ্ছেদ, আহার অধ্যায়, পানীয় অধ্যায় মোদ্দাকথা জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই, যার উল্লেখ হাদীস ও ফিক্হ গ্রন্থে উল্লেখ নেই অথচ পণ্ডিত প্রবরগণ শুধু কলমা, (কালিমা) সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্বের তাৎপর্য ও শিক্ষা পঠন পাঠনের নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। মূলতঃ একজন শিক্ষার্থীর ইসলাম সম্পর্কে প্রতিটি বিষয়ে পঠন পাঠন ও জ্ঞান অর্জনের পথ উন্মুক্ত থাকা অপরিহার্য।

৭ম অধ্যায়ে ধর্ম ও নৈতিকতা ৫ম ক্রমিকে খ, গ ও ঘ শীর্ষক অংশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে স্বল্প বাক্যে নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসংগে আমাদের কথা হচ্ছে

www.pathagar.com

ঃ শুধু জোর দেওয়া নয়, শিক্ষার সকল স্তরে আদর্শ ও সৎ নাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের জন্য নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮ম অধ্যায়ে "উচ্চশিক্ষা" শীর্ষক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যায়ে ২ ক্রমিকে "উচ্চ শিক্ষানীতি" প্রসংগে বলা হয়েছে, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানে যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি। এ প্রসংগে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্ম নৈতিকতা ও মৌলিক গুণে ভূষিত ও পরকালে জবাবদিহিতার দায়িত্ব ও অনুভূতি ছাড়া, আস্তিক ছাড়া কোন নাগরিকই যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে পারে না। তাই এ ক্ষেত্রে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কর্তারা যোগ্য নাগরিক সৃষ্টির ব্যাপারে কোন্ নীতিমালার ভিত্তিতে তা গড়ে তুলবেন? সে প্রক্রিয়া ও পন্থা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করেননি।

৮ম অধ্যায়ে ৪র্থ ক্রমিকে নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণে কোন বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক উদার নৈতিক, মানবমুখীত প্রগতিশীল ও দূরদর্শীতা, আবার অবাধ বুদ্ধি চর্চা ও মননশীলতা, চিন্তার স্বাধীনতাকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের জিজ্ঞাসা এসব বিশ্লেষণ প্রয়োগকে তারা কি দ্ব্যার্থবোধক, অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহার করেননি? বিজ্ঞান মনস্ক বলতে তারা যদি নিছক জড় ও প্রকৃতিবাদী বুঝিয়ে থাকেন, অসাম্প্রদায়িক বলতে নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহীদেরকে বুঝিয়ে থাকেন, উদার নৈতিকতা বলে কোন সুনির্দিষ্ট ধর্ম ও আদর্শকে দৃঢ়তার সাথে মেনে না চলাকে বুঝিয়ে থাকেন। এমন উচ্ছৃংখল স্বেচ্ছাচারকে বুঝিয়ে থাকেন প্রগতিশীলতার অর্থে নগ্নতা বেহায়পনার অনৈতিকতার সয়লাবে ভেসে যাওয়ার চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধি বলতে ও দূরদর্শী বলতে পরকালের, প্রতি অবিশ্বাস সুযোগ সন্ধানীকে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে এমন শিক্ষানীতি দ্বারা কোন সুশীল সুসভ্য সমাজ গড়ে উঠতে পারেনা এবং সে শিক্ষানীতি কোন জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক উপহার দিতে পারে না।

উচ্চ শিক্ষা নীতিমালার ক্ষেত্রে অর্বাচীন অপরিণামদর্শী শিক্ষানীতি কমিটি ধর্মদ্রোহী জড়বাদী চিন্তা ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ শিক্ষানীতি অবলম্বনে জাতি কখনও কল্যাণের অভিসারী হতে পারবে না।

www.pathagar.com

৯ম অধ্যায়ে প্রকৌশল শিক্ষা, ১০ম অধ্যায়ে চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, ১১শ অধ্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা, দ্বাদশ অধ্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা, ১৩শ অধ্যায়ে কারবার (বাণিজ্য শিক্ষা), ১৪ অধ্যায়ে কৃষি শিক্ষা সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় ও সুন্দর নীতিমালার কথা বলেছেন, এ সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের মানব কল্যাণ, উপার্জন, উৎপাদন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অনেক হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। অথচ তাদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ, তাদের নৈতিক উৎকর্ষ সৃষ্টি, তাদের সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ও তাদের সুশিক্ষিত মার্জিত করে গড়ে তোলা, প্রকৃত মানব প্রেম সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় আদর্শের পথ-নির্দেশনা নেই। এ সকল শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্ম ঐতিহ্য মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ততা গড়ে তোলার মতো কোন নীতিমালার উল্লেখ নেই। এ ধরনের অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট নিছক আবেগ ও উচ্ছ্বাস জড়িত প্রক্রিয়া ও নীতি দেশ ও জাতিকে কল্যাণের পথে ধাবিত করতে পারেনা। এসব অবাস্তব পন্থা ও প্রক্রিয়া দেশ ও জাতিকে সুনিশ্চিত ধ্বংস, কলহ, নিত্য সংঘাত ও বিপর্যয়ের পথে ধাবিত করবে।

১৫শ অধ্যায়ে ললিতকলা শিক্ষা শীর্ষক ৬টি ক্রম বিশেষ একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু ললিতকলার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও চিত্র উত্থাপিত হয়নি। ললিতকলা সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্তরে একটি আবশ্যিক বিষয় ও মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রবর্তনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু একে চিত্রশালা, সংগীত নৃত্য কারুশিল্পের প্রদর্শনী নীতিমালা উত্থাপন করেছেন। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, চিত্রশালার নামে জাতিকে মূর্তি প্রীতি ও মূর্তিপূজার পথেই পরিচালনার; সংগীত নৃত্য ও সংস্কৃতির নামে নগ্নতা বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার পথেই ধাবিত করার পথ নির্দেশনা করা হয়েছে কি? এ ব্যাপারে কোন স্পষ্টতা নেই। এসব আকর্ষণীয় শব্দ দ্বারা আমাদের কিশোর কিশোরীদের ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য বিরোধী অপসংস্কৃতির সাথে ধাবিত করার চক্রান্তই নিহিত রয়েছে বলে চিন্তাশীল মহল আশংকাবোধ করেছেন।

বিশং শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও দার্শনিক বলেছিলেন ঃ

"শয়তানী সভ্যতার অনুসারীগণ নিজেদের পাপ লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য নিত্য নূতন পন্থা উদ্ভাবন করেছেন, উনারা বেশ বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাথে

www.pathagar.com

এর নামকরণ করেছে ললিতকলা, শিল্প সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

১৬শ অধ্যায়ে আইন শিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কৌশল পর্যায়ে মোট ৯টি ক্রমে বিভিন্ন নীতিমালার পথ নির্দেশনা রয়েছে। অথচ এ অধ্যায়ে ইসলামী আইন দর্শন, ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য ইসলামের ফৌজদারী আইন দেওয়ানী আইন কোন কিছু সম্পর্কে কোন নীতিমালার উল্লেখ নেই।

১৭শ অধ্যায়ে নারী শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণক্রমে ১২টি ক্রমিকে উল্লেখ রয়েছে। নারী শিক্ষাবিস্তার এর বহু গালভরা বুলি আওড়ানো হয়েছে। নারীর অধিকার সংরক্ষণ, বৈষম্য দূরীকরণের কথাও বলা হয়েছে। নারীদেরকে আদর্শ মা, আদর্শ গৃহিনী ও জীবন সংগীনিরূপে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে চরিত্র বিধ্বংসী সহশিক্ষার বিলুপ্তি, সাধারণ মহাবিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মহিলা পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কোন পরিকল্পনার উল্লেখ নেই।

পরিশিষ্ট সংযোজনী হতে মাদ্‌রাসার আলিম স্তরে ফিক্‌হ আকাঈদ আরবী ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করে ও কুরআন হাদীস ও আরবীতে মাত্র ১০০ নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা করে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিলুপ্তির ষড়যন্ত্রকে কার্যকর করার পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।

উপসংহারে আমরা দেশের সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একান্ত নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের মানসিকতা নিয়ে আমাদের দেশের উপযোগী একটি স্থায়ী আদর্শ ভিত্তিক বাস্তবধর্মী দেশ ও জাতির কল্যাণ উপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন কল্পে সংকীর্ণতা ও দলীয় মানসিকতা ও বিভ্রান্তি মুক্ত মননশীলতা নিয়ে প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদকে একটি শক্তিশালী শিক্ষা কমিশন গঠনের পরামর্শ প্রদান করছি।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

এ প্রবন্ধের পরিশিষ্টে আমরা শিক্ষানীতি ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে প্রণয়নের লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ পেশ করছি ঃ

১। বাংলাদেশের বর্তমান আদর্শিক শূন্যতা দূর করে সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরীর লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। আর শিক্ষানীতি প্রণয়নের ভিত্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ।

২। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে কারিকুলাম, সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় সংযোজনের জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ করছি। মহিলা মাদ্‌রাসা, মহিলা মেডিকেল কলেজ ও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছি।

৩। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে "বাংলা" থাকবে। তবে ইংরেজীর পাশাপাশি আরবীকেও ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪। এ সেমিনার মহিলা শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মহিলাদের জন্যে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ স্থাপনসহ আলাদা আলাদা পর্যাপ্ত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুপারিশ করছে।

৫। এ সেমিনার সাধারণ ও বৃত্তিমূলক সকল শিক্ষার গ্রাজুয়েট লেভেল পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করছে এবং সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬। এ সেমিনার সুপারিশ করছে যে, দ্বীনি ঐতিহ্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হসহ ইসলামী বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করে পাঠ দান, এবতেদায়ী মাদ্‌রাসাসমূহকে জাতীয়করণ ও পৃথক মাদ্‌রাসা টেক্সটবুক বোর্ড সিলেবাস কমিটি গঠন করতে হবে।

৭। এ সেমিনার ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসাসমূহকে একটি এফিলিয়েটিং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দিয়ে ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে গ্রাজুয়েট ও পোস্ট-গ্রাজুয়েটের সমমান দিয়ে সর্ব পর্যায়ে সমান সুযোগ ও মর্যাদা প্রদানের

www.pathagar.com

সুপারিশ করছে। এবং মহিলা দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৮। এ সেমিনার অবিলম্বে বেসরকারী স্কুল ও মাদ্‌রাসার শিক্ষক সংগঠনের কতিপয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর সম্পাদিত অযৌক্তিক ৯ দফা চুক্তি বাতিল এবং বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসার শিক্ষকদের শতকরা ১০০ ভাগ বেতন প্রদান ও সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনুরূপ উৎসব ভাতা, বাসা ভাড়া, চিকিৎসা ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার সুপারিশ করছে।

৯। এ সেমিনার সুপারিশ করছে যে, বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা মনে করি যে, আমাদের দেশের জন্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হলে দেশের বিভিন্ন স্তরে সুযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাপ্রশাসক, দেশবরেণ্য আলেম এবং শিক্ষা বিষয়ে ওয়াকিফহাল জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করে তাদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরিস্থিতির বাস্তবভিত্তিক মূল্যায়ন করে জাতীয় চাহিদার আলোকে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তৈরীর দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

www.pathagar.com

মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নপত্র ঃ

১। প্রচলিত দ্বিমুখী/বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে কিছু বলুন।

২। মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির একটি বৃহৎ অংশকে পশ্চাৎপদ করে রাখা হয়েছে, বঞ্চিত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ–

ক) প্রচলিত কাঠামোর মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমাপ্তির পর মসজিদের ইমাম, মাদ্‌রাসার শিক্ষক হওয়া ছাড়া কর্মসংস্থানের কার্যত কোন পথ খোলা নেই।

খ) উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পথও বন্ধ– মন্তব্য করুন।

৩। ইসলাম ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা কি এক ও অভিন্ন? ইসলামী শিক্ষা আসলে কি?

৪। একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? তা কিভাবে চালু করা যায়? এক্ষেত্রে আলেম সমাজ কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন?

৫। বিজ্ঞান ভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ইসলামের কোন দ্বন্দ্ব আছে কিনা? সে ক্ষেত্রে আলাদাভাবে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখার যৌক্তিকতা কি?

৬। পবিত্র আল কুরআন মতে সৃষ্টির সূচনা থেকেই ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন; তাহলে ইসলামের ইতিহাস বলতে শুধু মুহাম্মদ (সঃ) থেকে শুরু করে আরবী নামধারী রাজা-বাদ্‌শাদের ইতিহাস বুঝানো হয় কেন?

৭। সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কি বুঝা যায়?

৮। মাতৃভাষা ও ইসলামী পরিভাষা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

৯। আলেম সমাজ কি সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হচ্ছেন?

১০। আলেমগণ এক মঞ্চে উঠে ইসলামের দাওয়াত দিতে ব্যর্থ হচ্ছে কেন? আপনার দৃষ্টিতে ঐক্যের ক্ষেত্রে বাধা কি?

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক বর্তমান সংলাপের মাদ্‌রাসা ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর–

উত্তরদাতা– অধ্যাপক মাওলানা এ, কিউ, এম, ছিফাতুল্লাহ

১। প্রশ্ন ঃ প্রচলিত দ্বিমুখী/বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ প্রচলিত বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা দেশ ও জাতির ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে। জাতীয় জীবনে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সূত্রপাত ঘটায়। জাতিকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করে। শিক্ষিত জনশক্তিকে পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত করে। গণজীবনে টাগ অব ওয়ার সৃষ্টি করে সুপিরিট ও ইম্পেরেটি কমপ্লেক্স সৃষ্টি করে জাতির বৃহত্তর জনশক্তির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ও ব্যবধান সৃষ্টি করে জাতীয় উন্নতি সুখ ও সমৃদ্ধিকে মারাত্মকভাবে প্রতিহত করে। একদিকে সাধারণ শিক্ষার নামে ধর্ম নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত শিক্ষা নৈতিক অবক্ষয়ের গহ্বরে জাতিকে নিক্ষেপ করে। অপর দিকে জীবন চেতনা ও বাস্তবতা বিমূখ শিক্ষা যুব শক্তিকে সমাজ জীবনের ব্যাপক পরিধি হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। বাস্তব জীবন চেতনাযুক্ত বিজ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তি বিহীন শিক্ষা সমাজে কূপমন্ডুকতার সৃষ্টি করে।

অবশ্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে শুধু দ্বিমুখী নয় বহুমূখী শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। মুসলিম শাসনামলে গোটা বিশ্বের একই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইংরেজ শাসনামলে জীবনকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মদ্রোহী নিছক জড়বাদী শিক্ষা প্রর্বতনের ফলেই ধর্মীয় চেতনা সংরক্ষণের লক্ষ্যেই মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অব্যাহত থাকে। পরে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজ আমলে নবতর পদ্ধতি গ্রহণ করায় ফলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও দ্বিমুখী শিক্ষায় সরকার অনুমোদিত ও সরকার অনুমোদন বহির্ভূত পদ্ধতিতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। আবার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি বিজাতীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের লক্ষ্যে আলাদা শিক্ষা পদ্ধতি চালু করে। বস্তুতঃ বহুমূখী শিক্ষা পদ্ধতির নানাবিধ কুফল রয়েছে। এতদসত্ত্বেও কোন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সরকার কর্তৃক একক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগে এ

www.pathagar.com

কুফল দূরীভূত হবে না। একমাত্র জীবন ও ধর্ম, দেহ ও আত্মার বাস্তব জীবন চেতনা, ধর্মীয়, নৈতিক ও আধাত্মিক মূল্যবোধ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে প্রবর্তিত একক শিক্ষা ব্যবস্থাই এ কুফল থেকে জাতিকে রক্ষা করতে পারে। এবং একক শিক্ষা ব্যবস্থা উভয়বিধ শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, ও পরিশোধন–এর দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমেই তা কার্যকর করা যেতে পারে। বহুমুখী শিক্ষাপদ্ধতির অনেক কুফল থাক সত্ত্বেও যতদিন পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মীয় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে পূনর্গঠিত না করা হয় ততদিন একক শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারি প্রশাসন কর্তৃক মাদ্‌রাসা শিক্ষিতদের যথাযথ মূল্যায়নের অভাব ও বিমাতা সুলভ আচরণের কারণেই তাদের কর্মসংস্থানের পরিধি সীমিত হয়ে আছে। এ কথা সত্যি কিন্তু আমার মনে দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস মাদ্‌রাসা শিক্ষা লাভের পর তারা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে কর্মসংস্থানের উপযোগী এবং কর্ম জীবনে যোগ্যতা ও প্রতিভার প্রমাণ উপস্থাপন।

২। প্রশ্ন ঃ মাদ্‌রাসা শিক্ষার মাধ্যমে জাতির একটি বৃহৎ অংশকে পশ্চাদপদ করে রাখা হয়েছে, বঞ্চিত করা হয়েছে উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

(ক) প্রচলিত কাঠামোর মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমাপ্তির পর মসজিদের ইমাম/মাদ্‌রাসার শিক্ষক ছাড়া কর্মসংস্থানের কার্যত কোন পথ খোলা নেই।

(খ) উচ্চ শিক্ষার পথও বন্ধ। মন্তব্য করুন।

প্রশ্নের মূল অংশ থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রশ্নকর্তা বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেননি। অথবা কিছু সংখ্যক বিদেশী অর্থপুষ্ঠ ইসলামী জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তথ্য বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী পত্র-পত্রিকার প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আলীয়া নিসাবের মাদ্‌রাসাসমূহে বর্তমানে শুধু ইমাম ও মাদ্‌রাসা শিক্ষক সৃষ্টিকারী শিক্ষা পদ্ধতিই চালু নেই। সরকার অনুমোদিত আলীয়া পদ্ধতির মাদ্‌রাসা বর্তমান মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে চালু রয়েছে। বাণিজ্য বিভাগও খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমনকি বহু মাদ্‌রাসায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা চালু আছে।

www.pathagar.com

মাদ্‌রাসা সমূহের তাফসীর হাদীস ফিক্‌হ উসূল ও আরবী সাহিত্যের সাথে সাথে ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল গণিত শাস্ত্র সমাজ বিজ্ঞান অর্থনীতিও বাধ্যতামূলক। মানবিক বিভাগে রাষ্ট্র বিজ্ঞান ধন বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন ইংরেজী তিনটি পত্র ইসলামের প্রতিটি তিনটি পত্র করে অধ্যয়নের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিজ্ঞান বিভাগে রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, ঐচ্ছিক গণিত পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয় পাঠ্য তালিকাভুক্ত।

মাদ্‌রাসায় আলিম উত্তীর্ণ ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইংরেজী বাংলা ইতিহাসে অনার্সে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে। এরপরও বেকার সৃষ্টির ও উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধের প্রচারণা তথ্য বিভ্রাট ও তথ্য সন্ত্রাসেরই সুস্পষ্ট নযীর। আমরা মূলতঃ ইসলামের শত্রুদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হচ্ছি।

মাদ্‌রাসা শিক্ষিত যুবকগণ শুধু ইমামতি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষকের যোগ্যতাই রাখেনা বরং বর্তমানে মাদ্‌রাসার উৎকর্ষ সাধন, বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাথে সমন্বিত মাদ্‌রাসা শিক্ষা কারিকুলামে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা জাতীয় জীবনের সকল স্তরে কর্মসংস্থানেও প্রতিরক্ষা পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ সকল প্রশাসনে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা রাখে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ ও উন্নসিকতার মনোভাব পোষণকারী শাসকদের বিমাতা সুলভ আচরণই তাদেরকে মৌলিক মানবাধিকার হতে বঞ্চিত করে রেখেছে। সারাদেশ ব্যাপী ব্যাপকভাবে সরকারী মাদ্‌রাসা না করা, মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা না করা, মাদ্‌রাসা শিক্ষাপ্রাপ্তদের সরকারী কর্ম কমিশন, সামরিক বাহিনী, পুলিশ ক্যাডার ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ না দেওয়া পূর্ববর্তী সরকারসমূহ ও বর্তমান সরকারে একটি অপকৌশল মাত্র।

(খ) উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ ঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটিও সঠিক তথ্য নয়। কারণ মাদ্‌রাসা হতে শিক্ষা প্রাপ্ত আলিম বিজ্ঞান শাখায় উত্তীর্ণ দুই শিক্ষার্থীরা মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। ইতিমধ্যেই অনেকে কর্মজীবনে প্রবেশ করে দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ উপস্থাপন

www.pathagar.com

করেছে। আলিম সাধারণ বিভাগে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়ে এম, এ, পাশ করে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছে। এ সকল ব্যাপারে সত্যতা যাঁচাইয়ের জন্য সাপ্তাহিক বর্তমান সংলাপ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে মাদ্‌রাসা বোর্ডের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও কারিকুলাম বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে আরও ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

৩। প্রশ্ন ঃ ইসলাম ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা কি এক ও অভিন্ন? ইসলামী শিক্ষা আসলে কি?

উত্তর ঃ মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা বলতে একক শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রবর্তিত ছিল এবং তা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ ইংরেজ শাসনামলে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে নিছক ধর্মীয় শিক্ষার গন্ডীতে সীমিত করার ফলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা আর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সংরক্ষণ করতে পারেনি। যার ফলে বর্তমানে মাদ্‌রাসা ও ইসলামী শিক্ষাকে এক ও অভিন্ন বলা যায় না। তবে ইদানিং মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতির পরিমার্জন, পরিবর্তন, সংস্কার সাধন ও জীবন চেতনা, বাস্তবতা এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন ও আধুনিকায়নের ফলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা একটি পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর পূর্ণতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। যে সকল মাদ্‌রাসায় বাস্তব জীবন চেতনা, জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টির অভাব রয়েছে এবং সামষ্টিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামী জীবন বোধের চেতনায় ও মূল্যবোধের আলোচনার যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানদানের ব্যবস্থা নেই সে সকল মাদ্‌রাসাকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা বলে মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমরা নিঃসন্দেহে বলতে যে সকল মাদ্‌রাসা বাস্তব জীবন চেতনা, জীবন ও ধর্ম বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদনমুখী শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন নেই, তা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা নয়; তবে ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রত্যয়, নৈতিক মূল্যবোধ আধ্যাত্মিক চেতনা ও মৌলিক ইবাদাত সর্ম্পকীয় বিধি-বিধান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকার কারণে তা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা বলা না গেলেও ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান রয়েছে। মূলতঃ মাদ্‌রাসা নাম হলেই তা সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা বা কূপমন্ডুকতা সৃষ্টির আখড়ায় পরিণত হয় তথাকথিত প্রগতিবাদের নামে ইসলাম বিদ্বেষীদের এ

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা ও ধারণা মূলক বাস্তবতা বিরোধী। মাদ্‌রাসা শব্দটি দারসুন শব্দ থেকে উদ্ভূত। দারসুন অর্থ পাঠ বা অধ্যয়ন আর মাদ্‌রাসা অর্থ পাঠশালা ও বিদ্যালয়। ইউরোপের ক্ষুদ্রতম এলাকা স্পেনে আটশত বছর যাবত মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। জ্ঞান বিজ্ঞান, স্থাপত্য কলা সাহিত্যে শিল্প সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ছিল এ ভূখন্ড। ইউরোপবাসীকে সভ্যতা ও শিক্ষা দীক্ষা মুসলমানরাই প্রদান করেছিল। একমাত্র স্পেনেই ৬০ ষাট হাজার মাদ্‌রাসা এবং গ্রানাডা ও কর্ডোভার সমৃদ্ধ নগরসহ সমগ্র স্পেনে ১৬ ষোলটি জামেয়া তথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজকেও মুসলিমে অধিকাংশ বিকাশশীল দেশে একক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এ সকল দেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরকে ইব্‌তেদায়ী মাদ্‌রাসাও মাধ্যমিক স্তরকে ছানুবিয়া মাদ্‌রাসা নামে আখ্যায়িত উচ্চশিক্ষাকে কুল্লিয়া (কলেজ) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর জামেয়া নামে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে মাদ্‌রাসা অর্থই পাঠশালা বা বিদ্যালয় যাকে ইংরেজী ভাষায় 'স্কুল' বলা হয়। মূলতঃ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বলতে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক অহী ভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাধান্য প্রদানকারী বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই বুঝায়। মূলতঃ মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা এক ও অভিন্ন কিন্তু বর্তমান পরিবেশে কোন কোন মাদ্‌রাসা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র নয়।

এ পর্যায়ে আমি 'ইসলামী শিক্ষা আসলে কি' তিন নম্বর প্রশ্নের এ শেষাংশের উত্তর প্রদান করছি। আমরা একান্ত বিস্ময়ের লক্ষ্য করছি যে, ইতিপূর্বে কোন কোন নামজাদা কলামিস্ট, শিক্ষাবিদ, আইনবিদ, চিন্তাবিদ, পন্ডিত ইসলামী শিক্ষার ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ইসলামী শিক্ষার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী জীবনবোধ, ইসলামী জীবন পদ্ধতি ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ছাড়া এ ধরনের অজ্ঞতা প্রসূতঃ ভাবে কথা বলে তারা অনধিকার চর্চা করেছেন।

ইসলামী শিক্ষার কোন অস্তিত্ব নেই এটি একটি সম্পূর্ণ বাজে কথা। বরং সত্যিকার মানবিক শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা; ইসলামী শিক্ষাই মানবের সার্বিক জীবনধারাকে নিখুঁত ও নির্ভুল পথে পরিচালনার একমাত্র পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা।

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা

ইসলামী শিক্ষা আসলে যে শিক্ষা ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ করে পরিচালিত হয় তাই ইসলামি শিক্ষা।

মানুষকে এ পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসাবে সামষ্টিক জীবনের সকল কার্যাবলীকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে সে শিক্ষাই ইসলাম শিক্ষা।

জড় ও আত্মার সমন্বিত শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা। মানুষ প্রকৃত পক্ষে রূহ ও দেহের মিলিত সত্তা। দেহের পুষ্টিও আত্মার উন্নতি উভয়বিধ জ্ঞান দানের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে যে শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা যায় তাই ইসলামী শিক্ষা। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তোমার দেহের অধিকার রয়েছে তোমার রূহের, তোমার চোখের ও তোমার স্ত্রীর। সকল অধিকার যথাযথভাবে আদায় করো। আত্মিক উৎকর্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রাধান্য যে শিক্ষাপদ্ধতিতে নেই সেটি মানুষের শিক্ষা কেন্দ্র নয়; তা পশুদের আস্তাবল হতে পারে।

যে শিক্ষা দর্শনের অহীভিত্তিক শিক্ষাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়, তাই ইসলামী শিক্ষা। মানুষ এই পৃথিবীতে খুব স্বল্প সময়ের জন্য আগমন করে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী । মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিধি একান্ত সীমিত। আল্লাহ তাআলাই চিরন্তন ও অসীম জ্ঞানের অধিকারী। তাই আল্লাহ তায়ালা সকল যুগেই মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-শান্তি সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করার জন্য নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে সকল যুগেই অহী ভিত্তিক জ্ঞান দান করেছেন। সে জ্ঞান শুধু মৌলিক ইবাদাতের ক্ষুদ্রতম গন্ডীর মধ্যেই সীমিত নয়। সৃষ্টির পূর্বে আলমে আরওয়াহ সৃষ্টির পর দুনিয়ার জগত, কর্মের জগত, চাষাবাদের ও কর্ষণের জগত, পরিবার জগত এ জড় পৃথিবীর সকল দিকের; মৃত্যুর পর আলমে বারযাখ, ইয়াওমুল মাহশার, ইয়াওমুল হিসাব, ইয়াওমুদ্দীন, ইয়ামুল ক্বিয়ামাহ, ইয়াওমুল মিযান এবং তৎপরবর্তী অনন্ত জীবন জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকৃত জ্ঞান দান করে; পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনকে সুন্দর সফল ও কল্যাণময় জীবন যাপনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি শিক্ষা দান করে তাই ইসলামী শিক্ষা। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষক তো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা মানুষকে কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরায়ে আলাক) আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

আমার হাবীব! আপনি সে রবের নামে পড়া শুরু করুন। (আল আলাক) আল কুরআন বলে ঃ আল্লাহ তায়ালা পরম মেহেরবান, (তিনি মেহেরবানী করে) শিক্ষা দিয়েছেন (সকল জ্ঞানের নিখুঁত উৎস) মহাগ্রন্থ আলকুরআন। (আর রাহমান) আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি সর্বপ্রথম মানুষ আদম আলাইহেস সালামকে বস্তু ও আত্মার সকল জ্ঞানের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমি শুধু তাকে তাওহীদ আখিরাত জান্নাত জাহান্নাম মালায়িকা প্রভৃতির বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের মধ্যেই তার জ্ঞানকে সীমিত রাখিনি। আমি তাকে সমগ্র মানব জাতি, তাদের দুনিয়ার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল দ্রব্য সামগ্র ফল ফুল বস্তু পদার্থের প্রয়োজন হবে সেসব দিকের শিক্ষা প্রদান করে প্রেরণ করেছি। বস্তুগত জ্ঞানের ক্ষেত্রের আদমের প্রাধান্যের কারণে ফিরিস্তাদেরকে আদম আলাইহেস সালামকে সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করেছি। আল কুরআনে বলে ঃ আদমকে সকল বস্তুর নামসমূহ শিক্ষা দেওয়া হলো.....। (আল বাকারাহ)

আল কুরআনে পারিবারিক সমাজগঠনের ক্ষেত্রে নারীদের মধ্যে কাকে দাম্পত্য জীবনের সংগী করা বৈধ, তার তালিকা কুরআনে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। কোন খাদ্য হালাল কোন কোন খাদ্য হারাম, ব্যবস্থায় বাণিজ্য পদ্ধতি মাপে কম বেশ না দেওয়া মানুষের সাথে আচরণ করা সত্য কথা বলা। মিথ্যা বর্জন করা, পর নিন্দা হতে বিরত থাকা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ না করা, অপর ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতার সংরক্ষণ, তাদের দেব দেবীদেরকে গালি না দেওয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, নির্ভুল আইনের উৎস হিসাবে একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহকে গ্রহণ করা সুদমুক্ত দারিদ্রমোচন, মানব কল্যাণ, দানশীলতা ও সুবিচার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় মূলনীতি কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। হাদীসে উত্তম আচরণ পোষাক পরিচ্ছদ আহার বিহার সভ্যতা শালীনতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পেশাব-পায়খানা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুশীল মার্জিত সুসভ্য সমাজ গঠনের সকল প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অহী ভিত্তিক সামষ্টিক জীবন পরিচালনার প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণ যে শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা লাভ করা যায় তাই ইসলামী শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রকৃত মর্দে মুমীন ও ইনসানে কামিল সৃষ্টি করে তাই ইসলামী শিক্ষা।

সে শিক্ষা মানব সমাজকে পরিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন করে প্রাকৃতিক জগতের সকল বস্তু পদার্থকে সৃষ্টির কল্যাণের ব্যবহার করার উপযোগিতা সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া

www.pathagar.com

শিক্ষাদান করে যে শিক্ষা সৃষ্টি জগত ও ভূমন্ডল সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে সৃষ্টির সকল কিছুর রহস্যের সন্ধানে চিন্তা গবেষণা করে মানব কল্যাণে নিয়োজিত জ্ঞান দান করে তাই ইসলামী শিক্ষা যে শিক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত করার যোগ্যতা প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্য অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান দান করে তাই ইসলামী শিক্ষা যে শিক্ষা মানুষের ভেতর ও বাহিরকে পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধ করার, সুশীল সমাজ গড়ার চিন্তা, গবেষণা ও অধিকারের যোগ্যতা সৃষ্টি করে তাই ইসলামী শিক্ষা। আল কুরআন বলে, যারা সকাল সন্ধায় আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকে, সৌরমন্ডর ও নভোমন্ডলের সৃষ্টি ও দিবস যামিনীর বিবর্তন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে। আরও বলা হয়েছে সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিচালিত হচ্ছে পরম পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। (ইয়াছিন) আল কুরআনের আরও বলা হয়েছে–

আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ মুমীনদের প্রতি যে, তিনি তাদের মধ্য হতেই একজনকে (সর্বশেষ) রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে আল্লাহর (নিদর্শন) ও কুরআনুল কারীমের আয়াতের বর্ণনাও আবৃত্তি করেন তিনি মানুষকে পরিচ্ছন্ন পবিত্র বিশুদ্ধ করেন। আল্লাহর কিতাব (বিজ্ঞান প্রযুক্তি তাসাউফ তাসকিয়াত) ও হিক্‌মাহ শিক্ষা দেন। যদিও ইতিপূর্বে তারা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল। (আলে ইমরান)

উল্লেখিত আয়াতও অমুখ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে জ্ঞানের নিখুঁত নির্ভুল শাশ্বত উৎস হচ্ছে অহী তথা আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যাদেশ।

আল্লাহ তাআলা মানুষের সমগ্র জীবনে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার মাধ্যমে একমাত্র তাঁরাই বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যে শিক্ষা পদ্ধতি মানুষকে নাস্তিক মুরতাদ তৈরী করে না বরং সমগ্র জীবনে আল্লাহর বান্দাহ হিসাবে বন্দেগীর ভিত্তিতে জীবন যাপনের যোগ্যতা সৃষ্টি করে পন্থা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান দান করে– তাই প্রকৃত পক্ষে ইসলামী শিক্ষা।

যে শিক্ষা মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও আল্লাহর সাথে সর্ম্পক বৃদ্ধি; মানুষের অধিকার ও সৃষ্টির অধিকার সংরক্ষণ ও সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন ও প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির জ্ঞান দান করে– তাই ইসলামী শিক্ষা। যে শিক্ষায় নাস্তিক মুরতাদ, দ্বৈত্যবাদী, সন্দেহবাদী সৃষ্টি করে; যে শিক্ষায় আল্লাহর মহত্বের ঘোষণা ও

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতিকে সাম্প্রদায়িকতা বলে ঘোষণা দেয় সেটি আদৌ শিক্ষাই নয়।

বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা যত অসীম মানব জীবনের পরিধি যত বিস্তীর্ণ ইসলামী শিক্ষার পরিধি ততটা ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। ইসলামী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষাও মানবিক শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষাই জীবন ও ধর্মের সম্পলিত শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষাই জীবন ধর্মের সমন্বিত শিক্ষা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই।

ইসলামী শিক্ষা বাস্তবতা বিবর্জিত বৈরাগ্যদী শিক্ষা নয়। ইসলামী শিক্ষা জীবন ও জগত থেকে বিছিন্ন শিক্ষা নয়। ইসলামী শিক্ষাই একমাত্র রাষ্ট্রদর্শন, ধর্ম, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ধন বিজ্ঞান, আকায়েদ মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, নীতি বিজ্ঞান, খাদ্য পুষ্টি, সুশীল সমাজ গঠন, শিক্ষা দর্শন তথা জীবন জগত সম্পর্কে সকল ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালা ও কাঠামের সন্ধান দেয়। তাই ইসলামী শিক্ষা বলতে কোন কিছু নেই– এ কথা মূলতঃ চরম মূর্খতারই পরিচায়ক। ইসলাম বলে, আমি তোমাদেরকে এমন এক জীবন দর্শনের উপর রেখে গেলাম যার বৈধ, অবৈধ, সংগত, অসংগত, গ্রহণীয় বর্জনীয় দিবস ও রজনী তথা আলো ও অন্ধকার সবকিছুই সুস্পষ্ট ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ ইখতিয়ারের প্রতি আস্থা রেখে, আত্মসমর্পণ করে জীবন ও জগতের সকল দিক ও বিভাগ অহী ভিত্তিক শিক্ষাদর্শনের উপর পরিচালনা করাই ইসলামী শিক্ষা।

ইসলাম নিছক একটি প্রাইভেট ধর্ম নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। জীবন ও জগতের সকল দিক ও বিভাগকে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পরিচালিত ও পুনর্গঠন করার নামই ইসলামী শিক্ষা। ইসলাম বলে ঃ আজ আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে তোমাদের দ্বীনকে (জীবন পদ্ধতিকে) পূর্ণ করে দিলাম, আর এ জীবন বিধান আল ইসলামকেই আমার সন্তুষ্টির একমাত্র আদর্শরূপে নির্ধারণ করলাম। (মায়িদা-৩)

বর্তমান শিক্ষা কাঠামোতে ইসলামের মৌল চেতনাকে বর্জন করে আদর্শ হতে বিচ্যুতির ফলেই মানব জীবনে সীমাহীন সংকট ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। নৈতিক বিপর্যয়, ধর্ষণ, মদ্যপান ও এইডসের বিস্তার। ধর্মহীন নৈতিকতামুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থারই ফল। সন্ত্রাস হানাহানি, যৌন অনাচার ধর্মবিবর্জিত শিক্ষারই

www.pathagar.com

অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

মোদ্দাকথা ইসলামী শিক্ষার সুস্পষ্ট সংজ্ঞ রয়েছে। এর পরিধি রয়েছে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ অহী তথা প্রত্যাদেশ।

সমগ্র সৃষ্টির জগতের শান্তি শৃংখলা, কল্যাণ, সুখ, সমৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জ্ঞান ও শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল। মানব জাতি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের সন্ধানে রত না হয়ে সসীম মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ভিত্তিক মনগড়া মতবাদ ও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে ইসলামী শিক্ষা বলতে কোন কিছুই নেই। এমন ধরনের অহমিকা আত্মম্ভরিতা ও আস্ফালনই আল্লাহর সৃষ্ট জগতে অশান্তি অস্থিতিশীলতা দুঃখ বিপর্যয় সৃষ্টির মূল কারণ।

স্বল্প জীবনের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানব কুলকে সকল দম্ভ ও আস্ফালন বর্জন করে আল্লাহ দেওয়া ইসলামী দর্শনকে বাস্তবায়নের দৃপ্ত শফত গ্রহণই আগামী শতাব্দীর মানব মন্ডলীর মুক্তির একমাত্র সুনিশ্চিত পথ।

৪। প্রশ্ন একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজন আছে কিনা? তা-কিভাবে চালু করা যায়? এ ক্ষেত্রে আলেম সমাজ কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ জাতীয় জীবনে সংঘাত-দ্বন্দ্ব, সুপিরিয়টি ও ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সের অবসান ঘটাতে হলে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করতে হলে অবশ্যই সুপরিকল্পিতভাবে দীর্ঘ মেয়াদী সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে একমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।। তবে একমূখী শিক্ষা ব্যবস্থার চালুর পদক্ষেপ হিসাবে কয়েকটি জরুরী কার্যক্রম গ্রহণ করা অপরিহার্য।

(ক) ইসলামকে নিছক একটি প্রাইভেট ধর্ম বলে বিশ্বাসের চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করে আল কুরআন ও রাসূল (সা) প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ, প্রশাসন আইন ও বিচার সকল ক্ষেত্রকে ইসলামী মূল্যেবোধের আলোকে গড়ে তুলে পুনর্গঠন করতে হবে।

(খ) শুধু বাংলাদেশেই নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাবিদকে গোল টেবিল কর্মশালা, সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে জিদ্দা সম্মেলনে গৃহিত মূলনীতির বুনিয়াদে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করতে হবে।

www.pathagar.com

(গ) সর্বপ্রথম বাংলাদেশে নাস্তিক মুরতাদ বুদ্ধিজীবী নামধারী মানবতার দুশমন, আল্লাহদ্রোহীদেরকে বাদ দিয়ে সত্যিকার ইসলামী আদর্শের দৃঢ় প্রত্যয়শীল, বাস্তব জীবনে ইসলামী অনুশাসনের অনুসারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সাবেক ভাইস চ্যান্সেলয়, জাতীয় অধ্যাপক বৃন্দ গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী শীর্ষস্থানীয় উলামা ও উচ্চশিক্ষিত পন্ডিত, ডক্টর্স বিশেষজ্ঞদেরকে একটি ব্যাপক ভিত্তিক শক্তিশালী শিক্ষা কমিশন গঠন করে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে হবে। কমিটির সুপরিশমালা প্রণয়নের পর তা জাতীয় পত্র পত্রিকা, সম্প্রচার সংস্থা কর্তৃক প্রচারের ব্যবস্থা ও প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে শিক্ষিত জনগণের নিকট প্রচার করে ব্যাপক জনমত গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালুর জন্য শুধু মাদ্‌রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের শ্লোগানই যথেষ্ট নয়। এর উৎকর্ষ সাধন সংস্কার ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; কিন্তু এতদ্‌সংগে সমতালে সাধারণ শিক্ষাকেও প্রন্তিক জড়বাড়ী চিন্তা-চেতনা হতে মুক্ত করে জড় ও আত্মার ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় সাধনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় মূল্যবোধ নৈতিক উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিক জীবন চেতনার সমন্বয় ছাড়া যারা শুধু মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার তাসবীহ জপেন, ও বড় বড় বুলি কপচান তারা মূলতঃ বেকুফের জান্নাতে বাস করে। সাধারণ শিক্ষাকে ইসলামাইজেশন ও মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আরও আধুনিকায়ন করে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও কর্মমূখী শিক্ষার ভিত্তিতে সংস্কার সাধন ছাড়া একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

বর্তমান সংলাপের ৪র্থ প্রশ্নের শেষাংশের জবাবে আমি বলতে চাই, আলিম সমাজ এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রথমতঃ

(ক) কূপমন্ডুকতা, সংকীর্ণ চিন্তাধারার প্রভাব বলয় থেকে আত্মরক্ষা করে উদার ও মুক্তমন নিয়ে একমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য চিন্তা গবেষণা জাতীয় পর্যয়ে কর্মশালা ও সম্মেলন করে মতামত প্রদান করতে পারেন। এজন্য পত্র পত্রিকায় একটি সূচী বাস্তবায়নের গবেষণাধর্মী গঠনমূলক পরিকল্পনা পেশ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আধুনিকতার সাথে মাদ্‌রাসা শিক্ষার মৌল বৈশিষ্ট অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

(খ) উচ্চ পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা কমিশনে চিন্তাশীল জাতির আস্থাবান

www.pathagar.com

পণ্ডিত্যপূর্ণ শীর্ষ স্থানীয় আলিমদেরকে কমিশনের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে আলিম সমাজ একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।

(গ) দারসে নিযামী ও আলীয়া নিসাবের আলিম উলামা, পীর মাশায়েখগণ সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠক, কর্মশালা, সেমিনারে একত্রিত হয়ে আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে সুষ্ঠু কর্মপন্থা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন।

(ঘ) এ ব্যাপারে সম্মিলিত উলামায়ে কিরামকে ইসলামী শিক্ষার পরিধিও ব্যাপকতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি ও চেতনা জাগ্রত করতে হবে। ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রকে হিফাযতের লক্ষ্যে এ দুটোকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কিন্তু আধুনিক বিষয়াদীর সংযোজন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতকে ইসলাম যেমনি গুরুত্ব দিয়েছেন সেভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। যে কোন শিক্ষাই যা ইসলামের মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন সকল শিক্ষাই যে ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত এ সত্যকে নিঃসকোচে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার উদার মানসিকতা প্রদর্শন করতে হবে। জীবন ও ধর্মের চেতনাকে, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যকে উদার ও মুক্ত মনে গ্রহণ করতে হবে।

৫। প্রশ্ন ঃ বিজ্ঞান ভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ইসলামের কোন দ্বন্দ্ব আছে কিনা? সেভাবে আলাদাভাবে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখার যৌক্তিকতা কি?

উত্তর ঃ বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি চিন্তা গবেষণা তত্ব, তথ্য বিচার বিশ্লেষণ মূল্যায়ন ও যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে বিশেষভাবে গবেষণালব্ধ জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান। এ অর্থে একমাত্র ইসলাম হচ্ছে বাস্তবতা যুক্তি প্রমাণ বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে এক চিরন্তন, শাশ্বতঃ সত্য। তাই ইসলামই হচ্ছে প্রকৃত বিজ্ঞান।

অবশ্যই প্রত্যাশিত প্রশ্নের জবাবে আমি সুস্পষ্টভাবে এ অভিমত প্রকাশ করছি যে, চূড়ান্তভাবে প্রকৃত সত্য ও তত্বের স্তরে যে বিজ্ঞান উপনীত সে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাস্তবতার সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই। ইসলাম কোন কালেই

www.pathagar.com

বিজ্ঞান বিরোধী ছিল না। এমনকি যে স্থাপত্য শিল্পকলা সংস্কৃতি ইসলামী জীবন বোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন ধরণের শিল্পকলা, স্থাপত্য ও সংস্কৃতিরও বিরোধী ইসলাম নয়।

তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বজায় রাখার যৌক্তিকতা কি প্রশ্নের এ অংশের জবাবে আমি বলতে চাই যে, যত দিন পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাকে আধুনিক বিষয়াদীর সাথে ধর্ম নৈতিকতা, অধ্যাতিকতা ইসলামী জীবনবোধ, প্রত্যয় ও চেতনার সাথে সমন্বিত করে পুনর্গঠন না করা হয়, ততদিন পর্যন্ত মাদ্‌রাসা শিক্ষা বন্ধ করার উদ্যোগ মুসলিম উম্মাহর জন্য জাতীয়ভাবে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের শামিল হবে। মাদ্‌রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও সাধারণ শিক্ষার সকল বিষয়ে ইসলামাইজেশন পূর্ব মাদ্‌রাসা শিক্ষা বন্ধ ও সংকোচনের কোন যৌক্তিকতা নেই, বরং মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন সংস্কারের কাজ চালু রেখে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকেই অব্যাহত রাখাই হবে যুক্তিসংগত।

বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে, দরদী হৃদয় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে এটি সুস্পষ্ট হবে যে, মাদ্‌রাসা শিক্ষা বর্তমানে জাতীয় শিক্ষনীতির একটি অবিচ্ছেদ অংশ। মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষানীতির সাথে সম্পৃক্ত একটি ফ্যাকলটি বলা যেতে পারে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৌশল শিক্ষা ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনিষ্টিটিউট, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট, সকল ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যদি বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি চালু থাকতে পারে তবে যতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক ভিত্তিক কোন ভিত্ রচিত না হয় ততদিন পর্যন্ত মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে আপত্তি কোথায়? মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে অব্যাহত রাখা মুসলিম উম্মাহর ঈমানের অপরিহার্য দাবী। ইসলামী জীবনবোধের চেতনা, প্রত্যয়, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও ইসলামী সমাজ নির্মাণের আস্থাশীল নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষাই মুসলমানদের ঈমান আকীদা, আমল আখলাকের হিফাযাত করে আসছে। মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য ও মূল্যবোধের সংরক্ষণের তাগিদে একমুখী জীবন ও ধর্মের সমন্বয় ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত অবশ্যই মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে চালু রাখতে হবে।

দুনিয়ার কোন প্রতারক গোষ্ঠী, নিজেদের ঈমান আকীদা বিরোধী কর্মকান্ডে

www.pathagar.com

লিপ্ত কোন মহল যদি এ শিক্ষা বন্ধের অপকৌশল গ্রহণ করে তবে মহান আল্লাহ তাআলা সে ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলকে সফল হতে দিবেন না। আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠ কুশলী, তিনি তাঁর বান্দাহদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের হিফাযাতে তাকিদে এ শিক্ষা অব্যাহত রাখবেন ইন্‌শাআল্লাহ।

৬। প্রশ্ন ঃ পবিত্র আল কুরআন মতে সৃষ্টির সূচনা থেকেই ইসলাম আল্লাহ তাআলার মনোনীত একমাত্র দ্বীন, তাহলে ইসলামের ইতিহাস বলতে শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে আরবী নামধারী রাজা বাদ্‌শাহদের ইতিহাস বুঝায় কেন?

উত্তর ঃ আপনার উত্থাপিত প্রশ্নের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। মূলতঃ ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন শাশ্বত ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা দুলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রাসূলদের প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন একমাত্র ইসলাম। সকল নবী ও রাসূলের দ্বীন এক অভিন্ন তবে শরীয়াত ভিন্ন ভিন্ন ছিল। আল কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের সাথে সাথে পূর্ববর্তী একশত খানা সহীফাহ ও তিন খানা কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা। আল কুরআন বলে আমরা মুসলমানরা কোন রাসুলের মধ্যে পার্থক্য করিনা। কুরআনে আরও বলা হয়েছে, আমি (আল্লাহ) আপনার নিকট যেমন অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেছি; ঠিক তেমনি নূহ আলাইহেস সালাম ও অপর সকল নবী রাসূলদের নিকটও অহী অবতীর্ণ করেছি। আল কুরআনে আরও বলা হয়েছে, এ দ্বীনের শরীয়তের সূচনা আমি নূহ আলাইহেস সালামের নিকট করেছি ঠিক তেমনি প্রত্যাদেশ আপনার নিকট ও প্রেরণ করা হয়েছে। আর এ প্রত্যাদেশ হিসাবে ইবরাহীম আলাইহেস সালাম মূসা আলাইহেস সালাম ও ঈসা আলাইহেস সালামের নিকটও অহী অবতীর্ণ আর এ অহীর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছি। মানব কুলের সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। আর এক্ষেত্রে কোন বিচ্ছিন্নতা ও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে না।

কুরআনে উল্লেখিত ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহেস সালাম বলেছেন ঃ "আমি কোন অভিনব রাসূল নই"। আল্লাহু সুবহানাহু তাআলা কুরআনুল কারীমে আরও বলেছেন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহেস সালাম

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল বৈ আর কিছু নন, এর আগে এমনি অনেক রাসূল চলে গেছেন। তিনি যদি স্বাভাবিকভাবে এ দুনিয়া হতে ইন্তেকাল করেন, অথবা শহীদ হন, তাহলে কি তোমরা তাঁর আদর্শ হতে পশ্চাদমুখি হয়ে উল্টো পথে ফিরে যাবে? আর যারা রাসূলের আদর্শ বর্জন করে পেছনে ফিরে যাবে, নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

এমনিভাবে কুরআনে হাকীমের অসংখ্য আয়াতে ও অগণিত হাদীসে সকল নবী ও রাসূলদের দ্বীন যে এক অভিন্ন ছিল তার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। অজ্ঞতা এবং মূর্খতার কারণেই আমরা বলে থাকি ইসলাম ৭ম শতাব্দীতে শুরু হয়েছে। আমাদের দেশের বড় বড় পণ্ডিতরা বলে থাকেন ইসলাম সর্ব কনিষ্ঠ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। অথচ আমাদের বলা উচিৎ ছিল ইসলাম সকল কালের সকল যুগের সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম, সত্য ধর্ম। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল হাকীমে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, "যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীনের তালাশ করে আল্লাহর নিকট তা কখনও কবুল হবে না"। কুরআনে হাকীমে আরও বলা হয়েছে, দুনিয়ার সর্বপ্রথম আল্লাহর গৃহ মক্কা মুআযযমায় তৈরি করা হয়েছে মানুষের জন্যেই। যা সমস্ত আলামের একমাত্র হিদায়াতের কেন্দ্র। আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টির আগেই তাদের হিদায়াতের প্রাণ কেন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। এ আয়াতে সুস্পষ্ট বুঝানো হয়েছে, মানুষের জন্য ধর্ম; ধর্মের জন্য মানুষ নয়। তাই মানব সৃষ্টির আগে মানুষের হিদায়াতের কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহেস সালামকে জান্নাত হতে যমীনে অবতরণকালীন হিদায়াতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ ও একশত চারখানা আসমানী কিতাব নাযিলের মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করেছেন। তাই এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, ইসলামই একমাত্র চিরন্তন সত্য দ্বীন। এ কারণেই মাদ্‌রাসাগুলোতে ইসলামের ইতিহাসের পাঠ্যক্রম আদম আলাহেস সালামের যুগ থেকে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব পর্যন্ত পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যারা বলেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহেস সালামের যুগ থেকে শুরু হয়েছে তারা ইসলামের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যাই দিচ্ছেন তারা বিকৃত পরিবেশন করছেনা। ৬ষ্ঠ প্রশ্নের শেষাংশের উত্তরে আমার স্থির বিশ্বাস হচ্ছে, খিলাফাতের রাশেদার পর উমাইয়া শাসনামলের উমার ইবনে আবদুল আযীযের শাসন আমল ছাড়া মুসলমান রাজা বাদ্‌শাহদের শাসনামলকে ইসলামের ইতিহাস না বলে মুসলিম শাসনের ইতিহাস বলাই যুক্তি সংগত।

www.pathagar.com

ইসলামের ইতিহাস বলা সঠিক নয়। এবং তাদেরকে খলিফা না বলে রাজাবাদশাহ বা মুসলিম শাসক বলাই সমীচীন। উপমহাদেশ ৮ বছরাধিক মুসলিম শাসকের শাসনাধীন ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র মহীউদ্দীন আলমগীর আওরঙ্গজেব সহ আরও ২/১ জন ব্যতীত সকলেই আরাম আয়েশ, খাহেশ ও প্রবৃত্তির লালসাই মিটিয়েছে। দিল্লীর তখতে তাউসে মুসলিম শাসক অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র শতকরা দুই (২%)।

৭। প্রশ্ন ঃ সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কি বুঝা যায়।

উত্তর ঃ সংস্কৃতি হচ্ছে মানব হৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রত্যয় ও জীবন চেতনা। ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে আল কুরআন ও সুন্নাহ হতে উৎসারিত প্রত্যয় ও চেতনা। আর সভ্যতা হচ্ছে সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এটি মুসিলম উম্মাহর চরম ট্রাজেডী যে, আমরা সংস্কৃতিকে সভ্যতা ও সভ্যতাকে সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত করে থাকি। সংস্কৃতি হচ্ছে, মানব মনের সে প্রত্যয় বিশ্বাস ও চেতনা যার ভিত্তিতে মানুষের সকল কর্মকান্ড ও জীবনধারাকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কৃতি হচ্ছে চিন্তা বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের যা মানব সমাজকে সুশীল, মার্জিত ও উৎকর্ষিত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রণিত কিন্তু বর্তমান জড়বাদী জীবনবোধে নগ্নতা বেহায়াপনা নিমজ্জিত অপকীর্তি ও দুষ্কৃতিই সংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত হচ্ছে। সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মতো জটিল ও গুরুতপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে এ স্বল্প পরিসরে প্রশ্নোত্তরে তার চিত্র পরিবেশন করা খুবই কঠিন। সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য খলিফা আবদুল হাকীম, ডঃ হাসান জামান রাহমাতুল্লাহ আলাইহে, আল্লামা সুলাইমান নদভী (রাহ), আল্লামা শিব্‌লী নুমানী (রাহ), দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যক্ষ আশরাফ ফারুকী, অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক আবদুল গফুর ও সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রাহ) রচিত সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বেশ কিছুদিন পূর্বে মাসিক আল ফুরকান ও দৈনিক ইনকিলাবে আমার ১টি প্রবন্ধও কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়।

৮। প্রশ্ন ঃ মাতৃভাষা ও ইসলামী পরিভাষা সম্পর্কে আপনার মুল্যায়ন কি?

উত্তর ঃ আমি বিশ্বাস করি মাতৃভাষার প্রতি ভালভাসা, মাতৃভাষা চর্চা নিজের মাতৃভাষার প্রতি গভীর আবেগ ও প্রেম একজন মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য

www.pathagar.com

দাবী। আল্লাহর শেষ রাসূল যদি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করতেন, এদেশে অবস্থান করতেন তাহলে আল্লাহ তাআলার অহী বাংলা ভাষায় অবতীর্ণ হতো। আমাদের মাতৃভাষায় শিরক, নগ্নতা অশ্লীলতা মুক্ত যে সাহিত্য তা ইসলামী সংস্কৃতিরই ধারক বাহক যদি তা অমুসলিম কবি সাহিত্যকের রচিতও হয়। আর যা নগ্নতা অশ্লীলতার ধারক ও বাহক, যা শিরক ও পৌত্তলিক চেতনা সৃষ্টিকারী তা মুসলিম সাহিত্যিক দ্বারা রচিত হলেও তা ইসলামী সাংস্কৃতিক চেতনা বির্জিত।

আমাদের প্রচলিত সাহিত্যে এমন অনেক পরিভাষা ব্যবহার হচ্ছে যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার না করাই উত্তম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত মূল্যায়ন এখানে সম্ভব নয় অনেক এমন পরিভাষা আছে আমরা যার পরিবর্তে ভিন্ন পরিভাষা ব্যাহার করাকেই বেশী পছন্দ করি, দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি মনে করি আমাদের সাহিত্যে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার না করে খোদা শব্দ ব্যবহারের প্রবর্তন বর্জন করা, রোযা না বলে সিয়াম বলাই উত্তম। আমাদের সাহিত্যে এমন বহু পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে যা ইসলামী মূল্যবোধের বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে ইসলামী জীবন চেতনার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আমি মনে করি এ সকল শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশোধন ও সংস্কারের স্থায়ী উদ্যোগ প্রয়োজন রয়েছে।

৯। প্রশ্ন ঃ আলেম সমাজ কি সত্যিই ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হচ্ছেন?

উত্তর ঃ এর জবাবে বলতে চাই যে, পরিবেশগত কারণে, আরও অনেক সংগত কারণেই আলিম সমাজ সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হচ্ছেন না। এতদসত্ত্বেও ইসলামী জীবনবোধ ও চেতনা, ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচার প্রসার ও সংরক্ষণে আলিম সমাজের ভূমিকা ও অবদানই সর্বাধিক। ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও ইসলামের নিভুনিভু প্রদীপকে আলিম সমাজই ত্যাগের বিনিময়ে প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন। ইসলামকে উৎখাত করার চক্রান্ত প্রতিরোধে আলিম সমাজই ভূমিকা পালন করছেন। আলিমদের বিরুদ্ধে প্রচার, তাদের অবদানকে খাটো করে দেখা, তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আদাপানি খেয়ে লেগে যাওয়া, পত্র পত্রিকায় তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তের শামিল। আলিম সমাজ দৃঢ়ভাবে ইসলাম বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আলেম সমাজই বহু ত্যাগ ও কুরবাণীর বিনিময়ে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রাখছে।

www.pathagar.com

১০। প্রশ্ন ঃ আলিমগণ এক মঞ্চে উঠে ইসলামের দাওয়াত দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন কেন? আপনার দৃষ্টিতে ঐক্যের ক্ষেত্রে বাধা কি?

উত্তর ঃ আলিমগণের অনৈক্য ও বিভেদ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। বর্তমানে বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর সর্বাধিক দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতার কারণ হচ্ছে, উলামাকুল ও মাশায়েখদের পরস্পরিক বিরোধিতা ও কাঁদা ছোড়াছুড়ি।

আলিমগণ এক মঞ্চে উঠে ইসলামের দাওয়াত প্রদানে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো ঃ পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি, দূরত্ব ও ব্যবধান, বিদ্বেষ ও অপপ্রচার, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিরোধী শক্তির চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। একশ্রেণীর আলিমদের সংকীর্ণতা অনুদারতা ও বিদ্বেষ। ইসলাম বিরোধী শক্তির আলিমদের বিরোধকে জিইয়ে রাখার অপকৌশল পত্র পত্রিকায় মিথ্যা প্রচারণা, তথ্য সন্ত্রাস ও তথ্য বিভ্রাট। স্বার্থপরতা ও অনুপ্রবেশ ইত্যাদি। আমি আলিমদের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের পারস্পরিক আন্তরিকতা, আলাপ আলোচনার অভাব, একে অপরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সতর্ক দূরে অবস্থানই আলিমদের ঐক্যের সবচেয়ে বড় বাধা মনে করি।

তবে আলিমগণ একই মঞ্চে কথা বলার তত্বটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত হতে পারছি না? ইসলামী চেতনা বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সকল মহলের আলিমদের বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে।

অবিভক্ত পাকিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলিম সমাজের অনৈক্যের অজুহাত তুললে ১৯৬১ সালে করাচীতে সকল দল ও মতের উলামারা একত্রিত হয়ে ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন। স্বাধীন ও মুক্ত বাংলাদেশে অঘোষিতভাবে সংকট মুহূর্তে আলিম সমাজের ঐক্যের নযীর স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরক্ষণেই দাউদ হায়দারের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহেস সালামকে অবমাননা সুলভ উক্তির প্রতিবাদে আলিমগণ একই মঞ্চ থেকে কথা বলেছেন।

তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিরোধী উক্তির প্রতিবাদে আলিম সমাজ একই মঞ্চ থেকে কথা বলেছেন। কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দাবীতে আলিম সমাজ ঐক্যবদ্ধ।

www.pathagar.com

গাজীপুর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার শান্তিডাংগায় স্থানান্তরের সময় আলিম সমাজ ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন এবং একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে একই সুরে কথা বলেছেন।

হরকতুল জিহাদ ও উসামা বিন লাদেনের জুজুর ভয় দেখাবার অভিযোগে দারসে নিযামী মাদ্‌রাসা বন্ধ ও ছাত্র শিক্ষকের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে আলিম সমাজ ঐক্যবাদ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন।

সম্প্রতি মিথ্যা অজুহাতে আলীয়া মাদ্‌রাসা সংকোচিত ও বন্ধকরণের উদ্যোগ, মঞ্জুরী বাতিল ও সরকারী অংশের বেতন বন্ধের প্রতিবাদ আলিম সমাজ একই মঞ্চ হতে করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী শিক্ষা সংকোচনের প্রতিবাদে আলিম সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন এবং একই প্লাটফরম থেকে কথা বলছেন।

সবচেয়ে বড় আশার কথা হলো, সম্প্রতি সকল মহলের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সম্মিলিত জাতীয় উলামা পরিষদ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক আল্লামা নিয়ায মাখদুম আল খোতানী (রহ)

প্রাথমিক কথা ঃ

বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষাদান, হাদীস শাস্ত্রের প্রচার, প্রসার ও বিস্তারের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন, আমাদের প্রিয় উস্তাদ আল্লামা নিয়ায মাখদুম আল খোতানী (রহ)। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, রূহানী ও জিহাদী চেতনায় প্রভাদীপ্ত মুখমণ্ডল, বলিষ্ঠ্য ও সৌম্য সুদর্শন লাবণ্যময় দেহের অধিকারী ছিলেন কালজয়ী, অমর প্রতিভা আল্লামা খোতানী (রহ)। তিনিই ছিলেন ইলমুল হাদীসের জীবন্ত চলমান বিশ্বকোষ। সুন্দর সুঠাম লাবণ্যময় দেহ, মিষ্টভাষী, অমায়িক দেহের অধিকারী এ মহান ব্যক্তি প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল থেকে যেন ঈমানী রূহানী ও ইলমে জ্যোতিময় মুখ মন্ডল এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথম দর্শনেই যে কোন ব্যক্তি বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়তো।

এ অনুপম ও দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী আল্লামা নিয়ায মাখদুম খোতানী (রহ) ছিলেন একজন আদর্শ মুহাদ্দিসের প্রতিকৃতি। তিনি ছিলেন জ্ঞান রাজ্যের নীরব সাধক ও আদর্শ শিক্ষকের জীবন্ত প্রতীক। চার দশকের অধিককাল যাবত তিনি ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসায় শাইখুল হাদীসের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে জ্ঞান চর্চায়, অতুলনীয় শিক্ষা দান, দক্ষ উপস্থাপনায় কল্যাণকামী অভিভাবক, নিষ্ঠাবান বন্ধু স্নেহপরায়ণ পিতা, অমায়িক আচরণ, বাৎসল্য ও মমতার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন। এ মর্দে মুজাহিদ, জ্ঞান সাধক, সিংহ পুরুষ, আদর্শ শিক্ষকের সকল বৈশিষ্ট্যে সুষমামন্ডিত হয়ে আদর্শ শিক্ষকতার বাস্তব নিদর্শন রেখে গেছেন। প্রকৃত পক্ষে আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমস্ত মানবকুলের জন্য জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নিখুঁত নির্ভুল পরিপূর্ণ আদর্শ হচ্ছেন সাইয়েদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লীল আলামীন খাতিমুন নাবীয়িন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা)। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

لقد كان لكم من رسول اسوة خسنة

www.pathagar.com

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (সা) এর জিন্দেগীতেই সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। (আহযাব ২১) বস্তুতঃ মহানবী (সা) ছিলেন, মানব জীবনের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ অভিভাবক, আদর্শ ব্যবসায়ী, আদর্শ প্রতিবেশী, আদর্শ স্বামী, আদর্শ শিশু, আদর্শ কিশোর, আদর্শ যুবক, আদর্শ সৈনিক, আদর্শ সেনাপতি, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক ও আদর্শ চরিত্র সংগঠক এবং আদর্শ রূহানী প্রশিক্ষক। মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আদর্শ তিনি রেখে যাননি।

যে সকল মূর্খরা বলে থাকেন, মহানবী (সা) মূর্খ ছিলেন, তাদের চেয়ে গবেট মুর্খ দুনিয়ার বুকে আর কেউ হতে পারে না। সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর তরফ হতে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ যার শিক্ষক, তার চেয়ে মহান আদর্শ শিক্ষক, সৃষ্টি জগতে আর কেউ হতে পারে না।

কুরআন হাকিমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

الرحمن- علم القران "আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র মেহেরবান। যিনি আল কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" (আর-রহমান ১-২)

শিক্ষকতা ছিল রাসূলের জিন্দেগীর অন্যতম মিশন। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন ঃ

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسول امن انفسهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحكمة وان كانو ام قبل لفى ضلال مبين-

আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ মুমীনদের প্রতি, যিনি তাদের মধ্যে হতেই এক ব্যক্তিকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে সুসভ্য মার্জিত ও বিশুদ্ধ করেন, তাদেরকে আল্লাহর কিতাব, বিজ্ঞান ও কৌশল শিক্ষা দেন, যদিও এর পূর্বে তারা প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল (আলে ইমরান ১৬৪)

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা আল্লাহর রাসূল (সা) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে মসজিদের দু'কোণে দু'দল লোক উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তাদের মধ্যে একদল

www.pathagar.com

আল্লাহর যিকর ও দুয়ায় লিপ্ত ছিল। অপর দল ইলম শিখছিল এবং অপর লোকদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল বললেন, এরা উভয়েই ভাল কাজে লিপ্ত কিন্তু এদের একদল অপর দলের চেয়ে অধিকতর উত্তম। এরা যারা দুয়া ও যিকিরে লিপ্ত, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তাদের দু'আ কবুল করতেও পারেন নাও পারেন। আর অপর দল যারা ইলম ও ফিক্‌হ শিক্ষা করছেন ও জাহিল-মূর্খদের শিক্ষা দিচ্ছেন এরাই অধিকতর উত্তম। অতঃপর আল্লাহর রাসূল শিক্ষা দানরত দলে উপবিষ্ট হয়ে বললেন, আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।" (দারামী, মিশকাত, কিতাবুল ইলম পৃষ্ঠা ৩৬)

বহু সংখ্যক আয়াতের কুরআন ও হাদীসে রাসূল (সা) দ্বারা এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত যে, প্রিয় নবী ইকামাতে দ্বীনে মহান দায়িত্বের সাথে অন্যতম মিশনই ছিল শিক্ষকতা তথা প্রশিক্ষকদের দায়িত্ব সম্পাদন করা। মূলতঃ আল্লাহর রাসূল যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ শিক্ষক ও ইলমুল কুরআন ও ইলমুল হাদীসের উৎস। আমাদের প্রিয় উস্তাদ আল্লামা খোতানী (রা) তাঁর চিন্তা চেতনা, জ্ঞান বিশ্বাস, প্রত্যয়, চরিত্র, আখলাক ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ও ইলমে নবুওয়াত এর প্রচার ও প্রসারে ছিলেন প্রিয় নবী (সা) সুন্নাতের পূর্ণ পাবন্দ, তাই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ শিক্ষকের পূর্ণ অনুসরণের কারণে তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক।

আমরা আগেই বলেছি, একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য যে সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য তা পূর্ণমাত্রাই আল্লামা নিয়ায মাখদুম খোতানী (রহ) এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

১। ইলমুল হাদীসের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বুৎপত্তি ঃ একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে বিষয় তিনি অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হবেন, সে বিষয়ে তাকে গভীর পাণ্ডিত্য ও বুৎপত্তির অধিকারী হতে হবে। বিষয় সম্পর্কে গভীর ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ছাড়া সে বিষয়ে অধ্যাপনার হক আদায় করে দায়িত্ব সম্পাদন করাও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লামা খোতানী হুজুর হাদীসশাস্ত্রে অধ্যাপনা করতেন এবং এ বিষয়ে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আরবী ভাষায় উপরও ছিল তার প্রগাঢ় জ্ঞান, তার কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হাজার হাজার ছাত্র আজ দেশের অধিকাংশ কামিল মাদ্রাসায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতার সাথে মুহাদ্দিস ও অধ্যাপকের দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করে যাচ্ছেন। শীর্ষ স্থানীয় আদর্শ মুহাদ্দীসের জীবন্ত প্রতীক হওয়ার কারণেই অসংখ্য মুহাদ্দিস ও অধ্যাপক তিনি তৈরী করে যেতে পেরেছেন।

২। **পাঠদান পূর্ব প্রস্তুতি ঃ** উচ্চশিক্ষার স্তরে একজন আদর্শ শিক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাঠদানের পূর্ব প্রস্তুতি। আমরা অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি, আমাদের প্রিয় উস্তাদ ৪১ বছর হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতার সাথে অধ্যাপনা জীবনে একটি প্রিয়ডও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া শিক্ষা প্রদান করেননি। ছারছীনা আলীয়া মাদ্রাসায় তার জন্য নির্ধারিত কক্ষের চতুপার্শ্বে সাজানো কিতাবের স্থান থেকে আহার, সালাত এর সময়টুকু ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অধ্যাগনা ও গবেষণায় নিয়োজিত থাকতেন। বছরে ২/১ দিন যদি কোন আকস্মিক কারণে তিনি মুতালিয়ার সুযোগ না পেতেন তবে নিশংকচিত্তে ক্লাসে বলতেন ঃ

اج مجھی مطالعۃ کی فرصت نھی ھوئی - اج مین نھین یر ھاؤ نکا

আমরা এ দৃষ্টিকোণ হতে মূল্যায়ন করেও তিনি যে একজন আদর্শ শিক্ষকের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি।

৩। **নির্ধারিত পেশা ও বিষয়ের প্রতি গভীর প্রেম, আগ্রহ, আবেগ ও অনুরাগ ঃ** একজন আদর্শ শিক্ষক তার নিজস্ব বিষয়ের উপর গভীর অনুরাগ মহব্বত আগ্রহ ও আবেগ না থাকলে এবং অধ্যাপনাকে জীবন ও জীবিকার সংস্থান ও পেশা মনে না করে, জীবনের নেশা ও ব্রত মনে না করলে কখনও তিনি আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন না।

আমাদের প্রিয় উস্তাদ দেশের আযাদী মুসলিম জাতি সত্ত্বার বিলুপ্তির সমাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের সংগ্রাম, এরপর দেওবন্দ দারুল উলুম ডিগ্রী লাভের পর ছারছীনা অধ্যাপনা জীবনের সূচনালগ্ন হতে আমরণ হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপনার দায়িত্বকে জীবনের প্রধানতম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইলমে নবুওয়াতে এর প্রতিও নবী মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি ছিল তার প্রগাঢ় মহব্বত, অনুরাগ, প্রেম, আবেগ ও গভীর আগ্রহ। হাদীস শাস্ত্রের দারস

www.pathagar.com

প্রদানকালীন বিভিন্ন ঘটনারাজির বর্ণনা প্রদানকালে ইলমে নবুওয়াত, নবী সত্তার মহব্বতে তার নয়ন যুগল হতে মুক্তার মতো অশ্রু ঝরে পড়েতো। ইলমে নবুওয়াতের প্রেরণা ও হুব্বে রাসূলে চেতনা সৃষ্টিমূলক বর্ণনার আগেও অনুরাগে তার বাকশক্তি স্তম্ভিত হয়ে উঠতো।

অনেক সময় তিনি মহব্বতের আবেগে হুহু করে কেঁদে ফেলতেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধি মোতাবেক তার নির্ধারিত বয়স অতিক্রমের পরও তিনি হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপনা হতে অব্যাহতি নিতে পারেননি। স্বীয় পেশার প্রতি আগ্রহ, আকর্ষণ ও হাদীস শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ, মূল্যায়নের আমাদের প্রিয় উস্তাদ নিয়ায মাখদুম খোতানী (রহ) ছিলেন আদর্শ মুহাদ্দীসের জীবন্ত প্রতীক।

৪। বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আকর্ষণীয় সুঠাম দেহ ঃ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাশীল হওয়া ছাড়া আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় না। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা জালিম শাসক জালুতের বিরুদ্ধে হযরত দাউদ (আ) এর সংগ্রামে তালুতের জ্ঞানের প্রাচুর্য ও বলিষ্ঠ সুঠাম সুশ্রী দেহ বল্লরীর বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

بسطة فى العلم والجسم

আমাদের প্রিয় উস্তাদ কম্যুনিস্ট বিপ্লবের সময় মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামী মূল্যবোধের সংরক্ষণের জিহাদে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সুঠাম দেহ, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ় আত্ম প্রত্যয়শীল ব্যক্তি ছিলেন। বস্তুতঃ একজন শিক্ষক যদি তার শিক্ষাদানকালীন সময়ে নিজের জ্ঞানের প্রতি দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয় না থাকে, যদি তিনি মনস্তাত্বিক দুর্বলতা ও হীনমন্যতার ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকেন, তবে তার উপস্থাপনা বিন্যাস ও পাঠদান কখনও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। আদর্শ শিক্ষকের বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহ ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য সমূহের অন্যতম। আমাদের প্রিয় উস্তাদ খোতানী হুজুর এ মূল্যায়নের দৃষ্টিতে একজন আদর্শ শিক্ষকের বাস্তব প্রতীক ছিলেন।

৫। পরিমার্জিত রুচিশীল ও অমায়িক আচরণ ঃ একজন আদর্শ শিক্ষকের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি পরিমার্জিত রুচিশীল জীবনাচরণের অধিকারী হবেন। সুমিষ্ট কথাবার্তা, অমায়িক আচরণ, উন্নত চরিত্র, পরিচ্ছন্ন পোশাক ও

www.pathagar.com

পরিমার্জিত সংস্কৃতির অধিকারী হবেন। একজন আদর্শ শিক্ষকের পক্ষে অপরিচ্ছন্ন অগোছালো জীবন, নোংরা ও ময়লাযুক্ত পোশাক, রুচিহীন এবং অমার্জিত সংস্কৃতির কল্পনাও করা যায় না।

আমাদের প্রাণপ্রিয় উস্তাদ হযরত আল্লামা নিয়ায মাখদুম খোতানী (রহ) উল্লেখিত দৃষ্টিকোণ থেকে একজন সর্বজন স্বীকৃত আদর্শ শিক্ষকরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। সুদীর্ঘ জীবনে পোশাকের ক্ষেত্রে পূর্ণ সুন্নতে রাসূলের পাবন্দ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও এবারো খেবরো পোশাকে চলাফেরা করেননি। অপরিষ্কার পোষাক নিয়ে একদিনের জন্যও শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেননি। হাসিমুখে আন্তরিকতাপূর্ণ আঙ্গিক ও সুমিষ্ট মধুর সম্বোধন ছাড়া কোন ছাত্রের সাথে কখনও মিলিত হননি। তিনি ছিলেন সত্যিকার আদর্শ চরিত্র ও আদর্শ শিক্ষকের জীবন্ত প্রতীক।

৬। **কল্যাণকামী অভিভাবক ঃ** আদর্শ শিক্ষকের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি শিক্ষার্থীদের সত্যিকার কল্যাণকামী অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবেন। শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক মানের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, তার শিক্ষার মানের উৎকর্ষ সাধন, শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ, সজনশীল প্রতিভার স্ফুরণ ও তাকে আদর্শ মুসলিম, আদর্শ নাগরিক ও মানুষরূপে গড়ে তোলার যথার্থ তদারকির দায়িত্ব আদর্শ শিক্ষককেই পালন করতে হয়। আদর্শ মুসলিম, আদর্শ মানুষ গড়ার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গড়ার ব্রত যদি শিক্ষক গ্রহণ না করেন; শিক্ষার্থীর আত্মিক, মানসিক, নৈতিক, মেধা ও প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশকে যদি শিক্ষক শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ না করেন, তবে তিনি একজন শ্রমিক হতে পারেন। তিনি আদর্শ শিক্ষক হওয়া দূরের কথা বরং শিক্ষক নামের কলংক।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমাদের প্রিয় উস্তাদ ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। খোতানী হুজুর যে, কতভাবে শিক্ষার্থীদের যথার্থ অভিভাবকের দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করেছেন তার বিস্তারিত ফিরিস্তি লিপিবদ্ধ করে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের সমকালীন বন্ধুবর ও ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক কমরুদ্দীন, অধ্যাপক আখতার ফারুক, শামসুল হক, মুহারিকুল বারী, মুযাক্কিরুল বারী, মুস্তফা হামিদী, অধ্যাপক আ, ন, ম, আহমাদুল্লাহ, মাওলানা ইসমাইল, অধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহেদ; পরবর্তী পর্যায়ের

www.pathagar.com

অধ্যাপক আলী হয়াদার, অধ্যক্ষ আবদুর রব খান, অধ্যাপক আবদুল মালিক, কবি রুহুল আমিন খান, ডঃ ইয়াহইয়া রহমান, অধ্যাপক আনসার উদ্দীন, এ. বি. এম ছিদ্দীকুর রহমান, মাওলানা আলী, অধ্যক্ষ ও মাওলানা মোহাম্মদ সালেহ, মাওলানা রেদওয়ানুল করীম, অধ্যক্ষ কাফিলুদ্দীন সরকার সহ অগণিত অসংখ্য ছাত্র তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ রূপে আজও বেঁচে আছেন।

৭। স্নেহশীল পিতা, অকৃত্রিম বন্ধু ঃ শিক্ষার্থীদের প্রতি হৃদয়ের গভীর মমতা, পিতৃত্বের স্নেহ, অসীম প্রীতি, হৃদয়ের গভীর দরদ ছাড়া কোন শিক্ষকই সত্যিকার আদর্শ শিক্ষক হতে পারে না। একজন শিক্ষক তার শিক্ষাসুলভ গাম্ভীর্য, মর্যাদা রক্ষা করে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত পরামর্শদাতা বন্ধুত্বে পরিণত না হলে, তার ভুলত্রুটি সংশোধনের ক্ষেত্রে দরদী, স্নেহশীল পিতার ভূমিকা পালন না করলে, তার উন্নতি সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে পিতার মতো বুকভরা প্রত্যাশা পোষণ না করলে, তিনি কখনও আদর্শ শিক্ষকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন না।

আমাদের প্রিয় উস্তাদ নিয়ায মাখদুম খোতানী (রহ) উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকেও একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তার সরাসরি শ্রেণীকক্ষের ছাত্রত্বের আসন হতে বিদায়ের তিন/চার দশক পরও যে তিনি তার ছাত্রদেরকে পিতার চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন, তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

আমি ১৯৫৪/৫৫ সেশনে তার ছাত্র ছিলাম, ১৯৮৪ সালে রমজানে, এক জুময়াবারের অপরাহ্ন ৩টা থেকে ৪টা ৩০ মিঃ বায়তুল মুকাররম মসজিদের দক্ষিণ প্লাজায় আমি তাফসীর অনুষ্ঠান পরিচালনার পর দেখতে পেলাম খোতানী হুজুর দক্ষিণ বারান্দায় বসে আছেন। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে দু'হাতে আমার বাহু জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে কপালে চুমো খেয়ে বললেন ঃ

تم صفات الله هی

তিনি ছাত্রদের এমন মমতা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন যে তার সকল ছাত্রের হৃদয়েই এ ভাবের উদয় হতো যে, হুজুর বোধ হয় আমাকে সবচেয়ে বেশী আদর স্নেহ করেন। তিনি তার নাস্তা করাকালীন সময়ে কাছে কোন ছাত্রকে দেখলেই ডেকে নাস্তা করাতেন।

www.pathagar.com

আমাদের ছাত্রাবস্থায় তিনি শাইখুল হাদীস ও সেকেন্ড মুহাদ্দিস ছিলেন। (বিহারী হজুর) আল্লামা আবদুস সাত্তার বিহারী ও থার্ড মুহাদ্দিস কুমিল্লার হুজুর আল্লামা আবদুল লতিফ কুমিল্লাভী, মুফতী আবদুল করীম রুপশা হুজুর, মাওলানা আবদুল আউয়াল হুজুর প্রিন্সিপ্যাল হযরতুল আল্লামা তাজাম্মুল হোসাইন খান সাহেব। তৎকালীন সকল শিক্ষকই অভিভাবকত্ব, পিতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভূমিকা পালন করতেন।

৮। **সময়ানুবর্তিতা ঃ** আদর্শ শিক্ষকদের অপর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষাদানে নিয়মিত উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতা। এ ক্ষেত্রে খোতনী হুজুর ছিলেন এক উজ্জ্বল আদর্শ। মারাত্মক ধরনের অসুস্থ্যতা ছাড়া তিনি কখনও অনুপস্থিত থাকতেন না। অবশ্য মৃত্যুকালীন অসুস্থতা ছাড়া তিনি জীবনে খুব বড় ধরনের কোন রোগে আক্রান্ত হননি। খোতানী হুজুরকে ক্লাশে দেরীতে উপস্থিত হতে কেউ দেখেছেন বলে আমারে অন্ততঃ জানা নেই। প্রকৃত পক্ষে উপস্থিতি ও সময়ানুবতিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক।

৯। **সুশৃংখল ও নিয়ম মাফিক জীবন ঃ** সুশৃংখল ও নিয়ম মাফিক জীবনযাপন করা আদর্শ শিক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করলেও আমরা খোতানী হুজুরের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য অতি মাত্রায় দেখতে পাই। তাঁরা আহার বিহার গোসল, সালাত, বিশ্রাম নিদ্রা সবকিছুই নিয়ম মাফিক ছিল। তিনি সময় অসময় গল্প গুজবে সময় ব্যয় করতেন না। বাজারে কম যেতেন, যেতেন না বললেও অত্যুক্তি হবে না। ছোটখাট কিছুর প্রয়োজন হলে ছাত্রদের মধ্যে যাকে প্রয়োজন মনে করতেন তার হাতে টাকা তুলে দিয়ে আসর থেকে মাগরিবের মধ্যে নিয়ে আসার দায়িত্ব প্রদান করতেন।

১০। **ছাত্রাবাসের তদারকি ঃ** তিনি মাগরিবের পর রাত ১০ টার মধ্যে ছাত্রাবাসে ছাত্ররা পড়াশুনায় মগ্ন কি না মাঝে মধ্যে পরিদর্শনও করতেন। মূলতঃ একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের তদারকীর দায়িত্ব তিনি পালন করতেন।

১১। **সুস্পষ্ট উপস্থাপনা ও সুবিন্যস্ত পরিবেশনা ঃ** আদর্শ শিক্ষকের অপর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনা, সুবিন্যস্ত-পরিবশেন, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও হৃদয়গ্রাহী বাচন ভঙ্গী, উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকেও আমাদের প্রিয়

www.pathagar.com

উস্তাদ হযরত আল্লামা নিয়ায মাখদুম খোতানী (রহ) মান উন্নীত কালোত্তীর্ণ মহান আদর্শ শিক্ষক ছিলেন।

একমাত্র উর্দু উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বীয় জন্মভূমির আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাবের সামান্য দুর্বলতা ছাড়া তার উপস্থাপনা ছিল স্পষ্ট, প্রাঞ্জল, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চস্তরের শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। উর্দু ভাষায় তিনি অনর্গল প্রাঞ্জল সুমিষ্ট প্রাণস্পর্শী পাঠদান করতেন, তার পাঠদানে কোন জড়তা ও অস্পষ্টতা ছিল না। সুনিপুণ দক্ষ শিল্পীর মতো সুবিন্যস্তভাবে তিনি তার চিন্তাধারা ও বক্তব্য তুলে ধরতেন।

১২। অকৃত্রিম উদার প্রাণ ঃ আদর্শ শিক্ষকের অপর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ আদর্শ শিক্ষককে হতে হবে অকৃত্রিম কৃত্রিমতার প্রলেপ দিয়ে কোন কিছুকে তিনি আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করবেন না, মুক্ত ও উদার প্রাণের অধিকারী হবেন তিনি। বক ধার্মিকতা ও লেফাফা দুরস্তির কৃত্রিমতার প্রভাব মুক্ত থেকে প্রাণখোলা ও অকৃত্রিম হবে তার জীবনধারা। আমাদের প্রিয় উস্তাদ আল্লামা নিয়ায মাখদুম আল খোতনী এ দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যিকার আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক ছিলেন।

১৩। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ ঃ আল্লামা নিয়ায মাখদুম আল খোতানী (রহ) আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ছাড়া বিলায়াতের ও তাযকিয়া যে উন্নত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল তা ছিল তার দুনিয়ার প্রতি নির্লোভও অনাসক্তি। পার্থিব আরাম আয়েশ, স্বার্থপরতা অধিক কোন প্রকার আকর্ষণ ও প্রবল আগ্রহ তার ছিলনা। শেষ জীবনে খুলনা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও ঢাকা সরকারী আলীয়ার লোভনীয় পদে নিযুক্তির আহ্বানকে তিনি তাচ্ছিল্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করেন। নিরাসক্ত নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ জীবন ছিলতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ কারণে তার চিন্তা চেতনা ও কর্মধারা ছিল আখিরাতমুখী, তাই তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় ওলীদের অন্তর্ভুক্ত।

১৪। তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ ও তায়াল্লুক বিল্লাহ ঃ হযরত নিয়ায মাখদুম আল খোতানী ছিলেন আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কোন কঠিন ব্যাপারেও তাকে চিন্তাগ্রস্ত উদ্বিগ্ন ও বির্মষ হতে দেখা যায়নি। সদা হাস্যময় ছিলেন তিনি আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার ও আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের দীপ্ত প্রভায় তার মুখমণ্ডলে আল্লাহর প্রেম ও

www.pathagar.com

ঈমানের জ্যোতি উদ্ভাসিত হতো, তিনি আদর্শ শিক্ষকের প্রতীকের সাথে সাথে আল্লাহর প্রেমিকদের মধ্যে আদর্শ ও শীর্ষস্থানীয় অলী ও বুজুর্গ ছিলেন।

১৫। জাতীয় অধ্যাপক নিয়ায মাখদুম আল খোতানী ঃ আল্লামা নিয়ায মাখদুম আল খোতানী (র) শুধু ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায় শাইখুল হাদীস ছিলেন না। তিনি ছিলেন উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দীর শাইখুল হাদীস। তিনি শুধু ছারছীনা মাদ্রাসার হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন না। তিনি ছিলেন হাদীস বিষয়ে বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক।

যদিও সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপকরূপে ঘোষিত হননি, কিন্তু এদেশের মানুষের হৃদয় রাজ্যে তিনি জাতীয় অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার হাজার হাজার ছাত্রের মাধ্যমে তিনি জাতীয় অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। জাতীয় ঈদগাহের খতিব হিসেবে ও জাতীয় অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

১৬। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন ঃ একজন আদর্শ শিক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করা। মূলতঃ একজন খাঁটি মুসলিমের তথা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জিন্দেগীর অন্যতম মিশন হচ্ছে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করা।

الذين امنو يقاتلون فى سبيل الله ولذين كفروا يقاتلون فى سبيل اطاغوت-

মুমিনগণ যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে; আর কাফিরগণ যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। (আল কুরআন) একজন আলেমে দ্বীন একজন শিক্ষক তথা একজন মুসলিমের জিন্দেগীর মিশনই হচ্ছে বাতিলের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা।

আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

الفاظ ومعانى مين تفاوت نهين لكين
ملاكى اذان اور مجاهد كى اذان اور
يرواز هى دنون كى ايسى الك فضامين

www.pathagar.com

كه كر كس كا جهان اور شاهين كاجهان اور

"শব্দ এবং অর্থে নেই কোন পার্থক্য;
কিন্তু নয় কো সমান, মোল্লা আর মুজাহিদের আযান,
যদিও মহাশূন্যে শকুন আর ঈগলর অবস্থান।
কিন্তু ঈগলে আর শকুন কখনও নয়কো সমান"। (ইকবাল)

একজন আদর্শ শিক্ষক কখনও অন্যায় ও অসত্যের আস্ফালন ও বিজয়কে নীরবে বরদাশত করেন না। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে দুর্বার ও আপোষহীন সংগ্রাম একজন আদর্শ শিক্ষকের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

আমাদের প্রিয় উস্তাদ আল্লামা নিয়ায মাখদুম খোতানী এ ক্ষেত্রে আদর্শ শিক্ষকের বাস্তব প্রতীক ছিলেন। তিনি আজীবন অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। আপোষহীন সংগ্রামী জীবনই ছিল তার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাশিয়ায় তুর্কিস্থান প্রদেশের খোতানে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি উলুমুল কুরআন, উলুমুল হাদীস ছাড়া যুক্তিবিদ্যা দর্শন জ্যোতিবির্দ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কম্যুনিস্ট শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম অঙ্গ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তিনি কম্যুনিস্ট বিপ্লবের সময় কম্যুনিস্ট সন্ত্রাসীদেরকে মসজিদ মাদ্রাসা ধ্বংস সাধনে লিপ্ত দেখে মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগাদান করে সেনাপতির পদে উন্নীত হন। ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার বিলুপ্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের মুসলিম আমীরগণ কম্যুনিস্টদের ছলনায় পতিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সহযোগিতায় লিপ্ত হন এবং নিজেদের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব শুরু হয়, পরে অলৌকিকভাবে তিনি কম্যুনিস্টদের গণহত্যা থেকে আত্মরক্ষা করে দেওবন্দ আগমণ করে দেওবন্দের দারুল উলুমের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি দেওবন্দেই শিক্ষকতার সুযোগ লাভ করতেন কিন্তু অলিয়ে কামিল হযরত শাইখ আল্লামা নিসারুদ্দিন (রহ) এর অনুরোধে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের চেষ্টায় তিনি ১৯৪৫ সালে ছারছীনায় শাইখুল হাদীস পদে যোগদান করেন এবং ৪১ বছর কাল যাবত ইলমে নবুওয়াত এর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি আজীবন ইলমী ও আমলী জিহাদের মাধ্যমে নির্ভিক চিত্তে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দ্বীনের পতাকাকে সমুন্নত রাখেন।

তিনি ছারছীনা অবস্থানকালীন সময়ও কোন ব্যাপারকে সুন্নাহর খিলাফ মনে করলে কর্তৃপক্ষকে নির্ভিক চিত্তে সে ব্যাপারে পরামর্শ প্রদাণ করতেন।

১৯৮৬ সালের ২৯ শে অক্টোবর এ মহাপ্রাণ আদর্শ শিক্ষকের জীবন্ত প্রতীক ইলমে নবুওয়াতের অক্লান্ত নিরলস খাদিম এই নশ্বর ধরাধাম হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। আজিমপুর করবস্থানে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রাণপ্রিয় আদর্শ উস্তাদকে জান্নাতে বলুন্দ মরতবা দান করুন। (আমীন)

উপসংহারে আমরা এ প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি না করে কালজয়ী অনুপম ও অতুলনীয় মহান উস্তাদের স্মৃতিকে অমর ও চিরন্তন করে রাখার লক্ষ্যে কতিপয় প্রস্তাবনা উত্থাপন করেই সমাপ্ত করছি।

১। আল্লামা নিয়ায মাখদুম খোতানী রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক তাঁর ভক্ত অনুরক্ত ছাত্রদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে তার রচিত পাণ্ডুলিপি সমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

২। তার নামে তার সন্তানদের বাসগৃহে একটি শক্তিশালী সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হোক।

৩। ছারছীনা আলীয়া মাদ্রাসায় তার প্রায় অর্ধশত বছর ব্যাপী অধ্যাপনার স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার লক্ষ্যে একটি নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ করে নিয়ায মাখদুম ছাত্রাবাস নামকরণ করা হোক।

৪। নিয়ায মাখদুম রিসার্চ একাডেমীর নাম নিয়ায মাখদুম ফাউন্ডেশন করা হোক।

৫। তার প্রতিভাবান যোগ্য ছাত্রদের নিকট বিভিন্ন সিমিনারে উপস্থাপিত ও নতুন করে সংগৃহীত প্রবন্ধসমূহ একত্রিত করে উত্তম কাগজে একটি সমৃদ্ধ সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

www.pathagar.com

সৌজন্যে:
ক্যাটাবন বুক কর্ণার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com